১০ম বৎসর, ১০ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

মাসিক-পত্রিকা।

১৩০৩

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, জমীদার
মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন
কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা।
৫ নং সিম্লাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে
শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা
মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
চিকিৎসা-সম্মিলনীর ৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ডের সূচীপত্র	৷৹
নববর্ষ	১
দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে রূপ ও যৌবন	২
ঐ প্রাণের পর চাই ধন (দাসত্ব জন্য ধনই নিকৃষ্ট ধন)	৫
পাদচতুষ্টয় (কবিরাজ, ঔষধ, পরিচারক ও রোগী)	১০
শিশু-যকৃৎ	১৫
রসায়ন-তত্ত্ব	১৯
ম্যাসাজ বা অঙ্গমর্দ্দন ও অঙ্গচালন	২২
জ্বরভুক্ত কাস ও যক্ষ্মারোগে বাসাবল বিংশতিপাঁচন, পাঁচন নয় ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি	২৪
পদ্যমেটিরিয়া মেডিকা	২৮
দেশীয় অভয়ালবণ-মাহাত্ম্য	৩০
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী (নবজ্বরে জ্বরচূড়ামণী)	৩৪
তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী	৩৬
ঘৃতপ্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী	৩৮
প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ	৩৯
ভারতবাসী জাগরিত, না নিদ্রিত ?	৪১
কবিরাজীমতে পাথুরীরোগের আশ্চর্য্য আরোগ্য	৪৩
বর্ষাকাল, বড়ই ভয়ানক কাল	৪৪
মূল্যপ্রাপ্তি আদি	৪৬

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি, প্রণীত

চিকিৎসা-কল্পতরু।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থভাগের ছাপা শেষ হইয়া সমগ্র পুস্তক চারিখণ্ডে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১৷৹ পাঁচসিকা। মেডিকেলস্কুলের ছাত্র, পল্লিগ্রামের ডাক্তার ও গৃহস্থের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট এবং সুবিস্তৃত প্রাক্‌টীস্ অব্ মেডিসিন। যদি ঘরে বসে ভাল ডাক্তার হইতে চাও এবং ডাক্তার হইয়া সুচিকিৎসক হইতে চাও, তবে চিকিৎসা-কল্পতরু পাঠ কর।

কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে পাইবেন।

চিকিৎসা-সম্মিলনীর ৯ম বর্ষ, ৯ম খণ্ডের

সূচীপত্র।

বিষয়	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা।
গতবর্ষ	সম্পাদক	৷৹
বিজ্ঞাপনের ডাকাতিতে কবিরাজে কলঙ্ক	ঐ	১
দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে অবশ্য জ্ঞাতব্য কতিপয় বিষয়	ঐ	৯
বদ্দিমতে কি জোলাপের ওষুধ আছে ?	ঐ	১০
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ (কবিরাজী)	ঐ	১৩
অবলাবান্ধব (ঐ)	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	১৭, ১৬৬, ২৭৬, ৩০৫
বুঝিবার ভুল	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি,	২০, ৮৫
মূলে ভুল কি প্রকারে বলি ?	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	২২
ভুল মূলে নয়, তবে শাখা প্রশাখায় বটে	সম্পাদক	২৫, ৪৮, ১৮৩, ৩২৮
বাঘী বসাইবার বিবিধ উপায় (ডাক্তারী)	ডাক্তার জহিরুদ্দীন্ আম্মদ এল, এম, এস,	৩০
ঐ (দেশীয় ঔষধ)	ঐ	৩৩
প্রত্যক্ষফলপ্রদ মুষ্টিযোগ		৩৪, ৫২, ৬০, ১০২, ১০৯, ১৪৪, ১৪৬, ১৭৫, ২৪৪, ২৮৭, ৩২০, ৩৫২, ৩৯৭, ৪৪১
আমাদের কথা	সম্পাদক	৩৫, ৭২, ১১১, ১৪৭, ২১৩, ২৪৫, ২৮৮, ৩৪৮
দেশীয় স্বাস্থবিজ্ঞানে প্রাণই আগে চাই	সম্পাদক	৩৯
ঐ প্রাণের পর চাই ধন	ঐ	৪০, ৭৭, ১১১, ১৪৯, ১৮৮, ২৯৯, ৩২৬, ৩৭১, ৪১৩,
ঐ ভোজনানুসারে সত্ত্বাদি গুণভেদ	ঐ	১৫৪, ২১০, ২১৫, ২৫১, ২৯১, ৩২৩
	শ্রীঃ———	৩৬৭, ৪০৭
রূপ ও যৌবন	ঐ	৪৩
অন্ধের চক্ষু ফুটিবার নহে		
আমাদের দেশে উপদংশ ব্যাধির চিকিৎসা (ডাক্তারী)	ডাক্তার রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	৫৫, ৯৪
আমাদের ছাপাই	নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়	৫৮
আয়ুর্ব্বেদীয় সদৃশ চিকিৎসা	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	৬১
রিউম্যাটিজম্ (তরুণবাত) (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,	৬৩, ১২৮
তৈলপাক ও প্রয়োগ প্রণালী	কবিরাজ জগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত	৬৪, ১৪২, ২০৭, ২৩৬, ২৮০, ৩১৬, ৩৪৯, ৩৯৪, ৪৩৫
ঘৃত প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী	কবিরাজ প্যারীমোহন সেন	৬৮, ১৪৩
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী	সম্পাদক	৭১
এক অষ্টাদশাঙ্গ পাঁচনে সহস্র ফিবার মিক্‌শ্চারের কার্য্য করে	ঐ	৭৯
উপকারের অপেক্ষা অপকারই অধিক	ঐ	৮৩
আয়ুর্ব্বেদীয় ধাত্রীবিদ্যা	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	৮৯, ১৩৬
ব্রণতত্ত্ব (পূর্ব্বভাষ) (কবিরাজী)	কবিরাজ শীতলচন্দ্র কবিরত্ন	৯১, ১২৭
হিষ্টিরিয়া না ক্রিমি ? (ডাক্তারী)	ডাক্তার বিহারীলাল চৌধুরী	৯৯
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী (উপক্রমণিকা) (কবিরাজী)	কবিরাজ শীতলচন্দ্র কবিরত্ন	১০৫
দেশের এক কুক্‌শিমার নিকট বিদেশীয় শত শত এম্, ডি, লজ্জা পায়।	সম্পাদক	১১৪

COLOUR PAPER

ডিজিটেলিস	ডাক্তার বিহারীলাল চৌধুরী	১১৮
হিমরেজ (রক্তস্রাব)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,	১২০, ১৯০
প্রমেহ (গণোরিয়া)	ডাক্তার জহিরুদ্দিন্ আহম্মদ এল্, এম্, এস্,	১২৩
রসায়ন-তত্ত্ব	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	১৩০, ১৪২, ৩৮৩, ৪২৩
তিক্তদ্রব্যমাত্রেই জ্বরঘ্ন ও বলকারক কি না?	ডাক্তার রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৩৩
চিকিৎসা রহস্য (ডাক্তারী)	ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এল, এম্, এস্,	১৪২
সর্ব্বদা অধিক রোগাক্রান্ত হয় যাহারা?	সম্পাদক	১৫৭
শিশুর সর্দ্দিকাশির পক্ষে তুলসীর ন্যায় মহৌষধ আর দ্বিতীয় নাই	ঐ	১৫৯
নাসিকা বিষয়ে নূতন তত্ত্ব	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম, বি,	১৬২
পদ্যমেটিরিয়া মেডিকা (হোমিওপ্যাথিক্)	ডাক্তার নলিনীনাথ মজুমদার	১৭১
উন্নতি কি অবনতি! (বৈদ্যশাস্ত্র)	সম্পাদক	১৮১
দেশীয় চিকিৎসায় অভ্রভস্ম	কবিরাজ মণিমোহন সেনগুপ্ত	১৯৪
উপদংশ	ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহম্মদ এল্, এম্, এস্,	১৯৮, ২৩২, ২৮০, ৩০১ ৩৩৫, ৩৮৭
হস্তমৈথুনে বালক ও নবযুবক	কবিরাজ প্যারীমোহন সেনগুপ্ত	২০৫
বৈদ্যক পাঁচনের ন্যায় ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই	সম্পাদক	২১১
পিপাসায় গরম জল (ডাক্তারী)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,	২১৮
হোমিওপ্যাথি ও এলোপ্যাথির দর্পচূর্ণ	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	২২৪
নূতন ঔষধ (এলোপ্যাথিক্)	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্ বি,	২৩৮
কতকগুলি প্রশ্ন	ডাক্তার শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়	২৩৯
এইটা কি নূতন রোগ? (কবিরাজী)	মণিমোহন সেনগুপ্ত	২৪১
ডাক্তার পুলিন বাবু ও পিপাসায় গরমজল	সম্পাদক	২৬০
এক অমৃতাদি পাঁচনের অসীম ক্ষমতা দেখুন	সম্পাদক	২৬৪
ভৈষজ্যতত্ত্ব	ডাক্তার জগদ্বন্ধু বসু এম্, ডি,	২৬৭
উপদংশ সম্বন্ধে দুই একটী কথা	ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি,	৩১১
দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্লিভার	সম্পাদক	৩১৮, ৩৩০, ৩৭৩, ৪১৬
হোমিওপ্যাথি ঔষধের কার্য্যকারিতা	ডাক্তার প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম্, ডি,	
আঁইসভলদ্বারা শ্বাসাবরোধ জনিত মৃত্যু	ডাক্তার ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৩৪৪
অশোকঘৃতের আশ্চর্য্য ক্ষমতা	সম্পাদক	৩৪৫
অকাট্যযুক্তি (হোমিওপ্যাথির অনুকূলে)	শ্রীঃ———	৩৭৬
কবিরাজী শাস্ত্র ও দেশীয় ঔষধের প্রতি ডাক্তারদিগের এতই বিদ্বেষ কেন?	কবিরাজ প্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়	৩৭৮
বিলাতী স্বাস্থ্যবিদ্যা	(উদ্ধৃত)	৩৮০
শিশুযকৃৎ বা ইন্ফ্যান্টাইললিবার (হোমিওপ্যাথি)	ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালি এল, এম্ এস্	৩৯১, ৪২৬
কুইনাইনই ম্যালেরিয়া	সম্পাদক	৪০২
মসূরিকা বা বসন্ত	(উদ্ধৃত)	৪১৩
পাদচতুষ্টয় (কবিরাজী)	শ্রীঃ———	৪৩০
দেশীয় অভয়ালবণ মাহাত্ম্য	সম্পাদক	৪৩৮

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

[১০ম বৎসর,   ১০ম খণ্ড,   ১ম সংখ্যা।]

নববর্ষ।

চিকিৎসা-সম্মিলনী দশমবর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা একপক্ষে আনন্দের কথা হইলেও পক্ষান্তরে গতবর্ষে ইহার অনিয়মিত প্রকাশজন্য আমাদিগকে কিন্তু গ্রাহকবর্গের নিকট বড়ই সঙ্কুচিত থাকিতে হইয়াছে। কর্ত্তব্যকার্য্যের অবহেলাই এস্থলে চিত্তসঙ্কোচের বিশেষতঃ নিরানন্দের প্রধান কারণ। কেননা চিকিৎসা-সম্মিলনী যদি ঠিক্ মাসে মাসে নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইত, আর গ্রাহকবর্গও যদি ইহার উপর সেইরূপ কৃপাদৃষ্টি করিয়া বার্ষিক মূল্য প্রেরণরূপ-স্বস্ব কর্ত্তব্য কার্য্য প্রতিপালন করিতেন, তাহা হইলে আজ্ ইহার দশমবর্ষে পদার্পণ, আমাদের পক্ষে যে কি অনির্ব্বচনীয় আনন্দের বিষয় হইত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, একপক্ষে চিকিৎসা-সম্মিলনীর অনিয়মিত প্রকাশ, অপর পক্ষে গ্রাহক মহাশয়দিগেরও বার্ষিক মূল্যপ্রদান সম্বন্ধে ঔদাস্য, এই উভয় কারণে আমাদিগকে বড়ই ব্যথিত ও সঙ্কুচিত হইয়া নিরানন্দে গতবর্ষ অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। কিন্তু যাহা হইয়াছে, সে অতীত কথা লইয়া আর বৃথা দুঃখপ্রকাশ না করাই সঙ্গত। কেননা গতানুশোচনা সর্ব্বথা নিষিদ্ধ।

তবে এদেশে অধিকাংশ পত্রিকাই প্রায় দশবর্ষকাল স্থায়ী হয় না, সুতরাং সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা-সম্মিলনী একখানি চিকিৎসা-বিষয়ক বঙ্গভাষায় মাসিক পত্রিকা হইয়াও যে আজ্ দশমবর্ষে পদার্পণ করিল, ইহা মনে করিলে বাস্তবিকই কিঞ্চিৎ আনন্দ না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। আমাদের আনন্দের আরও বিশেষ কারণ এই যে, চিকিৎসা-সম্মিলনী প্রকৃতই ধীরে ধীরে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে অগ্রসর হইতেছে। আজ্ কাল কবিরাজী চিকিৎসার প্রতি লোকের যে একটু মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে দেখা যাইতেছে;—কবিরাজী

চিকিৎসা যে ডাক্তারী চিকিৎসা অপেক্ষা অনেকাংশে অনেক স্থলেই উৎকৃষ্ট বলিয়া সাধারণের ধারণা জন্মিতেছে,—এদেশীয় ঔষধ ও আচার ব্যবহারাদি যে দেশীয়গণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবেই উপযুক্ত বলিয়া লোকের জ্ঞান হইতেছে,—ইহাদ্বারা যে অনেক গৃহস্থই সাহায্যনিরপেক্ষ হইয়া অল্পায়াসেই স্বস্ব রোগ ও তাহার ঔষধনির্ব্বাচন করিতে সমর্থ হইতেছেন,—পল্লীগ্রামস্থ কবিরাজ ও গৃহস্থবর্গ যে বৈদ্যকশাস্ত্রের অনেক নিগূঢ় ও নূতন নূতন কথা শিখিতে পারিতেছেন,—আর ডাক্তারগণও যে বৈদ্যশাস্ত্র না পড়িয়াও চিকিৎসা-সম্মিলনী পাঠে বৈদ্যকশাস্ত্রের স্থূল স্থূল উপদেশ অবগত হইয়া জ্ঞানলাভ করিতে পারিতেছেন; চিকিৎসা-সম্মিলনী গতবর্ষে অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হইলেও উপরোক্ত কারণে সুতরাং ইহা যে অভীষ্টসাধনে বিফলপ্রযত্ন হয় নাই; একথা স্বীকার করিতে হইবে।

পরিশেষে চিকিৎসা-সম্মিলনী যাঁহার উদ্‌যোগে ও সাহায্যে জন্মগ্রহণ করিয়া এ পর্য্যন্ত জীবিতা রহিয়াছে, সম্মিলনীর সেই সৃষ্টিকর্ত্তা টাকীর সুপ্রসিদ্ধ ও সুশিক্ষিত মাননীয় জমীদার শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল্ মহোদয়কে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান ও তাঁহার মঙ্গলকামনা করিয়া এবং যে সকল গ্রাহক মহোদয় প্রথম হইতেই চিকিৎসা-সম্মিলনীকে স্নেহের চক্ষে দেখিয়া আশ্রয়দান করিয়া আসিতেছেন, তাঁহাদিগকেও যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া চিকিৎসা-সম্মিলনী দশমবর্ষে পদার্পণ করিল।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে রূপ ও যৌবন।

অনাহার।

অনাহার রূপ ও যৌবন নষ্ট করিবার আর একটী কারণ। অন্নই বল, অন্নই বুদ্ধি, অন্নই জীবন, অন্নই স্বাস্থ্যের উপাদান এবং অন্নই রূপ ও যৌবনের মূল-সংস্থান। চরকে আছে "প্রাণাঃ প্রাণভৃতামন্নমন্নং লোকোহভিধাবতি। বর্ণপ্রসাদঃ সৌন্দর্য্যং জীবিতং প্রতিভাসুখং। তুষ্টিঃ পুষ্টির্ব্বলং মেধা সর্ব্বমন্নে প্রতিষ্ঠিতং॥ লৌকিকং কর্ম্ম যদ্ বৃত্তৌ স্বর্গতৌ যচ্চ বৈদিকং। কর্ম্মাপবর্গে

যচ্চোক্তং তচ্চাপ্যন্নে প্রতিষ্ঠিতং॥" অর্থাৎ অন্নই প্রাণিগণের প্রাণস্বরূপ, সমুদয় লোকই অন্নের জন্য ধাবিত, বর্ণের প্রসাদ, সৌন্দর্য্য, জীবন, প্রতিভা, সুখ, তুষ্টি, বল ও মেধা—সকলি অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত। কি লৌকিক, কি বৈদিক, কি মোক্ষজনক কর্ম্ম—সমুদয়ই অন্নের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরন্তু "ইষ্টবর্ণ গন্ধ রসস্পর্শং বিধিবিহিতং অন্নপানং প্রাণিনাং প্রাণসংজ্ঞকানাং প্রাণমাচক্ষতে কুশলাঃ। তচ্ছরীরধাতুব্যূহবলবর্ণেন্দ্রিয়প্রসাদকরং যথোক্তমুপসেবমানং বিপরীতং অহিতায় সম্পদ্যতে॥" পরন্তু মনের তৃপ্তিজনক গন্ধবিশিষ্ট, মনের আহ্লাদজনক রসবিশিষ্ট এবং সুখস্পর্শজনক ভক্ষ্যদ্রব্যকে পণ্ডিতেরা জীবের জীবন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যথা অনুপযুক্তরূপে ব্যবহৃত হইলে অন্ন দেহের অহিতকর হইয়া থাকে।

অল্পবয়সে সামর্থ্যহীন হওয়া, জরাজীর্ণের ন্যায় শীর্ণ হওয়া, দৃষ্টিশক্তি বা শ্রবণশক্তি লোপ পাওয়া, শিথিলদন্ত ও পক্ককেশ হওয়া, আহার ও রতিশক্তি হীন হওয়া, অথবা বৃদ্ধের ন্যায় সদা চিন্তামগ্ন থাকা প্রভৃতি লক্ষণ সকল যে আজকাল অধিকাংশ লোকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিলে—অযথাশুক্র চালন, দুশ্চিন্তা ও অনাহার—এই তিনটীকেই প্রধান বলিয়া প্রতীয়মান হয়। যে পরিমাণে যে যে দ্রব্য আহার করিলে দেহ তেজস্বী ও বলিষ্ঠ থাকে, দেহের ওজোধাতু যথাভাবে অবস্থান করে, শরীর সুস্থ ও নীরোগ হয়, ভাগ্যবশতঃ আজ্‌কাল অধিকাংশ লোকের সেইরূপ আহার যুটে না। ইংরাজরাজের শুভপদার্পণে পূর্ব্বাপেক্ষা এদেশের লোকের জীবিকা-সংগ্রাম দিনদিন এতই বর্দ্ধিত হইতেছে যে, প্রায় ২৪ চব্বিশ ঘণ্টাকাল উদরান্নের সংস্থানের জন্য অধিকাংশ লোককে পরিশ্রম করিতে হইতেছে কিন্তু পরিশ্রম ও চিন্তাবশতঃ দেহস্থ ধাতুসকলের যেমন পরিমাণ ক্ষয় হইতেছে, আহারদ্বারা সে পরিমাণ পূরণ হওয়া ভার। অতি সুদূর পল্লীগ্রামে যথায় বৎসরের মধ্যে ২।১ মাস গৃহস্থ অল্পমাত্র পরিশ্রমে সম্বৎসরের অন্নসংস্থান করিতে পারিত; একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে বাস করাতে আবার সে পরিশ্রম ও যথায় বিভক্ত হইয়া আরও লঘু হইত, বাহ্যসভ্যতার চাকচিক্য বজায় রাখিবার জন্য যাহাদের কিছুমাত্রও চেষ্টা করিতে হইত না, দিনের অধিকাংশ সময় যাহারা আমোদ আহ্লাদে অথবা শাস্ত্রাদিচর্চ্চায় অতিবাহিত করিতে পারিত, এক্ষণে সেই একান্নবর্ত্তী পরিবার বিভক্ত হইয়াছে, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুঘণ্টাকাল গৃহস্থের বসিয়া

ডিজি
হিমে
প্রমেহ
রসায়
তিক্ত
চিকিৎ
সর্ব্বদ
শিশুর
নাসিব
পদ্যমে
উন্নতি
দেশীর
উপদংশ
হস্তমৈথু
বৈদ্যক
পিপাসা
হোমিও
নূতন ঔ
কতকগু
এইটা
ডাক্তার
এক অমৃ
ভৈষজ্যত
উপদংশ
দেশীয় চি
হোমিও
আইসভ
অশোকবৃ
অকাট্যযু
কবিরাজী
এতই বি
বিলাতী
শিশুযকৃৎ
এস্
কুইনাইন
মসূরিকা
পাদচতুষ্ট
দেশীয় অ

আমোদ করিবার সাবকাশ আর নাই, বেশভূষা প্রভৃতি অনাবশ্যকীয় অভাব তাহার এতই বাড়িয়াছে যে, সে যথামত আহারের জন্য ব্যয় করিতেও কুণ্ঠিত হয়। কেবলই অভাব, অভাব, চতুর্দ্দিকে অভাব মোচনের জন্য প্রতি ব্যক্তিই অনবরত খাটিতেছে। যেমন পরিশ্রম করিতেছে, আবার তদনুরূপ আহার নাই। সুতরাং স্বাস্থ্যরক্ষা কি প্রকারে হইবেক? এক্ষণে কোন পরিবারের মধ্যে আহার খরচ যদি মাসে ১০ দশটাকা পড়ে, তবে সে পরিবারের বাহ্য সভ্যতা রক্ষার খরচ অন্যূন ২০ বিশটাকা পড়িবেক। আবার তাহার উপর লোকের বহির্দৃষ্টি এতদূর প্রবল যে, আহারার্থে খরচ যত দূর সঙ্কুচিত হয়, তাহাতে ক্ষতি নাই, কেননা লোকে তো তাহা দেখিতে আসিবে না; পরন্তু বেশভূষাপ্রভৃতি বাহ্য চাকচিক্য বজায় রাখিতে পারিলেই হইল। আহারাদিতে আমোদ আহ্লাদ করাকেই এক্ষণে লোকে অসভ্যতা মনে করে। পূর্ব্বে এদেশে লোকের আহারাদিতে এত আমোদ ছিল, যে গৃহস্থমাত্রই অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে ১০।১২ বার দশ জন আত্মীয় প্রতিবেশী লইয়া একত্রে ভাল ভাল খাদ্যদ্রব্যের আয়োজন করিয়া আহারাদি করিতেন। গৃহস্থমাত্রই এরূপ করাতে সমাজের সকলেই প্রায় প্রতিদিনই উত্তম উত্তম পুষ্টিকর আহার প্রাপ্তিতে বঞ্চিত হইতেন না। যে যে দ্রব্যের অভাবে দেহের যে যে ধাতুর ক্ষীণতা প্রাপ্তি হইত, নানাবিধ আয়োজনে সেই সেই ধাতু পুষ্ট হইতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে এক হৃদয়শোষক সভ্যতার চক্রে পড়িয়া লোকের সে সব বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ দূরে গিয়াছে। এক্ষণকার আমোদ তোমার বেশভূষা বা অলঙ্কারাদি দেখিয়া যাহাতে আমি তোমাকে বড় বলি অথবা তোমার অট্টালিকা স্তম্ভ দেখিয়া যাহাতে আমি তোমার মনস্তুষ্টি সম্পাদনকার্য্যে ব্রতী হই; নতুবা সকলকে লইয়া যে বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ, তাহা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। লোকের মনের ভাব এইরূপ, তাহার উপর আবার রাজার দৃষ্টিতে এদেশে খাদ্যদ্রব্যের আর প্রাচুর্য্য নাই। এই ভারতবর্ষে যথায় ২০ কোটী লোকের সংস্থানমত অন্ন উৎপাদন হইত, এক্ষণে নানাদিক্ দেশগত ব্যক্তিসমূহ আগমন করাতে প্রায় ২০০ কোটী লোকের সেই অন্নে সংকুলান চাই, আবার তাহার উপর বৈদেশিক রপ্তানি আছে। সুতরাং সেই কারণে খাদ্যদ্রব্য দুর্ম্মূল্য হইয়াছে, আবার উৎপাদিকা শক্তিরও অভাব হইয়াছে। পূর্ব্বে এদেশে যে পরিমাণে ফল শস্যাদি জন্মাইত, এক্ষণে সে পরিমাণে জন্মায় না। বঙ্গদেশ মৎস্য প্রধান দেশ।

পূর্ব্বে এদেশে মৎস্য এত পরিমাণে জন্মাইত যে, লোকে এক মৎস্যের উপর নির্ভর করিয়াই জীবনযাপন করিতে পারিত, কিন্তু এক্ষণে সে পরিমাণে আর মৎস্য জন্মায় না। মৎস্য, মাংস গব্যঘৃত, দুগ্ধ প্রভৃতি যে সকল খাদ্য ভারতবাসীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় ও পুষ্টিকর, এক্ষণে সেই সকল খাদ্যের একেবারে অসদ্ভাব। ঘৃত, দুগ্ধ, মাখন, ক্ষীর প্রভৃতির ন্যায় জীবনবর্দ্ধনকর, আয়ুষ্কর ও বলবর্দ্ধক পদার্থ আর নাই। এই গব্যই গৃহস্থমাত্রেরই পুষ্টি প্রদান করিত। পূর্ব্বে এই গব্য এত অধিক পরিমাণে এই দেশে উৎপন্ন হইত, যে গৃহস্থ তখন হোম, যজ্ঞ অথবা পিতৃকার্য্যে যে দুগ্ধ বা ঘৃত ব্যয় করিতেন, এক্ষণে আহারার্থে তাহার ষোড়শাংশের একাংশও পান না। ইংরাজরাজের দেহপুষ্টি ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধির জন্য প্রতিদিন এই ভারতক্ষেত্রে যে কত গোহত্যা হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। পূর্ব্বে যে স্থলে গৃহে গৃহে ২।৪ টী গাভী প্রতিপালিত হইত, এক্ষণে সে স্থলে পল্লীতে পল্লীতে ২।৪টী গাভী পাওয়া ভার। ধর্ম্মবৃষ সকল তখন প্রতি পল্লীতে দেখা যাইত, ঐ সকল বৃষ যোগে বীর্য্যবান্ বৎস সকল উৎপন্ন হইত, এক্ষণে সেই সকল ধর্ম্মবৃষদ্বারা শকট চালান হয়, তাহারা জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। এক্ষণে গোকুলের জন্য আর গোচারণ প্রথা নাই। গো সেবা দুরূহ হইয়াছে। সুতরাং গব্য দ্রব্য অভাবে—দেহের পুষ্টিকর আহারের অভাবে লোকের দেহ সবল ও সুস্থ কি প্রকারে থাকিবে? এক্ষণে গব্য দ্রব্য নাই, পুষ্টিকর মৎস্য মাংস নাই, কেবল শাকসবুজি খাইয়া লোকের জীবন কি প্রকারে দীর্ঘ ও সুস্থ থাকিবেক? সুতরাং যখন লোকের প্রাণ বাঁচানই দায় হইয়া উঠিয়াছে, তখন রূপ ও যৌবনরক্ষা ত দূরের কথা। বাস্তবিকই ভারতবাসী বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা যেরূপ দুরন্ত জীবনসংগ্রামে পড়িয়াছে, তাহাতে কালে ইহাদের মধ্যে রূপ ও যৌবন একবারেই লোপ হইবে বলিয়া বিশ্বাস হয়। ক্রমশঃ——

শ্রী——

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন।
দাসত্ব-জন্য ধনই সর্ব্ব নিকৃষ্ট ধন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

দাসত্ব জিনিষটা কি, তাহা গতবারে বিশেষরূপেই দেখাইয়াছি। অথবা চাকর যখন কুকুর অপেক্ষাও হেয় বলিয়া সকল দেশে সর্ব্বশাস্ত্রেই নির্দ্দিষ্ট

আছে, আর আমরাও যখন চক্ষের উপর প্রতিনিয়ত সেই সকল বাক্যের সম্পূর্ণ সার্থকতা উপলব্ধি করিতেছি, তখন আর বার বার সে সকল কথার উল্লেখ করিয়া দাসত্বোপজীবীদিগের অন্তরে অনর্থক বেদনা দিতে চাহি না। তবে কথা এই যে, দাসত্ব এতাদৃশ হেয় হইলেও এই দাসত্ববৃত্তি আবার সকল জাতির পক্ষে সমান কথা নহে। কেননা স্বাধীন জাতির পক্ষে যাহা স্ব স্ব কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হয়, পক্ষান্তরে পরাধীন জাতির পক্ষে তাহাই হেয় দাসত্ববৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। স্বাধীন জাতি যৎসামান্য চাকুরী করিয়া মাসিক ১৫টী টাকা বেতন পাইয়াও তাহার নিজ স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান যতদূর বজায় রাখিয়া চলিতে সমর্থ হয়, আর পরাধীন জাতি অত্যন্ত সম্ভ্রমের চাকুরীতে মাসিক ২।৪ সহস্র টাকা বেতন পাইয়াও কিন্তু তাদৃশ স্বাধীনতা বা আত্মসম্মান কোনমতেই বজায় রাখিতে পারেন না।

বেশ মনঃসংযোগপূর্ব্বক বার বার পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, লালবাজারের মোড়ে রুলহস্তে দণ্ডায়মান মাসিক ১৫৲ কি ২০৲ টাকা বেতনভোগী একজন ইয়ুরোপীয় কন্‌ষ্টেবলের মনে যে বল আছে, তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহার যেরূপ স্বাধীনতা, ওজস্বিতা ও আত্মসম্মানের পরিচয় পাওয়া যায়, সে তুলনায় এ হতভাগ্য দেশের একজন খুব উচ্চপদস্থ মাসিক ৩।৪ হাজার টাকা বেতনভোগীরও সে মনের বলের কণামাত্রও আছে কি না সন্দেহস্থল। সে স্বাধীনতার—সে তেজস্বিতার নিকট দিয়াও তিনি কখনও গিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। কোনও বিশেষ কারণবশতঃ একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমি আমার কোন সম্ভ্রান্ত এবং খুব উচ্চপদস্থ ঐরূপ প্রচুর বেতনভোগী বন্ধুকে রহস্যস্থলে ঠিক্ এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম যথাঃ—"যদিও ভারতবাসী আপনাকে একজন খুব উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত এমন কি অদ্বিতীয় ব্যক্তি বলিয়াই মনে করে, এবং হয়ত আপনাকেও আপনি তাহাই মনে করেন, কিন্তু মহাশয় ক্ষমা করিবেন, আমি কিন্তু আপনাকে ঐ লালবাজারের মোড়ে রুল হস্তে দণ্ডায়মান একজন ইয়ুরোপীয় কন্‌ষ্টেবল অপেক্ষাও লঘু, ভীরু ও কাপুরুষ বলিয়াই বিবেচনা করি।" ইহাতে তিনি পরম আহ্লাদের সহিত হো হো করিয়া হাস্য করিতে করিতে আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন যে, "আমি আপনার এই কথায় প্রাণভরিয়া অনুমোদন করি। বস্তুতঃ পরাধীন জাতি যতবড় চাকুরীই করুক্ আর

যাহাই করুক, সে কখনই আত্ম-স্বাধীনতা বা আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া চলিতে সমর্থ নহে—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। সুতরাং পরাধীন জাতির মরণই মঙ্গল।" বলা বাহুল্য যে, তাঁহার কার্য্য দাসত্ব হইলেও তাঁহার অন্তর কিন্তু যথার্থই মহৎ, তাই তিনি এরূপ কথায় দুঃখের পরিবর্ত্তে আনন্দানুভব করিয়াছিলেন, নচেৎ আত্মজ্ঞানহীনের নিকট হইলে হয়ত এই কথাতেই আমাকে তৎক্ষণাৎ কিঞ্চিৎ শিক্ষা পাইতে হইত।

তাই বলিতেছি যে, ভারতবাসীর পক্ষে হইয়াছে ঠিক্ যেন "গোদের উপর বিস্ফোটক" একেই ত পরাধীনতার জ্বালায় হাড় জর জর, তার উপর আবার চাকুরী করিতে যাওয়া যে কি ভয়ানক নরক-যন্ত্রণা, তাহা আত্মজ্ঞানী ভুক্ত-ভোগী বা চিন্তাশীল ব্যক্তিই বুঝিতে পারেন। ঠিক্ এই ধারণাতেই আমরা যখন তখন যার তার নিকটেই বলিয়া থাকি যে, ভারতবাসী হাইকোর্টের জজই হউন, আর দশ জেলার কমিশনারই হউন, ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ই হউন, জয়েণ্টই হউন, হাকিম হউন, আর মুন্‌সেফই হউন, দেওয়ানই হউন, আর ম্যানেজারই হউন, ঠিক্ আমাদের চক্ষে তাঁহাদের সেই সেই কর্ম্ম যেন "গোদের উপর বিস্ফোটক" বলিয়া ধারণা হয়।

স্বাধীনতা ও পরাধীনতা ব্যাপারটা কি, ইহা যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন, "সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং" যাঁহারা এই মন্ত্রের উপাসক, তাঁহারাই ঠিক্ বুঝিবেন যে, আজ্ ধনোপার্জ্জন পন্থার আলোচনার উপলক্ষে আমরা কেন এতদূর আসিয়া পড়িয়াছি। বস্তুতঃ চাকুরীর ন্যায় (বিশেষতঃ পরাধীন জাতির পক্ষে) এমন অশান্তিকর, এমন মনের দৌর্ব্বল্য-জনক ও এমন ভয়ানক স্বাস্থ্য-বিঘাতক ব্যাপার আর দ্বিতীয় নাই। কিন্তু সমধিক দুঃখ ও বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, কালবশে বিধির বিড়ম্বনায় এমন অশান্তিকর চাকুরীই কিনা আজ্ এ সমাজে শান্তিদাতার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পড়িয়াছে! কিন্তু চাকুরী কি যথার্থই শান্তি দিতে পারে? না, কখনই নহে। আপাতদৃষ্টিতে অমৃতময় বোধ হইলেও শেষটা কিন্তু সে তাহার স্বাভাবিক বিষ উদ্গীরণ করিবেই করিবে। কেননা চাকুরী যত বড়ই হউক, চাকুরে ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয় না, তাহার শরীর ও মন সুস্থ থাকে না, অজীর্ণাদি রোগে দেহ ও মন শীঘ্রই অবসন্ন হইয়া আইসে, আর ভীরুতা ও কাপুরুষতা আদি দোষ সকল ত তাহার অঙ্গের আভরণ স্বরূপ হয়।

দুঃখের বিষয় এই যে, ধনোপার্জ্জন পন্থা সমূহের মধ্যে এমন নিন্দনীয়, এমন অসাধারণ পরমায়ুক্ষয়কারক দাসত্ববৃত্তি যে কি জন্য সাধারণের নিকট দিন দিন এত আদরণীয় হইয়া উঠিতেছে, আর কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়ীকে লোকে হৃতাদর করিয়া অধম চাকুরে ব্যক্তিকেই বা কেন অধিক আদর করিতেছে, তাহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। অথবা পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে, একমাত্র অজ্ঞানতাই ভারতবাসীকে দিন দিন এহেন শোচনীয় দশায় উপনীত করিতেছে। নচেৎ কণামাত্রও জ্ঞান থাকিলে কি, দেশের লোকে কৃষি আদি যথার্থ শান্তি ও জীবনদাতা ধনোপার্জ্জন পন্থা সমূহকে পদাঘাত করিয়া আজ্ চরম অশান্তিদাতা চাকুরীবৃত্তিকে এত আগ্রহের সহিত ভালবাসিতে পারিত?

সে যাহা হউক, চাকুরী পাইলে যে এদেশের লোক আজ্‌কাল কেমন অসাধারণ আনন্দিত হইয়া নিজকে অশেষ সৌভাগ্যশালী বোধ করে, পক্ষান্তরে সাধারণ লোকেও যে আজ্‌কাল চাকুরে ব্যক্তিকে কেমন প্রীতির চক্ষে দেখিয়া শতমুখে তাহাকে ধন্যবাদ প্রদান করে, নিম্নে এস্থলে সংক্ষেপে তাহারই একটী সত্য ঘটনার কথা বলিতেছি। আশা করি, এই অতিরিক্ত কথার জন্য পাঠকগণ, বিশেষতঃ ঘটনায় মালিক মহাশয় দয়া করিয়া আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন।

কোন পল্লীগ্রামস্থ একজন বেশ সম্ভ্রান্ত ও সম্পত্তিশালী যুবক, বাল্যকাল হইতেই পৈতৃক-বিষয়ের আয়ের উপর নির্ভর করিয়া অহোরহ দিব্যি বাবুটী সাজিয়া বেশ মনের আনন্দে বিশেষ স্ফূর্ত্তির সহিত দেশ বিদেশে ঘুরিয়া ও আত্মীয় স্বজনের সহিত আত্মীয়তার বৃদ্ধি করিয়া দিনযাপন করিতেন। আর কেনই বা না করিবেন? পৈতৃক বিলক্ষণ বিষয়বৈভব আছে, সুতরাং অন্ন বস্ত্রের ত আর কোনই অভাব নাই; বরং নিজেরা নির্ব্বিঘ্নে খাইয়া পরিয়া অপর দশজনকেও অনায়াসেই খাওয়ান পরান চলিতে পারে। তাহা ছাড়া জাতি ও বংশগত সম্মান আছে, দেশের মধ্যে প্রভুত্ব আছে, নিজে বর্ত্তমান এম্ এ, বি, এ, বা টোলের পাশ করা পণ্ডিত না হইলেও পাণ্ডিত্য ও সাধারণ অভিজ্ঞতা কিন্তু তাঁহার বিলক্ষণই আছে; তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান্, রূপবান্, শ্রীমান্, বিশেষতঃ প্রিয়-দর্শন, হাস্যবদন, পরোপকারী, আংশিক সত্যপ্রিয়, স্থিরবুদ্ধি ও গম্ভীর, কিন্তু ঘোর অভিমানী এবং বড়ই অযথা-আড়ম্বর-প্রিয়। তাহা ছাড়া কুটিলতা ও ঈর্ষ্যা আদি স্বাভাবিক দোষ যে কিছুই তাঁহার নাই, এমন নহে; থাকিলেও মোটের উপর সে অঞ্চলের উপস্থিত সমাজের মধ্যে তিনি একজন বেশ মানুষের মতই মানুষ বলিয়া বিখ্যাত।

যেরূপে যে কারণেই হউক, অদৃষ্টদোষে বা গ্রহবৈগুণ্যে সহসা একজন জমীদারের সরকারে তাঁহার একটী বড় রকমের চাকুরী যুটিল। এখনও সেই অবস্থাতে সেই চাকুরীই তাঁহার চলিতেছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, লোকটা যে দিন হইতে দাসত্বের বোঝা বহন করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই যেন কেমন কেমন হইয়া গিয়াছেন, মতিগতির পরিবর্ত্তন ত অবশ্যই ঘটিয়াছে, তাহা ছাড়া সে স্ফূর্ত্তি আর নাই, সে সদানন্দভাব, সে হাঁসি হাঁসি মুখ ও রূপযৌবন যেন কোথায় চলিয়া গিয়াছে। দিবারাত্র দাসত্বের দুরন্ত দুশ্চিন্তা জন্য জরা ও বার্দ্ধক্য যেন দিন দিনই করালবদনে তাঁহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে। কেবল তাহাই নহে, এহেন পরোপকারী ব্যক্তি হইয়াও পরাধীনতার দুরন্ত তাড়নায় এখন পরের উপকার করা দূরের কথা, আত্মীয়-স্বজনের পর্য্যন্ত ভালমন্দ ভাবিবার অবসর আর তাঁহার নাই; বরঞ্চ চাকুরীর খাতিরে স্থলবিশেষে কোন কোন আত্মীয়ের আংশিক অপকার যে তাঁহাদ্বারা না ঘটিতেছে, তাহা নহে। ফলকথা চাকুরীর দায়ে কত অস্বাভাবিকভাব যে তাঁহাতে আসিয়া বর্ত্তিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। ইন্দ্রিয়গ্রামের মধ্যে যেটী প্রবল ছিল, হয়তো অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করিয়া তাহাকে শান্ত করিতে হইয়াছে, পক্ষান্তরে স্বাভাবিক শান্ত রিপুকেও হয়তো কার্য্যানুরোধে আবার জোরের সহিত উত্তেজিত করিতে হইয়াছে। সে সদানন্দভাব, সে ক্ষুধা, সে জীর্ণশক্তি, সে সুনিদ্রাদি চাকুরীর দায়ে যেন সকলেই ভীত হইয়া পলায়নপর হইয়াছে।

এই ত বাপু! চাকুরীর সুখ! চাকুরী মাত্রেই ত প্রায় এইরূপই শান্তিদান করিয়া থাকে। বিশেষতঃ দেশীয় লোকের নিকট চাকুরী; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এহেন দুঃখময়, আয়ুঃ-ক্ষয়কারী, রক্তমাংসশোষক, ও সদাই ত্রাসজনক চাকুরী পাইয়া অনেক ব্যক্তিই মনে মনে যারপর নাই আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ আমাদের আলোচ্য যুবকটী ত চাকুরী পাইয়া যে কিরূপ সন্তুষ্টির পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস যে, তিনি যেন বড়ই একটা বাহাদুরী করিতেছেন! যে বংশে তাঁহার জন্ম, বিশেষতঃ তিনি যে লোকের সন্তান, এখন সে পরিচয় ঢাকিয়া "আমি অমুকের চাকর" সাধারণের নিকট এইরূপ পরিচয় দিতে পারিলে অথবা কেহ তাঁহাকে ঐরূপ সম্বোধন করিলে তিনি যেন

প্রকৃতই স্বর্গের চাঁদ হাতে পান। তাহা ছাড়া এই চাকুরী উপলক্ষে সে দেশের সাধারণের মধ্যে এমনই একটা প্রবল হুজুগ উঠিয়াছিল যে, যেন অদ্যাপিও সে হুজুগের জের চলিতেছে। বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রী পুরুষের মধ্যে এখনও অনেকেই বলে যে, আহা লোকটী বড়ই সৌভাগ্যশালী, নচেৎ এ বাজারে এমন চাকুরী মিলিবে কেন?

তাই প্রথমেই বলিয়াছি যে, দাসেরই এখন সর্ব্বত্র জয়। নিজের প্রভুত সম্পত্তি ও যথেষ্ট সম্মান থাকুক্; কৃষি, পশুপালন বা বাণিজ্যাদি ব্যাপারে তুমি লক্ষপতি হও, কিন্তু তোমার দিকে কেহ তাকাইবেও না, অথবা ২।১০ জন স্বার্থের অনুরোধে তাকাইতেও পারে, আর একটী মোটা গোচের যে কোন চাকুরী করিয়া দেখ দেখি, যেন সকলেই তোমাকে সবিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিবে, সুতরাং দেশের পক্ষে ইহা অতীব শোচনীয় দুর্দ্দশা ভিন্ন আর কি বলিতে পারি?

পাঠক! বলুন দেখি, আজ্ যদি উপরোক্ত সম্পত্তিশালী লোকপ্রিয় ও বুদ্ধিমান্ যুবক, তুচ্ছ দাসত্বের দিকে না গিয়া কৃষি, পশুপালন বা বাণিজ্য বিষয়ক কোন ব্যাপারে ধীরভাবে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা তাঁহারই ন্যায় শত শত চাকর তিনি কি রাখিতে পারিতেন না? এমন কি, যে জমীদারের নিকট তিনি এখন কৃপাপ্রার্থী, কালে ঐ সমস্ত বা উহার কোনও কার্য্যদ্বারা তিনি যে নিজেও ঐরূপ বা উহাপেক্ষা অধিক জমীদারীর মালিক হইতে পারিতেন না, ইহা কি কেহ সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারেন? কিন্তু এ সকল কথা এখন এ দেশে উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে, সুতরাং এ সম্বন্ধে অধিক বাক্যব্যয় বৃথা।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, ইংরাজজাতি আমাদের সকল বিষয়েই বর্ত্তমান আদর্শ-স্থানীয়। তাঁহাদের দেশেও ত চাকুরে ব্যক্তিই অধিক সম্মান পায়। প্রকৃত কথা কিন্তু তাহা নহে, ইংলণ্ডই বল, আর ফ্রান্সই বল, জর্ম্মাণই বল, আর রুসিয়াই বল, এ পোড়া ভারতের ন্যায় দাসত্ববৃত্তিকে আর কোন দেশেই এত অধিক সম্মান করে না। কৃষিকার্য্যকারী, পশুপালনকর্ত্তা, বাণিজ্যব্যবসায়ী আদির সম্মান এক ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশেই দাসত্ব ব্যবসায়ী হইতে কম নহে। কেবল এই ভারতভূমিতেই দেখিতে পাইবে, মাসিক ২৫৲ টাকা বেতনভোগী ধপ্ধপে ধুতিচাদর বা কোট্‌পেন্টুলেনধারী

একজন কেরাণী মহাশয়কে সাধারণে প্রীতির চক্ষে দেখিয়া যেরূপ উচ্চ সম্মান করিবে, সে তুলনায় মাসিক সহস্র টাকা আয়ের আড়ম্বর-হীন একজন কৃষি, পশুপালন বা বাণিজ্য-ব্যবসায়ীকে তাহার কণামাত্রও আদর বা সম্মান করিবে কি না সন্দেহস্থল।

সে যাহা হউক্, যে কারণেই হউক্, সুরের যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, ভাটার যেরূপ টান ধরিয়াছে, অদৃষ্টের ফের যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, ভগবানের কোপ-দৃষ্টি যেরূপ পতিত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবাসীর আর কোনমতেই নিস্তার নাই। পরিত্রাণের আর প্রকৃতই কোন পথই দেখিতে পাওয়া যায় না। প্রাণ সম্বন্ধেই বল বা ধন সম্বন্ধেই বল, আর ধর্ম্ম সম্বন্ধেই বল, সকল বিষয়েই যেরূপ গোলযোগ ঘটিয়াছে, কোনও কালে যে আর ইহার কিছুমাত্র সুবিধা হইবে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করা বুদ্ধিমানের পক্ষে অসাধ্য। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

পাদ-চতুষ্টয়

(কবিরাজ, ঔষধ, পরিচারক ও রোগীর মধ্যে)

কবিরাজ।

বর্ত্তমানকালে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে জ্ঞানচর্চ্চার লেশমাত্র নাই অথবা জ্ঞানচর্চ্চা করিবার কিছুমাত্র সাবকাশ নাই, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আরোগ্য-চিন্তা করা বা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের আলোচনা করা বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, পরন্ত যে কোন প্রকারে হউক, লোককে আতুর দেখিয়া তাহার নিকট হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ আদায় করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সুখ চরিতার্থ করাই তাঁহাদের বৃত্তি। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণকে যেমন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে হইত, ইন্দ্রিয়সুখ হইতে বিরত থাকিয়া—সাংসারিক সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কেবল জ্ঞানালোচনা করিতে হইত, বৈদ্যগণের প্রতিও শাস্ত্রীয় শাসন সেইরূপই কঠোর ছিল। এক্ষণে যেমন বিদ্যাব্যবসার সহিত অর্থের সংস্রব অধিক অর্থাৎ ওকালতী, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারি, অধ্যাপকগিরি এই সকল বৃত্তিতে অধিক

অর্থাগম হইবার কথা; পূর্ব্বে হিন্দুরাজত্বের সময় বিদ্যার সহিত অর্থের সংস্রব অতি কমই রাখা হইয়াছিল। যাঁহারা জ্ঞানালোচনায় জীবন যাপন করিতেন, যাঁহারা অধ্যাপকবৃত্তি অবলম্বন করিতেন, শাস্ত্রকারগণ তাঁহাদের ভিক্ষাবৃত্তি ব্যবস্থা করিয়াছেন। কেননা অর্থের সহিত অধিক সংস্রব থাকিলে তাঁহারা বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে গিয়া ইন্দ্রিয় সুখ-পরতন্ত্র হইবেন এবং তাহাতে সমাজে জ্ঞানালোচনার দিন দিন হ্রাস হইয়া যাইবে। হয় ফকীর, না হয় আমীর, এই দুইজনেই স্বাধীনভাবে সমাজে সত্য প্রচার করিতে পারে ও জ্ঞানের প্রেরণায় কার্য্য করিতে পারে। বিদ্যার বিনিময়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে গেলে স্বাধীনভাবে জ্ঞানপ্রচার হয় না বা জ্ঞানের মত অনুষ্ঠান করা যায় না। একারণ গুরু সমীপে উপনীত হইবার সময় ব্রাহ্মণ কুমারকে অগ্রে ভিক্ষাবৃত্তি শিক্ষা দেওয়া হইত।

বৈদ্যের বৃত্তি সম্বন্ধেও আমরা বহু পূর্ব্বকালের কথা তত জানি বা না জানি, কিন্তু ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে যে ব্যবস্থা ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে আধুনিক ব্যবস্থা হেয় বলিয়া বোধ হয়। ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি;—এক এক গৃহস্থের এক একজন নির্দ্দিষ্ট বৈদ্য ছিলেন, তিনি সম্বৎসরকাল সেই গৃহস্থিত সমুদায় ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও রোগবিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন—তখন প্রতি আগমনে দুই টাকা বা চারি টাকা দর্শনী দিতে হইত না অথবা ঔষধের মূল্য স্বতন্ত্রভাবে দিতে হইত না। সম্বৎসর গৃহস্থ-প্রতি তাঁহার একটী যৎসামান্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। তাহাতেই তিনি সন্তুষ্ট থাকিয়া গৃহস্থের সমুদয় রোগের চিকিৎসা করিতেন ও ঔষধাদি প্রদান করিতেন। গৃহস্থও তাঁহাকে পরম পূজনীয় বোধে মান্য করিতেন। মনু লিখিয়াছেন—আচার্য্য, মাতুল ও গুরু প্রভৃতি যেমন মাননীয়, বৈদ্য ও তদ্রূপ। ইঁহাদের দ্বারা উৎপীড়িত হইলেও ইঁহাদিগকে অবমাননা করিতে নাই। কিন্তু এক্ষণে বৈদ্য ও রোগীর ভিতর সে স্নেহভাব নাই—সে মান, খাতির বা উপরোধ নাই। কথায় কথায় উভয়ে উভয়ের নামে নালিশ পর্য্যন্ত করেন। অথবা অর্থের ত্রুটী হইলে কাহারও সহিত কাহারও কোন সংস্রব নাই। মানবজীবন তুচ্ছ কথা—মানবের জ্বালা যন্ত্রণায় ভ্রূক্ষেপ নাই—সপরিবারের চীৎকার ধ্বনি, রোগীর অস্থিরতা; পিতা মাতার অশ্রুজল—সকলই এক্ষণে বৈদ্যের নিকট বৃথা বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি অর্থকেই সত্য

জানেন এবং তৎসংসৃষ্ট রোগকেই যত্ন করেন। হায় অর্থ! এই জন্যই ঋষিরা সমাজে তোমাকে প্রধান পদ দেন নাই। তুমি যে সমাজের প্রধান স্থানীয় বা যে লোকের জীবনসার, সে সমাজ বা সে মানুষ মনুষ্যত্ব হইতে ক্রমশই বঞ্চিত হয়। এজন্যই আর্য্য সমাজে জটাবল্কলধারী কোপীনমাত্রসার একজন ব্রাহ্মণ তনয়ের যেরূপ আদর, রাজরাজেশ্বরের সেরূপ নয়। এই জন্যই বৈদ্যকে প্রাণদ, ত্রিজ প্রভৃতি বলিয়া ঋষিগণ ভূয়োভূয় তাঁহাকে চিকিৎসাপণ্যজীবী হইতে নিষেধ করিয়াছেন এবং চিকিৎসাপণ্যজীবীর অন্নকে পূঁয় স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। হায়! যে জাতি স্নেহসম্বন্ধ ব্যতীত কেবল অর্থ সম্বন্ধে কাহারও অন্নগ্রহণ করিতেও ভীত হইতেন, এক্ষণে সেই জাতি কি প্রকারে এতদূর সংস্কার-হারা হইল যে, কেবল অর্থ মাত্র সংস্রবে একজন অজ্ঞাত কুলশীলের উপর আপনার জীবন মরণের ভার অর্পণ করিতে সক্ষম হইল? "নৈব কুর্ব্বীত লোভেন চিকিৎসাপণ্য বিক্রয়ম্। ঈশ্বরাণাং বসুমতাং লিপ্সেতার্থন্তু বৃত্তয়ে॥" "বরং ধনবান্ রাজার নিকট ভিক্ষা করিয়া আপনার জীবন বৃত্তি নির্ব্বাহ করিবে, পরন্তু কদাচিৎ লোভের পরতন্ত্র হইয়া কদাচ চিকিৎসা বিক্রয় করিবে না" যে জাতির শাস্ত্রের আদেশ এই, সেই জাতিই বা কি প্রকারে এত আত্ম-হারা হইল যে, বিনা ভিজিটে রোগী দেখিতে সক্ষম নয়!

চিকিৎসার ব্যবসা এক্ষণে যেরূপ অকিঞ্চিৎকর হইয়াছে, পূর্ব্বে এরূপ ছিল না। চিকিৎসা-ব্যবসায়ে প্রচুর অর্থাগম হয় বলিয়া এক্ষণে যে সে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিতেছে। যাহার কোন পুরুষে চিকিৎসা ব্যবসায় নাই—আয়ুঃ সম্বন্ধে যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই—চিকিৎসার কথাও যে বাল্যকাল হইতে একবারও চিন্তা করে নাই, সে অর্থদায়ে হঠাৎ চিকিৎসক হইতেছে। নানারূপ গাছগাছড়া সংগ্রহ করিয়া পেটেণ্ট ঔষধ প্রকাশ করিয়া বিজ্ঞাপন দিতেছে এবং পল্লীগ্রামের অজ্ঞলোকদিগের নিকট হইতে রাশি রাশি অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। ইহাতে যে লোকের কত ক্ষতি হইতেছে, তাহা বলা যায় না। এমন বিস্তর ঔষধ ও দ্রব্য আছে, যাহা আশু বড়ই উপকারী বা আনন্দ-দায়ক, কিন্তু পরিণামে বা অল্প বিলম্বেই যার পর নাই অনিষ্টজনক বা অবসাদক গুণ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কুইনাইন্ বড়ই মজার জিনিষ, বড়ই আনন্দ-দায়ক, কেননা

যত বড় বা যতই যন্ত্রণা-দায়ক জ্বর হউক না, একটু বিরাম অবস্থায় আকণ্ঠ কুইনাইন্ সেবন করিলে প্রায়ই কয়েক দিনের জন্য জ্বর বন্ধ হইয়া যায় এবং রোগীও ইচ্ছামত চর্ব্যচোষ্যাদি ভোজন করিয়া তখনকার নিমিত্ত আনন্দলাভ করে। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী আনন্দের জন্য তাঁহাকে যে অচিরাৎ দীর্ঘকালের জন্য নিরানন্দে পতিত হইতে হয়, তাহা কয়জন লোকে ভাবিয়া থাকে? মদ্যপান ও স্ত্রীসহবাসাদি আশুপ্রীতিকর ব্যাপার গুলিতে মানবজীবন যত শীঘ্র ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এমন আর কিছুতেই নহে।

কিন্তু সে সকল কথা চিন্তা করে কে? এবং তাহার বিচারকর্ত্তাই বা কে? বৈদ্যই হউক আর অবৈদ্যই হউক, মূর্খই হউক, আর হাতুড়েই হউক, এখন যে সে লোক যেন তেন একটা ঔষধ লইয়া লম্বাচৌড়া বিজ্ঞাপনের সাহায্যে এখন বড় চিকিৎসক হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু কেবল তাহা হইলেই ক্ষতি ছিল না। মস্তক অর্থাৎ রাজা না থাকায় এখন হিন্দুসমাজে সকলেই বড় কবিরাজ। ইংরাজ রাজের যেমন নেটিভ্, এল, এম্, এস্, এম্ বি ও এম্ ডি আদি চিকিৎসকের বিভাগ আছে, এবং তদ্দ্বারাই লোকে যেমন ডাক্তারের ছোট বড় বিভাগ করিয়া লইয়া অনেকটা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, এ পোড়া দেশে কিন্তু তাহার আদৌ কোন ব্যবস্থাই নাই। কে জ্ঞানী, কে অজ্ঞানী, কে মূর্খ, কে পণ্ডিত, কে বড়, কেই বা ছোট কবিরাজ, তাহা লোকে কি করিয়া বুঝিবে? কেননা তাহার যে কোন মীমাংসকই নাই। কাজেই কেহ একমাত্র গভর্ণমেণ্ট সাহায্য বা উপাধি কিম্বা ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত, কেহ অনুবাদক, কেহ সম্পাদক কেহ বা সংশোধক, কেহ গঙ্গাধরীয়, কেহ বা চারক-সৌশ্রুত আদি স্বীয় স্বীয় কল্পিত উপাধিমালায় ভূষিত হইয়া কতকগুলি বাজে সার্টিফিকিটের সাহায্যে সাধারণের চক্ষে ধূলি নিঃক্ষেপপূর্ব্বক অবাধে মনের সাধে অর্থোপার্জ্জন করিয়া দিনযাপন করিতেছে। কিন্তু বলিতে কি, আজ্ যদি ইহার বিচারকর্ত্তা বা শাসনকর্ত্তা কেহ থাকিতেন, তবেই দেখিতে পাইতে যে, চাবুক খাইয়া হয়তো কাহারও পৃষ্ঠের চামড়া পর্য্যন্ত উড়িয়া যাইত! কেহ কেহ বা জেলে না গিয়া থাকিতে পারিতেন না, এবং কাহাকেও বা পুঁটলি লইয়া জঙ্গলে গিয়া লুকাইত হইয়া থাকিতে হইত!

অতঃপর প্রকৃত কবিরাজ কে? কেই বা হাতুড়ে, কেই বা শঠ, কেই বা

ধূর্ত্ত, কে বঞ্চক, কে জ্ঞানী, কেই বা অজ্ঞানী, তাহা চরকাদি গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমরা ক্রমশঃ পাঠকগণকে উপহার দিব, কেন না তাহা হইলেই পাঠকগণ বেশ বুঝিতে পারিবেন যে, প্রকৃত কবিরাজের পরিবর্ত্তে গোটা ভারতবর্ষটা এখন কতকগুলি পাকা ব্যবসাদার, অর্থলোলুপ, শঠ, প্রবঞ্চক কবিরাজবেশধারী ব্যক্তিদ্বারা পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নচেৎ শাস্ত্রসঙ্গত প্রকৃত কবিরাজ আর একজনও নাই বলিলেই চলে।

ক্রমশঃ—
শ্রীঃ——

শিশু যকৃৎ।

বা

ইন্‌ফ্যান্‌টাইল্ লিবার।

বিয়ার নামক মদ্য অতি মৃদু, স্নিগ্ধকর, পুষ্টিদায়ক বলিয়া সকলেই জানে, ইহাতে যে যকৃতের অপকার হইবে, ইহা কেহই মনে ধারণা করিতে পারে না। ডাক্তার টেইলার্ তাঁহার প্র্যাক্‌টিসের তৃতীয় সংস্করণ, ৬২৯ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় প্যারাতে যকৃতের বিবৃদ্ধির কারণ মধ্যে বিয়ার নামক মৃদু মদ্যকেও অন্যতম কারণ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বিয়ারাদি সমস্ত মদ্যই উৎপাচন (Fermentation) ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত। উৎপাচিত (Fermented) পদার্থ মাত্রেই অনেকের যকৃতের বিবৃদ্ধি উৎপাদন করে, অতএব যে সমস্ত শিশুর উদরে অতি সহজে অম্বল জন্মে (Dyspeptic Children) তাহাদিগেরই দুগ্ধ ভাল সহ্য হয় না; তাদৃশ শিশুরই প্রায় লিভার জন্মে। কারণ দুগ্ধ এতাদৃশ শিশুর উদর মধ্যে যাইয়া তথায় উৎপাচন ক্রিয়াধীন হইয়া পড়ে; তজ্জন্যই এপ্রকার দুগ্ধ যকৃতের বিবৃদ্ধি উৎপাদক হয়। আবার দেখ, যে সমস্ত মাতার অম্বলের পীড়া রহিয়াছে, সেই সমস্ত মাতার দুগ্ধপান করিয়াও অনেকে যকৃৎ রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে; সেই স্থানে এই প্রকার মাতার স্তনপানও সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। হাতিবাগানে শ্রীযুক্ত বাবু ভুবন মুখোপাধ্যায়ের দৌহিত্রীর বয়স ছয় মাস, তাহার তরুণ জ্বর, চক্ষু হলুদবর্ণ, প্রস্রাব হলুদ-পানা হইয়া গিয়াছিল। যকৃৎটীর বিবৃদ্ধি হইয়াছিল। আমি তাহার গাভী দুগ্ধ বন্ধ করিয়া কেবল জল বার্লী পথ্য বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম। মাতার

সুস্থ শরীর থাকা হেতু মাতৃস্তন একবারে বন্ধ করিলাম না; ঔষধ ক্যাল্-কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, নক্সভমিকা দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতেই বালিকাটি সুস্থতা লাভ করিল। এইক্ষণে এই বালিকাটী ভাল আছে। এই বালিকার দুগ্ধ বন্ধ করাতে বাটীর অনেকে ভয়ে অস্থির হইয়াছিল; তখন আমি তাহাদিগকে সাহস দিয়া বলিলাম যে, যখন অনেক গরিবের শিশু ভাতের ফেণ খাইয়া বাঁচে, তখন আয়ু থাকিলে এই জলবার্লী পথ্যেও এ শিশু মরিবে না। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া আর তাহারা দ্বিরুক্তি করিলেন না।

১।

পূর্ব্বোক্ত পথ্যাপথ্যের বিষয় দ্বারা আমাদের মীমাংসা এই যে, (১) এতাদৃশ পীড়াগ্রস্ত শিশুকে কোন প্রকার দুগ্ধ অধিক দিবে না। (২) যদি মাতার অম্বলের পীড়া না থাকে এবং তাহার শরীরে অন্য বিশেষ কোন রোগ না থাকে, তবে ঐ মাতৃদুগ্ধের উপরই নির্ভর করিয়া শিশুকে রাখিবে। (৩) মাতা পীড়াগ্রস্তা হইলে, সুস্থ শরীরবিশিষ্টা ধাত্রী স্তনপান জন্য রাখিয়া দিবে। এজন্য নিযুক্তা ধাত্রীকে রাত্রি জাগরণ ইত্যাদি পরিশ্রম করিতে দিবে না। (৪) জলবার্লীর উপর নির্ভর করিয়াও অনেক শিশুর প্রাণ রক্ষা হইতে দেখিয়াছি। তাহাতে ভয় করিও না। তবে প্রাতে ।৴০ দুই ছটাক ও বৈকালে ।৴০ ছটাক গাভীর দুগ্ধ টাট্‌কা দোহন করিয়া তৎক্ষণাৎ গরম গরম শিশুকে খাইতে দিবে।

(৫) এতাদৃশ পীড়াগ্রস্ত স্তন্যপায়ী শিশুর মাতা বা ধাত্রীর স্বামী সংসর্গ নিষেধ। তাহাতে স্তন্য দুগ্ধের গুণের অনেক হানি করে। ঋতুস্রাবের সময় স্তন্য না দিতে পারিলে ভাল হয়।

(৬) ছাগ দুগ্ধ অনেকে স্বাস্থ্যকর মনে করেন। আমরা দুই তিনটি রোগীতে নিম্নলিখিত প্রকারে ছাগ দুগ্ধ দিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছি। যত ছাগ দুগ্ধ, তাহাতে তত পরিমাণ জল মিশ্রিত করিয়া সিদ্ধ করিতে হইবে, প্রদত্ত জল ভাগ শোষিত হইয়া গেলে নামাইবে। এতাদৃশ দুগ্ধ এক ভাগ, জল-সাগু বা জলবার্লী দুই ভাগ এবং উপযুক্ত পরিমাণ মিছরীসহ মিশ্রিত করিয়া খাইতে দিয়া আমরা উত্তম ফল পাইয়াছি। বহুস্থান বিচরণকারী ছাগীর দুগ্ধই স্বাস্থ্যকর। যে ছাগী সর্ব্বদা বদ্ধ থাকে, তাহার দুগ্ধ অস্বাস্থ্যকর।

(৭) সুপ্রশস্ত গোচারণ পর্য্যটনকারিণী সুস্থ গাভী আজ্‌কাল নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। আর গাভীর দুগ্ধ, গাভীর অতি সামান্য মানসিক ও শারীরিক পরিবর্ত্তনেই অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে। সেই জন্য অসুস্থ শিশুর পক্ষে গাভীর দুগ্ধ প্রায়ই অপকার করে বিধায় আর এইক্ষণে দিতে সাহস হয় না। তবে যদি কথিত প্রকারের অতি সুস্থ গাভী পাওয়া যায়, তবে সেই দুগ্ধ এক ভাগ সহ প্রস্তুত জলবার্লী বা জল-সাগু ছয়ভাগ মিশ্রিত করিয়া তৎসহ ১ নং সুগার্ অব্ মিল্ক দিয়া শিশুর পথ্যের বন্দোবস্ত করিতে পার। আমরা পাবনার শ্রীযুক্ত জগবন্ধু পোদ্দার মহাশয়ের ভ্রাতষ্পুত্রকে, এই প্রকার পথ্যের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়াতে, শিশুটী রক্ষা পাইয়া এইক্ষণে বয়স্ক হইয়া উঠিয়াছে। এস্থানে বলা আবশ্যক যে, উক্ত পোদ্দার মহাশয়ের ভ্রাতা রামচন্দ্র পোদ্দার মহাশয়ের দুই সন্তান এই লিভার পীড়ায় অগ্রে নষ্ট হয়; পরে এই সন্তানটীকে অতি প্রথমাবস্থা হইতেই আমাদের হস্তে প্রদান করা হয়।

(৮) গাধার দুগ্ধের নির্ম্মাণ-বিধান (Composition) প্রায় স্ত্রীলোকের দুগ্ধ সদৃশ। গাভীর এবং মানুষীর দুগ্ধ উহাদের সামান্য মানসিক কিংবা শারীরিক বিচলতাহেতু যেমন অতি সহজেই বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট হইয়া পড়ে; গাধা অতি সহিষ্ণু জীব বিধায় তাহাদের দুগ্ধে সহজে এপ্রকার পরিবর্ত্তন দেখা যায় না; গাধার দুগ্ধের এই একটী মহৎ গুণ সন্দেহ নাই। সেই জন্য গাধার দুগ্ধ সহজে অস্বাস্থ্যকর হয় না। গাধার কি, যে জীবের দুগ্ধই খাইতে দেও, তাহার শরীর যত সুস্থ হয় ততই ভাল। গাধার দুগ্ধ সদ্য দোহন করিয়া তৎক্ষণাৎ কাল বিলম্ব না করিয়া তাহা গরম গরম খাওয়া কর্ত্তব্য। যদি ঐ দুগ্ধ জুড়াইয়া যায় তবে উহা গরম জলের উপর রাখিয়া উষ্ণ করিয়া সেবন কর্ত্তব্য। গাধার দুগ্ধ সর্ব্বপ্রকার বসন্ত, হাম ইত্যাদি পীড়ারও উৎকৃষ্ট প্রতিষেধক।

(৯) অনেকে বিদেশীয় নানাবিধ অপরিচিত পেটেণ্ট খাদ্য (Patent-food) যথা মেলিন্‌স্ ফুড্, নেজেল্‌স্ ফুড্ ইত্যাদি ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। আমরাও ২০।২৫টী রোগীতে ঐ সমস্ত খাদ্য ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত খাদ্যাদি হইতে অধিকতর সন্তোষকর ফল পাইয়াছি বলিতে পারি না। কোন কোন স্থানে পেটেণ্ট খাদ্যে অপকারও দেয়।

(১০) শিশু ১।১½ বৎসর বয়সের হইলে কর্ণ ফ্লাওয়ার জল দিয়া সিদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ মিছরীসহ দিতে পারা যায়।

(১১) মাতা কিংবা স্তনদাত্রীকে এ প্রকার আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দিবে, যাহাতে তাহাদের পেট গরম না হয়, কিংবা অম্বল না জন্মে। আমরা মাতাকে একবেলা মাছের ঝোল ভাত; এক বেলা দুগ্ধ রুটি পথ্য দিতে বলি। যদি কোন মাতার রুটী সহ্য না হয়, তবে অন্য পথ্য কিংবা দুই বেলাই মৎস্যের ঝোল ভাত দিতে পার। অবস্থা বুঝিয়া মাতাকে গরম জল ঠাণ্ডা করিয়া, কিংবা শীতল জলে স্নান করিতে দিবে।

(১২) অবস্থা বুঝিয়া শিশুকে মধ্যে মধ্যে গরম জলে গা পুছাইয়া স্নান করাইয়া দিতে পার।

(১৪) শিশু ও মাতা যাহাতে সুবাতাস সর্ব্বদা সেবন করিতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিবে। যে মাতার পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই পীড়ায় দুই চারিটী শিশু নষ্ট হইয়াছে, তাহাকে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে কোন ভাল স্থানে বাস করিতে দিলে ভাল হয়।

(১৪) যে মাতার পূর্ব্বে এই পীড়ায় দুই একটি সন্তান নষ্ট হইয়াছে, তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবার পর আর তাহাকে মাতৃস্তন্য সেবন করিতে দিবে না। তাহার জন্য ধাত্রী কিম্বা পূর্ব্বকথিত দুগ্ধাদিদ্বারা পথ্যের বন্দোবস্ত অবস্থানুসারে করিবে।

২।

ইন্ফ্যাণ্টাইল্-লিভারের চিকিৎসা জন্য নিম্নলিখিত ঔষধাবলী অনেকটা ফলদায়ক :—ইহাতে আর্জেণ্টম্-নাইট্রাস্; ক্যাল্কেরিয়া-আর্সেনিক্, ক্যাল্কেরিয়া কার্ব্ব, ক্যামোমিলা, চায়না, কোনায়ম্, ফেরমফস্, আইওডিয়ম্, ম্যাগ্নিসিয়া-কার্ব্ব; নাইট্রিক্-এসিড্, নক্স ভমিকা, ফস্ফরস্, সোরিনম্, সল্ফর্, জিঙ্কম্ দ্বারা আমরা বিশেষ ফল প্রাপ্ত হইয়াছি।

এপিস্, আর্সেনিক্, অরম, চেলিডোনিয়ম্, ক্রোটেলস্, ফেরম্ হাইড্র্যাস্টিস্, কেলি-বাইক্রোমিকম্, ল্যাকেসিস্, মাইরিকা, নেট্রম্-মি, নেট্রম্-ফস্ ইত্যাদি ঔষধও অবস্থা বিশেষে ফলদায়ক হয়। হোমিওপ্যাথিকরিভিউ।

শ্রীচন্দ্রশেখর কালি এল্, এম্, এস্।

বেশ মনঃসংযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়া দেখিলে ডাক্তার কালি মহাশয়ের এ প্রবন্ধে যে বিশেষ গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নিশ্চয়ই স্বীকার করিতে হইবেক। শিশুগণের যকৃৎরোগের শান্তির পক্ষে তিনি যতগুলি কথা বলিয়াছেন, তাহার কোন কোন স্থলে আমাদের মতের সহিত মিল না হইলেও মোটের উপর প্রবন্ধটী আদ্যোপান্ত বেশ সারগর্ভ ও শিক্ষাপ্রদ বলিতে হইবেক। যাঁহারা এ রোগের ইতিবৃত্ত, চিকিৎসা বা পথ্যাদি জানিতে ইচ্ছুক, এ প্রবন্ধ প্রকৃতই তাঁহাদের বিশেষরূপ উপকারে আসিবে। চি, স, স।

—০—

রসায়ন-তত্ত্ব।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পাণীয় বটী। *

পারদ ১ভাগ	গন্ধক ১ ভাগ	মিঠাবিষ ১ ভাগ	তাম্র ১ ভাগ
হরিতাল ১ "	দারমুজ ১ "	শিমুলক্ষার ১ "	জাতিফল ১ „
মুদ্রাশঙ্খ ১ "	শ্বেতকরবীর মূলের ছাল ২ ভাগ, শ্বেতার্কমূল ছাল ৩ ভাগ		

উপরোক্ত একাদশটী দ্রব্যের মধ্যে প্রথমোক্ত নয়টী দ্রব্য সমভাগে গ্রহণীয়। শ্বেতকরবীর মূলের ছাল দুইভাগ এবং শ্বেত আকন্দের মূলের ছাল তিনভাগ প্রদেয়। এইরূপে সমস্ত দ্রব্য গুলি পানের রসে অন্যূন এক-প্রহর কাল অবিরত মর্দ্দন করিয়া পানের রসে যথাবিধি ভাবিত করিবে। অনন্তর ১ রতি মাত্রায় এক একটী বটী প্রস্তত করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ১ তোলা পানের রস অথবা আদার রসের সহিত বটী মাড়িয়া দিনের মধ্যে তিনবার সেবন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আবশ্যক হইলে দুই বটীও একযোগে প্রয়োগ করা যায়। উপদ্রবযুক্ত অবিরাম নবজ্বরে ইহা প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ জ্বরের বেগ হ্রাস হইতে থাকে। এতদ্দ্বারা দুইদিনে জ্বর বন্ধ হইয়া যায়। তিনদিনের অধিক কখনও প্রয়োগ করিতে হয় না। জ্বর বন্ধ হইলে রোগী যাহা ইচ্ছা তাহাই আহার করিতে পারে। বিলাতী এণ্টিপাইরিণ্ ও কুইনাইন্ অপেক্ষা এই সকল ঔষধের গুণ কোন অংশেও হীন নহে, বরং অনেক গুণে অধিক।

* সূতং গন্ধং বিষং তাম্রং তালঞ্চ দারুভয়কং। জাতিফলং মুদ্রাশঙ্খং প্রত্যেকং সমাংশকম্। দ্বৌভাগৌ করবীর মূলঞ্চ শ্বেতার্কস্য ত্রয়োমতাঃ। ভাবয়িত্বা পর্ণরসেন গুঞ্জৈকং বটীমাচরেৎ। অনুপানং প্রদাতব্যং পর্ণরসং প্রমাণতঃ। নবজ্বরং মহাঘোরং নাশয়েন্নাত্র সংশয়ঃ।

অৰ্দ্ধনারীশ্বর রস। *

পারদ ১	গন্ধক ১	মিঠাবিষ ১
জয়পাল ১	মরিচ ৪	

এই পাঁচটী দ্রব্য উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া চিহ্নিত ভাগে ওজন করিয়া লইবে। তাহার পর তেউড়ী মূলের রসে মর্দ্দন এবং পাঁচদিনে পাঁচবার ভাবনা প্রদান করিবে। ভাবনা শেষ হইলে চূর্ণাবস্থায় অথবা পিণ্ডাকারে, যিনি যে প্রকার ভাল বোধ করেন, সেই প্রকারেই শুষ্ক করিয়া এমন ভাবে রাখিয়া দিবেন যে ঔষধে কিছুমাত্র বায়ুস্পর্শ হইতে না পারে। কেননা বায়ু সংস্পর্শে ঔষধের বীর্য্যহীন হইবার সম্ভাবনা। এই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য গুণের কথা শ্রবণ করিলে সকলকেই সাতিশয় চমৎকৃত হইতে হয়।

অবিচ্ছেদী তরুণজ্বরে ইহার কিয়দংশ কিঞ্চিৎ জামিরের রস সহ মর্দ্দন করিয়া প্রথমতঃ একটী নাসারন্ধ্র দ্বারা নস্যের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া লইতে হয়। যে নাসারন্ধ্রদ্বারা ইহা গ্রহণ করা যায়, প্রথমে সেই অঙ্গের তাপই হ্রাস হইয়া থাকে, তাহার পর অন্য নাসায় আকর্ষণ করিলে সে অঙ্গও তাপ-মুক্ত হইয়া যায়। এইরূপে শীঘ্রই জ্বরবিচ্ছেদ হইয়া থাকে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞাভিমানী বৈজ্ঞানিকগণ এই সকল কথাকে নিতান্ত গুলি-খোরী কথা বলিয়া উপহাস করিতে পারেন। কিন্তু আমরা ঋষিবাক্যের প্রতি কখনও অবিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি না। অধুনা মানবদিগকে কখনও ৫০।৬০ বৎসরের অধিক জীবনধারণ করিতে দেখা যায় না। তাহার মধ্যে ২০।২৫ বৎসর বাল্যখেলা এবং বিদ্যাভ্যাসেই অতীত হয়। অবশিষ্ট ৩০।৩৫ বৎসরমাত্র কার্য্যক্ষেত্রে পর্য্যটন করিয়া বর্ত্তমান বিলাতপ্রিয় বাবুগন

* রসং গন্ধং সমং গ্রাহ্যং বিষং যোজ্যঞ্চ তৎসমম্।
জয়পালং তথা ভাগং মরিচঞ্চ চতুর্গুণম্॥
ত্রিবৃম্মূলরসৈর্মর্দ্দ্য ভাবনা পঞ্চধা তথা।
জম্বিরাণাং দ্রবৈর্নস্য মেকস্মিন্ নাসিকা পুটে॥
শরীরার্দ্ধগতং ঘোরং জ্বরং হন্তি ন সংশয়ঃ।
ঐকাহিকঞ্চার্দ্ধিক্ঞ জ্বরং নিহন্তি সর্ব্বজং॥
অর্দ্ধনারীশ্বর নামো রসঃ শঙ্কর ভাষিতম্।
চমৎকার করহেষ নদেয়ং যস্য কস্যচিৎ॥

যে কতদূর পর্য্যন্ত বহুদর্শিতালাভ করিতে পারেন এবং সেই বহুদর্শিতার বলে অনন্তকালের পরীক্ষিত দ্রব্যসমূহের গুণাগুণের কথা যে একবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দেওয়া কতদূর বিজ্ঞতার কার্য্য, তাহা আমাদের ন্যায় দুই চারি জন স্বদেশপ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বুঝিয়া উঠা সম্পূর্ণ অসম্ভব। প্রস্তাবিত অর্দ্ধনারীশ্বর রসের ন্যায় কতকগুলি ঔষধ সম্বন্ধে বাবুগণ যাহাই কেন বলেন, আমরা কিন্তু বিলাতী এণ্টিপাইরিণ ও এণ্টিফেব্রিন্ অপেক্ষা এই সকল ঔষধকে উৎকৃষ্ট বলিয়াই বর্ণনা করিব। শাস্ত্রোক্ত দেশীয় ঔষধ বলিয়াই যে ইহা একবারে বিজ্ঞানবহির্ভূত, তাহা কিছুতেই হইতে পারে না। এক্ষণে আরও একপ্রকার অর্দ্ধনারীশ্বর রসের কথা বলা যাইতেছে।

অর্দ্ধনারীশ্বর রস। *

(অন্যপ্রকারে।)

হরিতকী	আমলকী	বহেড়া	শুঁঠ	গন্ধক
পারদ	মিঠাবিষ	লৌহ	তাম্র	ভৃঙ্গরাজ

এই দশটী দ্রব্য সমভাগে গ্রহণীয়। প্রথমতঃ পারদ গন্ধকে কজ্জলী করিয়া লইবে। তাহার পর শোধিত মিঠাবিষ উত্তমরূপ চূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রদান করিবে। পরিশেষে যথাবিধি শোধিত এবং জারিত লৌহ ও তাম্র প্রভৃতি অবশিষ্ট দ্রব্যগুলি তাহার সহিত মিশ্রিত করিবে। হরিতকী প্রভৃতি পাঁচটি দ্রব্য কেবল চূর্ণ করিয়াই ব্যবহার করিতে হয়। এইরূপে সমুদায় দ্রব্যগুলি একত্রিত এবং পরস্পর মিশ্রিত হইলে, ঘৃতকুমারীর রসে সাতবার ভাবনা প্রদান করিবে। তাহার পর মাতুলুঙ্গ অর্থাৎ জামিরের রসে আরও সাতবার ভাবনা দিয়া এক রতিপ্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিয়া রাখিবে।

যে জ্বর কখনও বিচ্ছেদ হয় না, সেই প্রকার একজ্বরিতাবস্থায় ইহার একটী বটী দুগ্ধের সহিত মর্দ্দন করিয়া যে চক্ষুতে অঞ্জন দেওয়া যায়, প্রথমে সেই অঙ্গের জ্বর নিবারিত হইয়া থাকে, পরিশেষে অন্য চক্ষেও অঞ্জন প্রদেয়।

শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয় কবিরাজ।

* ফলত্রিকামৃত সূত-ব্যোষ-রজঃ-লৌহার্কভৃঙ্গঃ সম ভাগিক স্যাৎ। পুত্রিকা মাতুলুঙ্গ পয়সা বিমর্দ্দ্য কুচয়ো প্রমাণং। দুগ্ধেন অঞ্জনদেয়ং অর্দ্ধজ্বরঃ সংত্যজেৎ।

আপাতদর্শী ও আশুসুখের প্রত্যাশী অজ্ঞ ভারতবাসীর নিকট এখন এ সকল বিষ ও উপবিষ-ঘটিত ঔষধ সকল ঠিক্ যেন সেকালের সেই ঠাকুরুণদিদীর উপন্যাসের ন্যায় হইয়াছে। এক রাজার এক পুত্র ছিল, এক মন্ত্রী ছিল ইত্যাদি। সে কালের উপন্যাসের মূলে যেমন প্রায়ই সত্য নাই, সেইরূপ আমাদের দেশের প্রাচীন ঋষিবাক্যগুলিরও অবস্থা প্রায় তাদৃশ ঘটিয়াছে। কিন্তু ভারতবাসী একমাত্র ঋষিবাক্যে পদাঘাত করিয়াই আজ যে এহেন শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে কথা কেহ স্বীকার করেন কি? অথবা এ ইংরাজী শিক্ষা ও দীক্ষা-প্লাবিত ভারতবর্ষে চুপ্ করিয়া নীরবে সহ্য করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য।

চি, স, স।

ম্যাসাজ

বা

অঙ্গমর্দ্দন ও অঙ্গচালন।

রক্তসঞ্চালন যন্ত্রের পীড়া।—স্থলবিশেষ হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় ম্যাসেজ্ মহোপকারক। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, ঐচ্ছিক পেশী সকলের বল বৃদ্ধি পাইলে সঙ্গে সঙ্গে দেহের সর্ব্বত্র অনৈচ্ছিক পৈশিক সূত্র সকলও সবল হয়। অপর, হৃদ্‌পিণ্ডের পীড়ায় কৈশিক শিরা সকলে রক্তসঞ্চালন মান্দ্য এবং তজ্জনিত রক্তসঞ্চালনের বিকার ও পুষ্টির বৈলক্ষণ্য জন্মে। ম্যাসেজ্ দ্বারা এই শৈরিক রক্তাবেগ উপশমিত হয়, এবং যে সকল প্রকার অঙ্গচালনায় সার্ব্বাঙ্গিক পৈশিক বিধান পরিবর্দ্ধিত হয়, অথচ স্নায়ু-শক্তির অবসাদ বা শ্বাস প্রশ্বাসীয় বিধানের অযথা উত্তেজনা না হয়, এরূপ নিয়মবদ্ধ ব্যায়াম উপযোগী; ব্যায়াম দ্বারা হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় ও রক্তসঞ্চাপ (ব্লাড্‌প্রেশার্) হ্রাস হয়। ইহাতে প্রসারিত ও শিথিলীভূত রক্তপ্রণালী সকল মধ্যে রক্তপ্রবাহ দ্রুতগতি ও রক্তের পরিমাণাধিক্য হইয়া থাকে। রক্তপ্রণালীর প্রাচীরের গাত্রে ঘর্ষণ জনিত এবং মধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভাবে রক্তস্রোতের প্রতিরোধ ঘটে, ম্যাসেজ্ দ্বারা অনেকাংশে তদ্‌লাঘবার্থ ম্যাসেজ্ মহোপকারক।

সকল প্রকার শোথ বা উদরি রোগে উৎকৃষ্ট রস রক্তপ্রণালীগণ মধ্যে পুনঃশোধিত হওন ও পরে দেহ হইতে নিরাকরণ উদ্দেশ্যে ম্যাসেজ্ উৎকৃষ্ট উপায়। এসাইটিস্ রোগে উদর ও যকৃতের ম্যাসেজ্ এবং মূত্রপিণ্ডের উপর প্রতিঘাত ও সবল ষ্ট্রোকিঙ্গ্ ব্যবস্থেয়। হস্ত ও পদের শোথ রোগে নিম্ন

হইতে ঊর্দ্ধাভিমুখে সবল ষ্ট্রোকিঙ্গ্, পরে নীডিঙ্গ্, ও তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ঔদরীয় ম্যাসেজ্ উপকারক।

রক্তাল্পতা, ক্লোরোসিস আদি রোগে অঙ্গ মর্দ্দন অপেক্ষা অঙ্গচালনা উপযোগী। ক্লোরোসিস্ রোগে সদত সাতিশয় ক্লান্তিবোধ করে, সুতরাং প্রথম প্রথম যানারোহণ অনুগ্র অঙ্গচালনা বা সর্ব্বাঙ্গে ঘর্ষণ ও নীডিঙ্গ্ আদি মৃদু ম্যাসেজ্ ব্যবস্থেয়।

মধুমূত্র রোগে সাতিশয় পেশীয় দৌর্ব্বল্য উপস্থিত হয়। সশর্করা রক্ত দেহে সঞ্চালিত হওয়ায় পেশী মণ্ডলীর সম্যক্ পরিপোষণ হয় না, সুতরাং এই দৌর্ব্বল্য ও ক্লান্তিবোধ। এ স্থলে, দেহের সমুদায় পেশী সঞ্চালন হয় এরূপ ব্যায়াম প্রয়োজন। অতএব পদব্রজে ভ্রমণ, অশ্বারোহণ, ডন, হরিজণ্ট্যাল বারে ব্যায়াম, কুস্তি প্রভৃতি বিবিধ প্রকার ব্যায়াম অনুমোদিত।

মস্তিষ্কের রক্তবেগ (কঞ্জেস্‌শন্) রোগে ও অর্শরোগে সর্ব্বাঙ্গের চালনা হয় এরূপ ব্যায়াম দ্বারা যথেষ্ট উপকার দর্শে।

সঞ্চালক যন্ত্র সকলের পীড়া সমূহ।—মাইয়্যাল্‌জিয়া বা পেশী বাতরোগে সহসা আক্রমণ করে; আক্রান্ত স্থান দৃঢ় ও সঞ্চালনে বেদনাযুক্ত হয়; পেশীর বা পেশীগুচ্ছের কোন এক স্থান চাপিলে সাতিশয় বেদনা অনুভূত হয়। এ সকল স্থলে ম্যাসেজ্, বিশেষতঃ চক্রাকার নীডিঙ্গ্ ও ষ্ট্রোকিঙ্গ্, অমোঘৌষধ।

সন্ধি সকল মধ্যে ও টেণ্ডণগণের গতি অনুসরণে রসোৎসৃজন হইলে ঘর্ষণ ও ঊর্দ্ধাভিমুখ ষ্ট্রোকিঙ্গ্ দ্বারা যথেষ্ট উপকার দর্শে। এভিন্ন সন্ধি সকলে বিবিধ পীড়ায় বিশেষতঃ আঘাতজনিত হইলে, প্রথমে সন্ধির ঊর্দ্ধভাগে সবল নীডিঙ্গ্ ও ষ্ট্রোকিঙ্গ্ ব্যবস্থেয়, পরে সন্ধির উপর ম্যাসেজ্ প্রযোজ্য। সাইনোভাইটিস্ রোগে ম্যাসেজ্ মহোপকারক। কিন্তু যে সকল স্থলে সাইনোভিয়াল্ ঝিল্লী মধ্যে পূয় সঞ্চিত হয় বা পূয় সঞ্চিত হইবার আশঙ্কা থাকে সে সকল স্থলে ইহা অবিধেয়। সাইনোভিয়াল স্থলী গভীর স্থিত না হইলে ম্যাসেজ্ দ্বারা উপকার আশা করা যায়। জানুসন্ধি সচরাচর এই রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে, প্রত্যহ পাঁচ হইতে দশ মিনিটকাল ঊর্দ্ধাভিমুখে ম্যাসেজ্ প্রয়োগ করিলে উপকার হয়। সঙ্গে সঙ্গে অনুগ্র (প্যাসিভ্) সন্ধি সঞ্চালন আবশ্যক। সাইনোভাইটিস্ সহযোগে হাইপারপ্লেশিয়া বা নির্ম্মানাধিক্য বর্ত্তমান থাকিলে

সবল মর্দ্দন ও নীডিঙ্ এবং অনুগ্র অঙ্গচালনা (যথা আগমন, বিস্তারণ) দ্বারা নব-নির্ম্মিত তন্তু নিরাকৃত হয়।

স্প্রেণ্‌রোগে অর্থাৎ কোন সন্ধি মচ্‌কাইয়া গেলে ম্যাসেজ্ স্থল বিশেষে মহোপকারক। গুল্‌ফ সন্ধি মচ্‌কাইয়া গেলে পায়ের হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উর্দ্ধদিকে মৃদু মর্দ্দন ব্যবস্থেয়। বেদনা যত কমিতে থাকিবে, অধিক-তর বল সহকারে মর্দ্দন প্রয়োজ্য। সন্ধির আক্ষেপ ও দৃঢ়তা হ্রাস হইলেও সন্ধিসঞ্চালনশীল হইলে চরণ ধরিয়া আস্তে আস্তে প্রসারিত ও আকুঞ্চিত করিবে; সন্ধির উর্দ্ধ পর্য্যন্ত ফ্লানেল্ জড়াইয়া রাখিবে। সচরাচর দুই তিনবার ম্যাসেজের পর স্প্রেণ্ আরোগ্যোন্মুখ হইয়া আইসে, পরে রোগীকে ধীরে ধীরে পাদ সঞ্চালন করিতে বলিবে। স্প্রেণ্ রোগে সকল স্থলে ম্যাসেজ্ প্রয়োগ অযুক্তি। যদি সন্ধির আভ্যন্তরিক বিধান বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় ও বিষম উপসর্গ উপস্থিত হয় তাহা হইলে ম্যাসেজ্ দ্বারা অপকার দর্শে। বিবেচনাপূর্ব্বক এ রোগে ম্যাসেজ্ প্রয়োগ করিলে অন্যান্য প্রকার চিকিৎসা অপেক্ষা ইহাতে সত্বর উপকার পাওয়া যায়। ভিষকদর্পণ।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ কর, এল, আর, সি, পি, (এডিনবরা।)

জ্বরভুক্তকাস ও যক্ষ্মারোগে বাসাবল বিংশতি পাঁচন, পাঁচন নয় ত সাক্ষাৎ ধন্বন্তরি।

বৈদ্যশাস্ত্রে ঔষধ ও পাঁচন আছে অনেক, অথবা এতই আছে যে তাহার সংখ্যা করা যায় না। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট সেই অগণ্য অসংখ্য ঔষধ ও পাঁচনের মধ্য হইতে প্রকৃত উপকারী পাঁচন বা ঔষধ বাছিয়া লওয়া বড় সহজ কথা নহে। অথবা গুরূপদেশ ভিন্ন তাহা একবারেই অসম্ভব। সেই জন্য শাস্ত্রে যতই কেন অসংখ্য পাঁচন বা ঔষধের উল্লেখ থাকুক, কেবল শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়া কোন ব্যক্তিই প্রায় কোন পাঁচন বা ঔষধেই ফললাভ করিতে পারেন না। সুতরাং শিক্ষাকালেই পুস্তক পাঠের সঙ্গে সঙ্গেই গুরুর নিকট হইতেই এ সকল পাঁচন

বা ঔষধের ব্যবহার-প্রণালী শিখিয়া লইতে হয়, নচেৎ যিনি সে পথে না গিয়া কেবল পুস্তকের প্রতিই নির্ভর করিয়া চলেন, তিনি কখনই ভাল চিকিৎসক হইতে পারেন না। তাঁহার ব্যবস্থিত পাঁচন বা ঔষধে কখনই আশানুরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ হয় না। কেন যে হয় না, তাহা নিম্নে ক্রমশঃ বুঝাইতেছি।

আজ্‌কাল কবিরাজী অনেক পুস্তকেরই বঙ্গানুবাদ হইয়াছে, এবং সেই বঙ্গানুবাদ পুস্তক পড়িয়া অনেক লোকেই আপনাপনি কবিরাজ হইয়া বসি-তেছে। কিন্তু যথারীতি গুরুর নিকট শিক্ষাদীক্ষা ভিন্ন যে সে শিক্ষা কোন কার্য্যেরই হয় না, ইহা অতি অল্পলোকেই ভাবিয়া থাকেন। তত্তৎস্থলে ফল এই হয় যে, কবিরাজ মনে করেন যে, আমি রোগীকে শাস্ত্রসম্মত ঔষধ দিলাম, আর রোগীও মনে করেন যে, আমিও যথার্থ শাস্ত্রজ্ঞ কবিরাজের নিকট শাস্ত্রীয় ঔষধ সেবন করিলাম; আসল কথা কিন্তু এরূপস্থলে প্রকৃত কবিরাজের নিকট প্রকৃত শাস্ত্রীয় ঔষধ আদৌ ব্যবহার করা হইল না। মনেই করুন্ না কেন, চরকের রসায়ন অধিকারে চ্যবনপ্রাশ লিখিত আছে, অতএব চ্যবনপ্রাশ সকলের পক্ষে সর্ব্বাবস্থাতেই উপকারী, প্লীহাতে অভয়ালবণের ব্যবস্থা আছে, অতএব প্লীহা দেখিলেই অভয়ালবণ দিবে, ঠিক্ এই হিসাবে গেলে কখনই অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে না। কেননা কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ স্থলে সেই সেই ঔষধ প্রয়োজ্য, দেশকাল ও পাত্রের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া তবেই ঔষধ প্রয়োগ করিলে আশানুরূপ উপকার দর্শিতে পারে। নচেৎ কেবল শাস্ত্রের আশ্রয়ে গেলে তাঁহাকে ঠকিতে হইবেই হইবে। কেন যে ঠকিতে হয়, তাহারই দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

প্রায় ৩।৪ মাস পূর্ব্বে অর্থাৎ গত ফাল্গুন কি চৈত্রমাসে প্রতাপচন্দ্র দাস নামক সদ্‌গোপজাতীয় পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক একটী বলিষ্ঠ যুবক সহসা ঠাণ্ডা লাগাতে সামান্য সর্দ্দি কাশিতে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত হইয়াও কিন্তু সে তাহার বিল-সরকারী কার্য্য করিতে থাকে। বিল-সরকারীতে পথপর্য্যটন আদি অতিশ্রমে ক্রমশঃ তাহার সেই সর্দ্দিকাশির সহিত বুকে বেদনা ও বৈকালে হাত, পা, চোখ, মুখ জ্বালার সহিত সামান্য জ্বরভাব হইতে আরম্ভ করে। প্রচুর বলশালী বলিয়া সে কিন্তু এ অবস্থাতেও সাবধান না হইয়া বরং উপেক্ষা করিয়া যথারীতি স্নানাহার পথপর্য্যটন ও স্ত্রীসহবাস আদি সমস্ত অত্যাচারই করিতে থাকে। কিন্তু রোগের উপর অত্যাচার আর কতদিন

বরদস্ত হয়? কাজেই অচিরাৎই তাহার জ্বরের বৃদ্ধির সহিত সহসা একদিন কাসের সহিত অধিক পরিমাণ রক্ত উঠিতে আরম্ভ করিল। যে দিন রক্ত উঠিল, সেই দিনেই তাহার খবর হইল, সে এক দিনেই ভীত ও যারপর নাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। এবং তৎক্ষণাৎ একজন হাতুড়ে কবিরাজের শরণাপন্ন হইল। শুনিলাম সেই কবিরাজ তাহাকে গুলঞ্চ, নিমছাল, বচ, শুঁঠ আদি নানাবিধ দ্রব্যদ্বারা পাঁচন এবং জয়মঙ্গল রস আদি নানাবিধ ঔষধ ক্রমাগত একমাসকাল সেবন করিতে দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে কিছুই ফল দর্শিল না। গত বৈশাখের প্রথমে ঔষধ সেবন আরম্ভ করিয়া সমস্ত বৈশাখ পর্য্যন্ত সে প্রায় ১০।১৫ টাকা দিয়াও যখন কিছুমাত্রও উপকার পাইল না, তখন অগত্যা সে কবিরাজকে ছাড়িয়া অন্য একজন ঐরূপ অজ্ঞ হাতুড়ে কবিরাজের চিকিৎসাধীনে রহিল, শেষের কবিরাজও তাহাকে নানাবিধ ঔষধ ও পাঁচনাদি দিয়া ৩।৪ টাকা আদায় করিল, কিন্তু কিছুই ফল দর্শিল না। অগত্যা যখন বুঝিল যে, আর অর্থব্যয় করিয়া ঔষধ সেবন করা তাহার পক্ষে ঘটিবে না, তখন তাহার একজন আত্মীয় ব্যক্তির সহিত সে আমাদের নিকট দাতব্য ঔষধ পাওয়ার ইচ্ছায় আসিল। যে লোকটীর সঙ্গে আসিল, সে লোকটী আমাদের বিলক্ষণ পরিচিত ও নিতান্তই অনুগত। সে আসিয়া রোগীর রোগ-মোচনের জন্য আমার নিকট বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়া রোগী যে কপর্দ্দক-হীন, তাহা আমাকে বুঝাইয়া গেল।

আমি বেশ ধীরভাবে রোগীর আদ্যোপান্ত অবস্থা শুনিয়া বুঝিলাম যে, ব্যাপার বড় সহজ নহে। এ জ্বরভুক্ত কাস বিশেষতঃ যখন রক্ত দেখা দিয়াছে, তখন এরোগের শান্তি হওয়া প্রকৃতই সহজ কথা নহে। তথাপি মিষ্ট কথায় রোগীকে আশ্বস্ত করিয়া প্রাতে বাসাবলবিংশতি পাঁচন, রক্ত বন্ধের জন্য রক্তপিত্তান্তক লৌহ প্রত্যহ প্রাতে বৈকালে ও সন্ধ্যাকালে বাকসপাতার রস, যজ্ঞডুমুরের ও দূর্ব্বার রস মধুসহ প্রত্যেক বারে অর্দ্ধ বড়ী করিয়া এবং সন্ধ্যার পর চন্দ্রকান্ত রস এক বড়ী মধুর সহ ও চন্দ্রকান্ত রসের সহিত যে ক্ষুদ্র পাঁচনটী আছে, তাহাও সেবন করিতে ব্যবস্থা দিয়া বিদায় করিলাম।

পাঁচ দিনের দিন বৈকালে রোগী আসিয়া কহিল যে, আমার অনেকটা উপকার হইয়াছে। জ্বর ও কাসি কমিয়াছে এবং রক্তও আর প্রায় উঠে না। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম যে, প্রকৃতই

তাহার জ্বর অর্দ্ধেকেরও অধিক কমিয়াছে, যে জ্বর দেড়মাসের মধ্যে কমে নাই, বরঞ্চ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছিল;—যে কাসির বিরাম ছিল না এবং বুকে বেদনার সহিত রক্ত পর্য্যন্ত উঠিতেছিল, অথচ কবিরাজী নানাবিধ ঔষধ যখন দেড়মাস কাল ব্যবহার করিয়াও কিছুমাত্রই উপকার দর্শে নাই। সেই স্থলে সামান্য বাসাবলবিংশতি পাঁচনাদি ব্যবহারে এতদূর আশাতিরিক্ত উপকার দর্শিতে দেখিয়া আমি প্রকৃতই যারপর নাই আহ্লাদিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এরোগী অদ্যাপিও আমার চিকিৎসাধীনে আছে এবং সেই বাসাবলবিংশতি পাঁচন আদি ব্যবহার করিতেছে। এখন তাহার জ্বর আর নাই, কাসি অনেক কমিয়াছে, তবে সামান্য আছে, রক্ত আর উঠে না এবং শরীরে পূর্ব্বাপেক্ষা বল জন্মিয়াছে। চেহারারও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ফলকথা, এ অবস্থায় আর বিশেষ অত্যাচার না করিলে এ যাত্রা সে বাঁচিয়া গেল বলিয়াই বিশ্বাস জন্মিয়াছে।

এখন কথা এই যে, কেবল কি এই একটী মাত্র রোগীকেই বাসাবলবিংশতি পাঁচন দিয়া এরূপ আরোগ্য লাভ করিতে দেখিলাম? তাত নয়, এইরূপ জ্বরভুক্ত কাস ও যক্ষ্মারোগে এই বাসাবলবিংশতি পাঁচন যে, কিরূপ মহোপকারী, কিরূপ অত্যাশ্চর্য্য ফল দর্শায়, তাহা চিন্তা করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। আমরা এবং যে সমস্ত কবিরাজ এইরূপ অধিক সংখ্যক রোগীর চিকিৎসা করেন, কেবল তাঁহারাই জানেন যে, শত জয়মঙ্গল রস, সহস্র সর্ব্বজ্বরহর লৌহ ও শৃঙ্গারাভ্র আদি স্বর্ণ ঘটিত ঔষধে যে জ্বরভুক্ত কাস বা যক্ষ্মার কোনই উপকার দর্শে না, সেই সেই স্থলে বাসাবলবিংশতি পাঁচন ও চন্দ্রকান্ত রসের সহিত কণ্টকারী আদি দ্বারা ক্ষুদ্র পাঁচন ব্রহ্মাস্ত্রের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে।

পাঠক! জ্বরভুক্ত কাস বা যক্ষ্মারোগের শান্তির জন্য বড় বড় নামজাদা কবিরাজ মহাশয়েরা যে ঐ সোণামুক্তা ভস্মাদি বড় বড় ঔষধের সহিত রোগীকে বাসাবলবিংশতি আদি পাঁচন ও চন্দ্রকান্ত রসসহ ক্ষুদ্র পাঁচনের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন; উহার প্রকৃত মর্ম্ম ও নিগূঢ় রহস্য তোমারা কিছু বুঝিয়া উঠিতে পার কি? যদি না বুঝিয়া থাক, তবে জানিও যে, আসল রোগের শান্তি কিন্তু ঐ পাঁচন ও চন্দ্রকান্ত আদি সামান্য সামান্য ঔষধে হইয়া থাকে। তবে যে লম্বাচৌড়া নামডাকওয়ালা ঔষধাদি দেন,

সে কেবল অধিকাংশস্থলেই স্বস্ব লম্বোদর পরিপূরণের জন্য। নচেৎ গুলঞ্চ কণ্টকারীর নাম করিয়া কি আর উদরপূর্ণ করা যায়? বলা বাহুল্য যে, এই পৈশাচিক ব্যবসাদারীতেই ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার এহেন অধঃপতন ঘটিয়াছে। সে যাহা হউক, বাসাবলবিংশতি পাঁচন ব্যাপারটা কি, তাহা আগামীবারে বলিব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

পদ্য মেটিরিয়ামেডিকা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৭২ পৃষ্ঠার পর।)

(১)

মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়ের অতি উত্তেজন,
কার্য্যে বৃদ্ধি মনে নানা ভাবের উদয়।
ব্যাকুলতা সহজেই দর্শন, শ্রবণ,
ঘ্রাণ, স্বাদ, স্পর্শ শক্তি বাড়ে অতিশয়।

(২)

নিদ্রা নাশ এক কালে, সারারাত জাগে,
অনিদ্রার হেতু তথা কোন পরিশ্রম।
অনাবৃত বায়ু যথা বৃদ্ধি করে রোগে,
রহিলে আবৃতভাবে বোধ হয় কম।

(৩)

ভারি স্ফূর্ত্তি মনে, সদা নানা ভাব ভাবে;
অনিদ্রা বা শিরঃপীড়া আদি যাহা যত
সব এই উত্তেজনা কারণ প্রভাবে;
অসহ্য যাতনা, তাহে নিরাশ সতত।

(৪)

সহজেই কাঁদে শিশু হাসে কাঁদে হাসে,
অল্প রোগ সত্বে হয় অতি উদ্দীপন,

ডেন্টিসনে ফিট্ হলে দাঁতে দাঁত ঘষে
ঘুমন্ত চম্‌কে উঠে ঘটে জাগরণ।

(৫)

শিরোরোগে যেন বেঁধে পেরেক ভিতরে
কিম্বা খণ্ড খণ্ড করি ছিঁড়ে যেন ফেলে,
শব্দে, সঞ্চালনে প্রাতে এই ব্যথা বাড়ে,
বিশেষতঃ এক পার্শ্ব পীড়াক্রান্ত হলে।

+

কোথাও সে ব্যথা বাড়ে বাহির বায়ুতে
কোথাও বা কমে, যেথা ঘরে গেলে বাড়ে;
প্রায়শঃ আহার অন্তে দেখিবে বাড়িতে।
মাথা ছোট বোধ। (নক্সে "বড় বোধ" সারে!)

(৬)

পর্য্যায় উদরাময় কোষ্ঠবদ্ধ সহ।
পেটের অসহ্য ব্যথা নিরাশ তাহাতে।
রক্তবর্ণ মুখে দন্ত শূলনী দুঃসহ,
আশু কমে—ঠাণ্ডা জল লাগাইলে দাঁতে।

(৭)

টাটানি ও চুলকানি যোনির কপাটে
আয়েস ও শিহরণ নখের ঘর্ষণে।
ব্যথা লাগে বলি বামা রতি কার্য্যে চটে;
তীব্র ব্যথা ঋতু কিম্বা প্রসবের দিনে।

(৮)

নিদ্রাভঙ্গ মাত্র প্রাতে স্বরভঙ্গ বোধ,
আয়াস, কর্কশস্বর, নিশ্বাস খর্ব্বতা;
বক্ষ ভার, যেন হ'তে পারে শ্বাসরোধ,
নিশ্বাস লইতে শুষ্ক কাশি আসে সদা।

(৯)

"চক ষ্টোন" উপক্রম গেঁঠে বাতে যথা;
কিম্বা অজীর্ণতা—অতি ভোজন কারণ,

এসব রোগেতে দিন না কাটিয়া বৃথা,
উগ্র কাফি কাথ করি করিবে সেচন।

পুঁটিয়া, রাজসাহী। } ডাক্তার শ্রীনলিনীনাথ মজুমদার।

দেশীয় অভয়ালবণ-মাহাত্ম্য।

কেবল চ্যবনপ্রাশ বলিয়া নহে, কেবল অভয়ালবণ বলিয়াও নহে, মহামাষ-তৈল ও অশোকঘৃতাদি বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত এক একটী তৈল বা ঘৃত যেন সত্য-সত্যই সাক্ষ্যাৎ ধন্বন্তরিসদৃশ। এমন কি, এ সকল তৈল বা ঘৃতের উপাদান বা প্রকৃত গুণগরিমা বর্ণনা করিতে গিয়া কোন্‌টী অপেক্ষা যে কোন্‌টীকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্ব্বাচন করিব, তাহা স্থির করিতেই পারা যায় না। কিন্তু ভারতবাসীর কি মহাপাপে যে এমন সকল মহৌষধের বহুল প্রচার নাই, তাহা লিখিতে গেলে চক্ষু দিয়া জল আইসে।

ইতিপূর্ব্বে চ্যবনপ্রাশের কথা সাধ্যমত বলিয়াছি, আর যকৃৎ ও প্লীহা-সংযুক্ত সর্ব্বপ্রকার পুরাতন বা বিষমজ্বর শান্তির পক্ষে দেশীয় অভয়ালবণ যে কিরূপ অব্যর্থ মহৌষধ, তাহার আভাসও গতবারে কিঞ্চিৎ দিয়াছি। ইংরাজ-রাজের অনুগ্রহে অসময়ে অযথা কুইনাইন্ সেবনে অথবা নূতনজ্বরে সম্যক্ রসের পরিপাক না পাইতেই তদুপরি নানাবিধ পথ্যপ্রয়োগ দ্বারা কিংবা যে কারণেই হউক, আজ্ কাল এদেশে পেটযোড়া প্লীহা বা যকৃৎসংযুক্ত জ্বরা-ক্রান্ত রোগীর বড় একটা অভাব নাই। পল্লীগ্রামের ত কথাই নাই, তাহা ছাড়া অনেক বড় বড় নগরে বা জনপদেও এখন বিস্তর লোকের পেটজোড়া প্লীহা সচরাচরই দেখা গিয়া থাকে। এমন কি, এই রাজধানী কলিকাতা সহরেও ঐ রোগের অসদ্ভাব নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এত রাশি রাশি লোক, এই রোগে ভোগে, প্রতি বৎসর কত লোকই না এই রোগে মরে, অথচ ইহার শান্তির জন্য লোকে দেশীয় অভয়ালবণাদি ঔষধের শরণাপন্ন খুব্ কম স্থলেই হইয়া থাকে।

আগে নবজ্বর হইল, নবজ্বর কুইনাইনের অনুগ্রহে ক্রমশঃ পুরাতনজ্বরে

পরিণত হইল এবং সেই পুরাতনজ্বরই কুপথ্যদ্বারা অচিরাৎ প্লীহা যকৃৎ আদি সহচর লইয়া অবিচ্ছেদী বিষমজ্বরে গিয়া দাঁড়াইল। এতদূর গড়াইল, এত কুইনাইন্, এত ডাক্তারী ঔষধ, এত পেটেণ্টঔষধের বোতল বা বটিকা উদরস্থ হইল, নিতান্ত পক্ষে না হয় হোমিওপ্যাথিরও শরণাগত হইয়া কিছু-কাল অবস্থিতি করা হইল, তথাপি কিন্তু এ হতভাগ্য দেশের অভাগা অভয়া-লবণ আদি ঔষধের দিকে একবার ভ্রমেও কেহ দৃষ্টিপাত করিলেন না।

আমি জানি, আমাদের একটী আত্মীয় নবীন যুবক এইরূপ প্রকাণ্ড প্লীহা ও জ্বরাক্রান্ত হইয়া প্রায় একবৎসর পর্য্যন্ত নানারূপ ডাক্তারী ঔষধও নানা-প্রকার পেটেণ্ট ঔষধ সেবন করিয়াছিল, শেষটা ২।৩ মাস পর্য্যন্ত হোমিও-প্যাথির হস্তেও জীবন নির্ভর করিয়াছিল, তথাপি আমাদের অনুরোধসত্ত্বেও কিন্তু দেশীয় অভয়ালবণ আদি ঔষধ সেবন করিতে সম্মত হয় নাই। শেষটা মরিয়া গেল, তথাপি দেশীয় ঔষধের উপর একদিনের তরেও ভক্তি আনিতে পারিল না!

আবার ইহাও আমরা নিয়তই দেখিতে ও শুনিতে পাই যে, পেটযোড়া প্লীহা, অবিচ্ছেদী বিষমজ্বর, দাস্ত ভয়ানক কঠিন, হাত পায়ে ও পেটে শোথ, শরীরের রক্তাল্পতা, শরীর হরিদ্রাভ, এবং রোগী নিরতিশয় দুর্ব্বল প্রভৃতি অবস্থাতেও রোগীর বুদ্ধিমান্ অভিভাবক, অনায়াসেই সেই রোগীকে হোমিওপ্যাথির জলবিন্দুর উপর নির্ভর করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত রাখিয়া বহুল অর্থব্যয় করিতেছেন, অথচ আশু অব্যর্থ উপকারের আশাসত্ত্বেও সেই রোগীকে কোন দেশীয় উপযুক্ত কবিরাজের উপর সপ্তাহকালও নির্ভর করিয়া রাখিতে সাহসী হন্ না! কিন্তু যখন সেই সেই স্থলে আমরা অনেক-বার তুলনা করিয়া দেখিয়াছি যে, একমাসকাল হোমিওপ্যাথি ঔষধে যে প্লীহাজ্বরের বিন্দুমাত্রও উপকার না দর্শিয়াছে, দেশীয় অভয়ালবণ তত্তৎস্থলে কিন্তু সপ্তাহমধ্যেই রোগীর দাস্তাদি পরিষ্কার করিয়া অসাধারণ উপকার দর্শাই-য়াছে এবং তখনই ভারতবাসীর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া ক্ষোভে, রোষে, অভি-মানে আমাদের প্রাণ ভয়ানক আকুল হইয়া উঠিয়াছে।

সে যাহা হউক্, প্লীহাযকৃতাদি কোষ্ঠস্থরোগ ও তৎসংস্পৃষ্ট পুরাতন বিষম-জ্বরাদিশান্তির পক্ষে দেশীয় অভয়ালবণ ঔষধটী যে কিরূপ প্রত্যক্ষ ও আশু-ফলপ্রদ, তাহা ভারতবাসীর অনেকেই অবগত আছেন। এহেন অসামান্য

উপকারী অভয়ালবণের উপাদান ও গুণ কি, তাহা নিম্নে পাঠকগণ অবগত হউন।

পারিভদ্রপলাশার্ক স্নুহ্যপামার্গচিত্রকান্।	বরুণাগ্নিমন্থবস্থকশ্বদংষ্ট্রা বৃহতীদ্বয়ং ॥
পূতিকাস্ফোতকুটজাকোষাতক্যঃ পুনর্নবা।	সমূলপত্রশাখাশ্চ খোদয়িত্বা উদূখলে ॥
তিলনালপ্রদীপ্তাগ্নি সুদগ্ধং ভস্মশীতলং।	ক্ষারপ্রস্থং গৃহীত্বা তু ন্যসেৎ পাত্রে দৃঢ়ে নবে ॥
জলদ্রোণে বিপক্তব্যং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং।	পূর্ব্ববৎ ক্ষারকল্কেন স্রাবয়ীত বিচক্ষণঃ ॥
প্রস্থমেকঞ্চ লবণং তদর্দ্ধাঞ্চ হরীতকীং।	তুল্যাম্বুভাগং গোমূত্রং সাধয়েন্মৃদুনাগ্নিনা ॥
কিঞ্চিৎসবাষ্পসান্দ্রে চ সম্যক্ সিদ্ধিংবতারিতে।	অজাজী কৃষণং হিঙ্গু যমানী পৌষ্করং শঠী ॥
এতৈরর্দ্ধপলৈর্ভাগৈশ্চূর্ণং কৃত্বা প্রদাপয়েৎ।	অভয়ালবণং নাম ভক্ষয়েচ্চ যথাবলং ॥
ব্যাধিঞ্চ বীক্ষ্য মতিমান্ অনুপানং যথাহিতং।	যে চ কোষ্ঠগতা রোগাস্তান্ নিহন্তি ন সংশয়ঃ ॥
যকৃৎপ্লীহোদরানাহ গুল্মাষ্ঠীলাগ্নিসাদজিৎ।	হন্যাচ্ছিরোহর্ত্তি হৃদ্রোগং শর্করাশ্মরিনাশনং ॥

পালতেমাদার	গোক্ষুর
পলাশ	বৃহতী
আকন্দ	কণ্টকারী
সিজ	নাটারমূল
আপাঙ	অপরাজিতা
রক্তচিতা	কুটজ
বরুণ	ঘোষালতা
গণিয়ারি	ঘোষালতা
বক	শ্বেতপুনর্নবা

মূল, পাতা ও শাখা সহিত এই সকল দ্রব্যদ্বারা ক্ষার প্রস্তুত করিয়া ক্ষারের পরিমাণ মোট দুইসের গ্রহণ করিতে হইবে। দুইসেরের স্থলে কেহ বা চারিসের গ্রহণ করেন। এই ক্ষারের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যগুলির প্রত্যেকের পরিমাণ যাহা যাহা লাগিবে, তাহাদিগের মূল্য ঊর্দ্ধসংখ্যা দুই টাকামাত্র। আর ক্ষার প্রস্তুতের নিমিত্ত অগ্নির জন্য অন্ততঃ দুই গাড়ি তিলকাষ্ঠ চাই। দুই গাড়ি তিলকাষ্ঠের মূল্য পাঁচটাকা।

সৈন্ধবলবণ /২ দুইসের	।০	পিপুল ৪ তোলা	৵১৫
হরীতকীচূর্ণ /১ একসের	।০	মরিচ ৪ তোলা	৵১৫
গোমূত্র ষোলসের	।০	কৃষ্ণজিরা ৪ তোলা	৴০
কৃষ্ণজীরা ৪ তোলা	৵১০	একজন ভৃত্যের পরিশ্রমিক পাঁচটাকা।	
মূলতানি হিঙ্গু ৪ তোলা	॥০		
যোয়ান ৪ তোলা	৵১০	মোট ব্যয় ১৪৶০।	

অভয়ালবণের মূল্য।

এই হিসাবে মোট অভয়ালবণ প্রায় ৭ কি ৮ সের পর্য্যন্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে। আটসেরের মূল্য পড়িতেছে ১৪৶০ টাকা। তাহা হইলে প্রতিসেরে বড় জোর না হয় দুই টাকাই খরচ পড়ুক। কিন্তু প্লীহাদিরোগে ধন্বন্তরিসদৃশ এহেন অভয়ালবণের মূল্য কবিরাজগণ ৭ মাত্রার অর্থাৎ ৭ দিনের মূল্য ২৲ টাকা করিয়া লইয়া থাকেন। প্রত্যহ একমাত্রার পরিমাণ যদি ।০ আনা ওজনে ধরা যায়, তাহা হইলে /১ সের অভয়ালবণের মূল্য ৮০৲ টাকা, ।৶০ আনা মাত্রা হইলে ৬৪৲ টাকা এবং ॥০ আট আনা ওজনে মাত্রা হইলে প্রতিসেরের দাম ৪৫৲ টাকা! পাঠক ভাবুন, কোথায় /১ সেরের খরচা ২৲ টাকারও কম, আর কোথায় বিক্রী ৪৫৲, ৬৪৲ বা ৯০৲ টাকা! এরূপ অভাবনীয় ব্যবসাদারিতেও যদি দেশীয় চিকিৎসার অধঃপতন না হইবে, তবে আর অধঃপতন হয় কিসে? বলা বাহুল্য যে, এইজন্যই দেশের লোক দেশীয় চিকিৎসকগণের নিকট অগ্রসর হইতেও ভয় পায়; কবিরাজের নামে সাধারণে প্রকৃতই শিহরিয়া উঠে! *

অভয়ালবণের গুণ।

যদিও শাস্ত্রকার, অভয়ালবণের গুণসম্বন্ধে কোষ্ঠগত সর্ব্বপ্রকার পীড়া যথা—যকৃৎ, প্লীহা, উদর, আনাহ, গুল্ম, অষ্ঠীলা ও অগ্নিমান্দ্য আদি এবং শিরোরোগ ও হৃদ্রোগ আদি রোগের শান্তির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু শিরোরোগ বা হৃদ্রোগ আদির শান্তির জন্য আমরা কখনও অভয়ালবণের ব্যবহার করিয়া দেখি নাই বটে, তবে যকৃৎ, প্লীহা, উদর বা গুল্মরোগ শান্তির পক্ষে যে অভয়ালবণ প্রকৃতই মহৌষধ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ মাত্র নাই। আমরা আশা করি, দেশীয় প্রত্যেক নরনারীই প্লীহাদি রোগের শান্তির জন্য প্রথমতঃ

* কবিরাজগণ, সাধারণ লোকের সম্বন্ধে ত এইরূপই করিয়া থাকেন। আবার কবিরাজ হইয়া কবিরাজের সম্বন্ধেও কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহাও একবার শুনুনঃ—অভয়ালবণ ফুরাইয়া যাওয়ায় আমি একবার কলিকাতার জনৈক নামজাদা দোকানদার কবিরাজের নিকট কিছু পরিমাণে অভয়ালবণ ক্রয় করিতে লোক পাঠাই। নামজাদা কবিরাজ মহাশয় প্রেরিত লোককে অম্লানবদনে বলেন যে "বত্রিশটাকার কম সের কিছুতেই বিক্রয় করিব না!" সুতরাং পাঠকগণ! বুঝুন যে, যখন বাঘ হইয়া বাঘের রক্তপান, তখন ত অন্যপরে কা কথা?

বিদেশীয় চিকিৎসার প্রতি নির্ভর না করিয়া অগ্রে গৃহস্থিত অভয়ালবণের ব্যবহার করিয়া দেখিবেন। তবে কথা এই যে, সাধারণকে অভয়ালবণ ব্যবহারের জন্য অনুরোধ ত করিলাম, কিন্তু আমাদের এই অনুরোধে গরিব গৃহস্থ অভয়ালবণ ব্যবহার করিতে পারিবেন কি? না, কোন মতেই নহে। কেন যে নয়, তাহা আগামীবারে বিশদরূপেই বুঝাইব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

ঔষধ-প্রস্তুত প্রয়োগ-প্রণালী।

নবজ্বরে জ্বরচূড়ামণী।

নবজ্বর শান্তির জন্য শাস্ত্রে নানাবিধ ঔষধের উল্লেখ আছে। কবিরাজ মহাশয়েরাও সেই সকল ঔষধের মধ্যে কোনটী না কোনটী দ্বারা নবজ্বরের চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কেহ হিঙ্গুলেশ্বর, কেহ স্বচ্ছন্দভৈরব, কেহ মৃত্যুঞ্জয় এবং কেহ বা চণ্ডেশ্বর আদি ঔষধ নবজ্বরাধিকারেও ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু প্রকৃত কথা বলিতে গেলে অনুপানভেদে সাধারণ নবজ্বর শান্তির পক্ষে জ্বরচূড়ামণীর ন্যায় ঔষধ আর দ্বিতীয় দেখা যায় না। বহুকাল হইতে বহুসংখ্যক রোগীকে নবজ্বরাধিকারোক্ত বহুল ঔষধ-প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছি যে, সাধারণ নবজ্বরশান্তির পক্ষে জ্বরচূড়ামণী প্রকৃতই ধন্বন্তরি সদৃশ। তাহাই আজ্ সম্মিলনীর পাঠকগণকে এহেন অসাধারণ গুণশালী জ্বরচূড়ামণীর সবিশেষ পরিচয় দিয়ে দিতেছি।

* কজ্জলী	২ তোলা
শোধিত মিঠাবিষ	১ ,,
মরিচ	১ ,,
সোহাগার খৈ	১ ,,
পিপুল	১ ,,

* শোধিত পারদ ও গন্ধক একত্রে মিশ্রিত করিয়া কিরূপে কজ্জলী প্রস্তুত করিতে হয়, পারা ও গন্ধকের শোধন প্রণালীই বা কিরূপ, কিরূপে মিঠাবিষ শোধন করিয়া লইতে হয়, এবং সোহাগার খৈ প্রস্তুতের নিয়ম আদি ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে শ্রীযুক্ত কবিরাজ শীতলচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয় বিস্তৃতরূপে লিখিয়াছেন। এজন্য এস্থলে আর স্বতন্ত্ররূপে লেখা গেল না।

বিশুদ্ধ ও শুষ্ক মিঠা পূর্ব্বদিন অত্যল্প জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। পর দিন আগে উত্তমরূপে মিঠাগুলি শিলায় পেষণ করিয়া তাহার পর ক্রমে ক্রমে সোহাগার খৈ, পিপুল ও মরিচ দিয়া মাড়িতে থাকিবে। উত্তমরূপে মাড়া হইলে তখন কজ্জলী দিয়া মাড়িবে। কিন্তু এইরূপে শিলাতে মাড়াইয়া পর্য্যাপ্ত হইল না। শিলা হইতে ঔষধ উঠাইয়া লইয়া শেষে এক-খানি বড় কষ্টিপাথরের খলে উত্তমরূপে মাড়িয়া লইয়া পরে ২ রতি প্রমাণ বড়ী করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দিবে।

নূতন জ্বরের অবস্থাভেদে ও অনুপানবিশেষে বয়স্ক ব্যক্তিদিগের প্রাতে, বৈকালে ও সন্ধ্যায় ইহার তিনবারে তিনটী বড়ী সেবন করিতে দিবে। ইহাতে যে কিরূপ আশ্চর্য্য ফল দর্শে, তাহা শতমুখে বলা যায় না। জ্বরের বেগ যতই প্রবল হউক, পিপাসা, গাত্রদাহ, গাত্রবেদনা ও শিরঃপীড়া আদি যতই উপদ্রব বর্ত্তমান থাকুক, অনুপানবিশেষে ২।৩ দিন এই বড়ীর ৫।৭টী উদরস্থ হইলেই প্রায় রোগীর ঘর্ম্ম ও দাস্ত প্রভৃতি পরিষ্কার হইয়া জ্বরের বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। অনুপানবিধি এই যে, সাধারণ সর্দ্দিজ্বরে আদার রস ও পানের রস মধুসহ, বাতশ্লেষ্ম-জন্য রোগীর শরীরে বেদনা থাকিলে বেলপাতার রস ও আদার রস মধুসহ; পিত্তশ্লেষ্ম জন্য রোগীর শরীরে দাহ ও পিপাসাদি থাকিলে পটোল বা পলতার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিবে। ৮।১০ বা ১২ বৎসরের বালককে প্রত্যেক বারে অর্দ্ধ বড়ী, ৩।৪।৫ বা ৬।৭ বৎসরের বালককে সিকি বড়ী, আর ৬ মাস, ১০ মাস, এক বৎসর বা ১।।০ বা ২ বৎসর শিশুগণকে আবশ্যক বুঝিয়া ১/৪ ভাগ ১/৮ ভাগ বা ১/১৬ ভাগ মাত্রায় সেবন করিতে দিবে। কিন্তু সাবধান ঔষধে মিঠাবিষ থাকায় মাত্রার যেন আধিক্য না ঘটে।

কলিকাতার বর্ত্তমান প্রবীণ ও বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের স্বর্গীয় ও প্রাতঃস্মরণীয় পিতৃদেব ৺ নীলাম্বর সেন মহোদয় যৎকালে ঢাকা অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ কবিরাজরূপে ঢাকা সহরে থাকিয়া অসাধারণ চিকিৎসা-নৈপুণ্যবলে লোকের নিকট অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন, তখন এই জ্বরচূড়ামণী ও অন্যান্য ঔষধদ্বারা তিনি যে কতশত নবজ্বরীকে প্রত্যহ আরোগ্য করিয়া দিতেন, তাহার আর ইয়ত্তা ছিল না। আর এই সহরের বর্ত্তমান কবিরাজ মাননীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন এবং তাঁহার বংশধরেরাও অদ্যাপি শত-সহস্র রোগীর জ্বরচূড়ামণী দ্বারা নবজ্বরের শান্তি করিয়া দিতেছেন।

পাঠক! বলিতে কি, আমরা নিজেরাই অসংখ্যস্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে সর্দ্দিজ্বর বা বাতশ্লেষ্মাদি নবজ্বরের শান্তি ক্রমাগত ৮।১০ দিন বা তদধিক দিনেও এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথির চিকিৎসায় হয় নাই, সেই সেই স্থলে জ্বরচূড়ামণী ৪।৫ দিনেই জ্বরের বিচ্ছেদ করিয়া দিয়াছে। যে প্রবল পিত্তজ্বর কোন ঔষধেই কমে নাই, একমাত্র পটোলের রস ও মধুসহ জ্বরচূড়ামণী দিয়া অতি শীঘ্রই তাহার শান্তি হইয়াছে। সুতরাং এহেন অসাধারণ ও প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ জ্বরচূড়ামণী ঔষধটী প্রত্যেক নবজ্বরীই একবার জ্বরের প্রথম অবস্থায় ব্যবহার করিয়া দেখেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, জ্বরচূড়ামণী ঔষধের সম্বন্ধে উপরে যাহা যাহা লিখিত হইল, ইহা যেন কেহই অতিরঞ্জিত মনে না করেন। কেননা গত ২৫ বৎসরেরও অধিককাল পর্য্যন্ত আমরা অসংখ্য রোগীর প্রতি জ্বরচূড়ামণীর ব্যবহার দেখিয়াই আজ্ সরলভাবে ও সাধারণের উপকারার্থে এই প্রবন্ধ লিখিলাম।

ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

তৈলপাক ও প্রয়োগ-প্রণালী।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

বায়ু বা বাতব্যাধিরোগে তৈলপ্রয়োগ।

প্রথমেই বলিয়াছি যে, বায়ু বা বাতব্যাধিরোগে অনেক প্রকার তৈলের উল্লেখ থাকিলেও বায়ু বা বাতব্যাধির সকল অবস্থায় কিন্তু সকল তৈল ব্যবহৃত হইতে পারে না। অর্থাৎ বায়ু ও বাতের সাধারণ পার্থক্য কি, তাহা ইতিপূর্ব্বে বুঝাইয়া তবে তৈলের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়াছি এবং আপাততঃ কেবল বায়ুনাশক তৈলের বিষয় বলিতেছি। তন্মধ্যে গতবারে বিষ্ণুতৈলাদির বিষয় বলিয়াছি, এবারে অন্যান্য তৈলেরকথা লিখিতেছি।

বায়ুরোগের নারায়ণতৈল।

খাঁটী কৃষ্ণতিলের তৈল /৪ চারি সের লইয়া ইতিপূর্ব্বলিখিত মত কটা ও মূর্চ্ছাপাক দিয়া তদবস্থায় কিছু দিবস রাখিয়া দিবে। অনন্তর মঞ্জিষ্ঠাদি

মূর্চ্ছাদ্রব্য তৈল হইতে উঠাইয়া ফেলাইয়া নিম্নলিখিত কল্কদ্রব্যের দ্বারা পাক করিবে। যথা—শলুফা, দেবদারু, জটামাংসী, শৈলজ, বচ, রক্তচন্দন, তগর, পাচুকা, কুড়, এলাইচ, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষাণি, রাস্না, অশ্বগন্ধা, সৈন্ধব, শ্বেতপুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের ৪ তোলা ওজনে লইয়া একত্রে পূর্ব্ব দিবস পরিমাণ মত জলের সহিত ভিজাইয়া রাখিবে, পরদিবস ঐ কল্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া তৈলের চতুর্গুণ অর্থাৎ ১৬ ষোল শের জলের সহিত ও ঐ কল্কদ্রব্যের সহিত একত্রে তৈলপাক করিয়া কিঞ্চিৎ জলাবশেষ নামাইয়া রাখিবে, তাহার পর নিম্নলিখিত দ্রব্যের ক্বাথ করিয়া তৈল হইতে কল্ক না তুলিয়া পাক করিবে, যথা—বেলছাল, গণিয়ারীছাল, শোণাছাল, পারুলছাল, পাল্তে মাদারের ছাল, গন্ধভাদুলে, অশ্বগন্ধা, ব্যাকুড়, কণ্টিকারী, বেড়েলামূল, গোরক্ষচাকুলে, গোক্ষুর, শ্বেতপুনর্ণবা, ইহাদের প্রত্যেকের ২॥৹ পল অর্থাৎ একপুয়া ওজনে লইয়া সমস্ত দ্রব্য একত্রে পূর্ব্ব দিবস রাত্রে আবশ্যক মত জলে ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর পর দিন প্রাতে ঐ সকল দ্রব্য উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া ৬৪ শের জলের সহিত জ্বাল দিয়া ১৬ ষোল শের শেষ নামাইয়া ছাকিয়া লইয়া কল্কদ্রব্যগুলি তৈল হইতে না উঠাইয়া এই ষোল শের ক্বাথসহ তৈলপাক করিবে। অনন্তর শতাবরীর রস /৪ চারি শের দিয়া তৈলপাক করিবে। তারপর কল্কদ্রব্যগুলি তৈল হইতে উত্তমরূপ ছাকিয়া ফেলিয়া তৈলের চতুর্গুণ গো বা ছাগদুগ্ধ দিয়া তৈলের পাক শেষ করিবে। কেমন করিয়া তৈলের শেষ পাক দিতে হয়, তাহা ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে অনেক বার বলা গিয়াছে। এস্থলে শাস্ত্রে দুগ্ধ-প্রয়োগ সম্বন্ধে "আজং বা যদি বা গব্যং" লেখা থাকায় অনেক ব্যক্তিই ছাগীদুগ্ধের পরিবর্ত্তে গোদুগ্ধদ্বারাই তৈলপাক করিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, ছাগদুগ্ধদ্বারা নারায়ণতৈলপাক করিলে তাহাতে শৈত্যগুণবশতঃ যেরূপ উপকার দর্শিবে অর্থাৎ বায়ুর শান্তি করিবে, গোদুগ্ধদ্বারা তাহা কখনই সম্ভবে না। সুতরাং ছাগদুগ্ধের দ্বারাই তৈলপাক করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

নারায়ণতৈলের গুণ।

নারায়ণতৈলের গুণ প্রকৃতই অসংখ্য, এই তৈল যথারীতি পান, অভ্যঙ্গ অর্থাৎ মর্দ্দন ও বস্তিকার্য্যে ব্যবহৃত হইলে ইহাদ্বারা বায়ুরোগের অত্যাশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইয়া থাকে। বায়ু জন্য অনিদ্রা, মাথাধরা শরীরের কোন

স্থানের কম্পন বা শুষ্কতা, হাতপা বা শরীরের জ্বালা, অবসন্নতা, চিত্তচাঞ্চল্য ও ভ্রমমূর্চ্ছাদি রোগে ইহার মর্দ্দনে সবিশেষ উপকার দর্শে। শাস্ত্রে এই তৈল বা পানে ও বস্তিকার্য্যে ব্যবহারের উপদেশ থাকিলেও আমি কিন্তু কখন কোন রোগীকে ইহা পান বা বস্তিকার্য্যে প্রয়োগ করিতে দেখি নাই। তবে আমার বিশ্বাস যে, ইহার পানে উপকার দর্শিতে পারে। কিন্তু অভ্যঙ্গ অর্থাৎ মর্দ্দন-দ্বারা বিস্তর রোগীর আশানুরূপ উপকার দর্শিতে দেখিয়াছি। এতদ্ভিন্ন শাস্ত্রে বধিরতা ও পঙ্গুতা আদি শান্তির পক্ষে এই তৈলের যে উপযোগিতার কথা উল্লেখ আছে, আমি কিন্তু তাহা স্বচক্ষে কখনও দেখি না। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } কবিরাজ শ্রীজগদ্বন্ধু সেনগুপ্ত।

ঘৃত-প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

হিক্কাশ্বাসাধিকারে ঘৃতপ্রয়োগ।

ইতিপূর্ব্বে ক্রমিক ঘৃতপাকের বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিয়া নানাকারণে এতদিন আর লিখিতে পারি নাই। অতঃপর ক্রমশঃ ঘৃতপাকের বিষয় লিখিয়া গ্রাহকগণের তৃপ্তিসম্পাদন করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিব। ইতিপূর্ব্বে যক্ষ্মা ও কাসরোগে ঘৃতপাক ও প্রয়োগের কথা বিস্তারিত বলিয়াছি। চরক সুশ্রুত ও চক্রদত্তাদি প্রামাণ্যগ্রন্থে যক্ষ্মা ও কাসাদির শান্তির জন্য নানাবিধ ঘৃতের ব্যবস্থা থাকিলেও এদেশের বর্ত্তমান কবিরাজকুল যে, আর ভ্রমেও যক্ষ্মা বা কাসরোগে এখন আর ঘৃত ব্যবহার করেন না, তাহাও বলিতে ত্রুটি করি নাই। আর কেন যে করেন না, অর্থাৎ ঘোরতর কুসংস্কার ও অনভ্যাস-জন্যই যে, এখন আরঐ সকল রোগে কবিরাজেরা ঘৃতপ্রয়োগ করিতে সাহসী হন না, তাহাও বিশদরূপে বুঝাইয়াছি। সুতরাং অতঃপর হিক্কা শ্বাসাধিকারে ঘৃত প্রয়োগের বিষয় বলিতেছি। কিন্তু বলিব কি? এখানেও সেই ব্যবস্থা! এখানে সেই কথা! অর্থাৎ হিক্কা শ্বাসাধিকারে হিংস্রাদ্য ঘৃত ও তেজোবত্যাদ্য ঘৃত প্রভৃতির উল্লেখ শাস্ত্রে থাকিলেও কোন কবিরাজই কিন্তু এই রোগের চিকিৎসাকালে সে সকল ঘৃতের নামও আর এখন মুখে আনেন না। সুতরাং দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, যে সকল ঘৃতের ব্যবহার আমি নিজে কখনও করি নাই বা ব্যবহার করিতে দেখি নাই, কিংবা কখন কোনও কবিরাজ যে ব্যবহার করিয়াছেন, ইহাও শুনি নাই, তখন আর সে সকল ঘৃতকাহিনী লিখিবার প্রয়োজন কি? অতঃপর আগামীবারে স্বরভেদ রোগে ঘৃত প্রয়োগের বিষয় লিখিব। ক্রমশঃ—

কলিকাতা। } শ্রীপ্যারীমোহন সেন কবিরাজ।

প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ।

বিষদোষ।

(উদ্ধৃত।)

যত প্রকার প্রাণীর দংশনে বিষপীড়া জন্মে, তন্মধ্যে সর্পদংশনই যারপরনাই বিপদের বিষয়। বিষাক্ত সর্পের বিষ দ্রুতবেগে সর্ব্বশরীরে বিসৃত হইয়া, অত্যল্প কালমধ্যেই জীবন নষ্ট করিয়া থাকে। সর্পদংশনের অব্যর্থ কোন ঔষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রক্তের সহিত যাহাতে বিষের সংযোগ হইতে না পার, তাহার ব্যবস্থা করাই ইহার প্রধান চিকিৎসা। বিষাক্ত সর্পে দংশন করিবামাত্র, দষ্টস্থানের উপরে কাপড়ের পাইড়, মোটাসুতা বা দড়ি দিয়া যতদূর সহ্য হয় আঁটীয়া উত্তমরূপে বাঁধিয়া, ধারাল ছুরি বা অপর কোন অস্ত্রদ্বারা দষ্টস্থান চিরিয়া দিতে হয়। চিরিয়া দিলে রক্তের সহিত বিষ নির্গত হইয়া যায়। দষ্টস্থান উত্তমরূপে উত্তপ্ত লৌহ বা আগুন দিয়া পোড়াইয়া দিলেও বিষোপশম হয়।

অনেকে বলেন, ঈশার মূল সর্পদংশনের মহৌষধ। ইহার কচি পাতার রস পান করাইলে, ও ঘামুখে দিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। গোয়ালে লতার ডাঁটা ও পাতা ছেঁচিয়া দষ্টস্থানে কিছুক্ষণ দিয়া রাখিলে সর্পবিষ নষ্ট হয়। দশবাই-চণ্ডী ফুলের শিকড় উত্তমরূপে জল দিয়া বাটীয়া, সর্পদষ্ট ব্যক্তির কোন স্থান কাটিয়া তথায় লাগাইয়া দিবে। রক্তের সহিত ইহার সংযোগ হইলেই দেহস্থ বিষ জলাকারে দষ্টস্থান দিয়া নির্গত হইয়া যায়। হাতীশুঁড়ার মূল বা আফুলা বেলের শিকড় ২॥০ টা গোলমরিচ দিয়া জলে বাটীয়া খাওয়াইলে সর্পবিষ নষ্ট হয়।

সর্পদংশনের ন্যায়, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুক্কুরের দংশনও অত্যন্ত ভয়ানক। ইহাদের দংশনজনিত বিষ শরীর হইতে শীঘ্র নির্গত না হইলে, জর, প্রলাপ ও

জলত্রাসাদি নানাপ্রকার উপসর্গ উপস্থিত হয়; এবং পরিশেষে রোগী দংশক জীবের ন্যায় পুনঃ পুনঃ শব্দ করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্ষিপ্ত কুক্কুরাদিতে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ দষ্টস্থান পূর্ব্বোক্তরূপে চিরিয়া ও পোড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। অনেকের মতে কাটা ও পোড়ান অপেক্ষা দষ্টস্থানে উত্তমরূপে কষ্টিক্ (ডাক্তারি ঔষধ বিশেষ) ঘসিয়া দিলে, অতি সূক্ষ্মস্থল সকলও পুড়িয়া যাইতে পারে।

ইক্ষুগুড়, সর্ষপতৈল ও আকন্দের আটা একত্রে পেষণ করিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলে, ক্ষিপ্ত শৃগাল ও কুক্কুরাদির দংশনজনিত বিষপীড়া নিবারণ হয়। ঘোড়া কেন্নো ২।৩ রতি, সাতটা গোলমরিচের সহিত গঙ্গাজলে পিশিয়া খাইলে কুক্কুরাদির দংশন বিষ নষ্ট হয়। প্রত্যহ ধূতুরার শিকড় ২।১ রতি পরিমাণে খাইলেও উপকার হয়। আফুলা কুক্সিমার শিকড় ও ৩টী আকন্দপাতা একুশটী গোলমরিচ সহ বাটীয়া খাইলে, কুক্কুরবিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোল্তা, মৌমাছি প্রভৃতির দংশনেও মহাযন্ত্রণা হয়। ইহাদের দংশন স্থানে পুনঃ পুনঃ তার্পিনতৈল, মুথাঘাসের রস, কালাকচুর আটা বা পিয়াজের রস,—যাহা পাওয়া যায়, লইয়া মাখাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়। হিং জলে গুলিয়া, বা পাথুরে কয়লা জলে ঘসিয়া, অথবা তেঁতুল বীজের শাস হুকার জলে বাটীয়া লাগাইয়া দিলেও সত্বর জ্বালা নিবারণ হয়।

আমরুল বাটীয়া খাইলে ছুঁচার বিষ যায়। দারুহরিদ্রা পিশিয়া দংশনস্থানে লেপন করিলে দন্তবিষ নিবারণ হয়। মাধবীলতার শিকড় জল দিয়া বাটীয়া, অথবা কাঁচা হরিদ্রা দুগ্ধে বাটীয়া গাত্রে মাখাইলে গরল ভাল হয়। মাকড়সার গরলে কাঁচকলার আটা প্রত্যহ ৩।৪ বার করিয়া ২।৩ দিন লাগাইলে বিশেষ উপকার হয়।

খাদ্যদ্রব্যের সহিত বা অন্য কোন প্রকারে বিষ কাহারও উদরস্থ হইলে, তৎক্ষণাৎ তাহাকে বমন করান উচিত; গরম জল আধপোয়া ও লবণ ১ তোলা একত্র মিশাইয়া খাওয়াইলে সত্বর অক্লেশে বমন থাকে।

ঘরকান্নাশীল গৃহস্থের বিপদ পদে পদে। সুতরাং এসকল প্রত্যক্ষফলপ্রদ, নানাবিধ বিষনাশক মুষ্টিযোগ ঔষধের প্রতি সকলেরই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কেননা প্রবন্ধটী প্রকৃতই হৃদ্যমুদ্দ উৎকৃষ্ট হইয়াছে। চি, স, স।

ভারতবাসী জাগরিত, না নিদ্রিত?

ভারতবাসী জাগরিত না প্রকৃতই নিদ্রিত? এ দারুণ সন্দেহটী অনেক দিন হইতেই অন্তঃকরণে আসিয়া বিষম যাতনা প্রদান করিতেছে। যখন দেখি;—প্রায় ত্রিশকোটীরও অধিক লোক দলে দলে গাড়ী পাল্কী করিয়া মহান্ কোলাহলে ভারতভূমি তোলপাড় করিতেছে; তখন ভাবি;—ভারতবাসী সকলেই সজাগ অবস্থায় দিনযাপন করিতেছে, কিন্তু যখন কার্য্যকালে কাহাকেও ডাকিতে যাই, তখন দেখি যে, শত চীৎকারেও কেহই টু-শব্দটিও করে না, যখন প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট গিয়া ও তাহাকে স্পর্শ করিয়া কোনরূপ সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, কোনমতেই চৈতন্য আইসে না, তখনই মনে হয়, বুঝি ভারতবাসী জাগরিত নয়, সত্য সত্যই ঘোর নিদ্রায় অভিভূত। ফলকথা, প্রায় এই ত্রিশকোটী ভারতবাসী যে যথার্থই নিদ্রিত হইয়াছেন, ইহার স্থির-সিদ্ধান্ত অনেক রকমেই করা যাইতে পারে।

কেন যে ভারতবাসী নিশ্চয়ই ঘুমাইয়াছেন, তাহা সম্যক্ বুঝিবার পক্ষে কারণ বিস্তর থাকিলেও আজ্ কিন্তু আমরা চিকিৎসা-সম্মিলনীর পাঠকগণকে নিয়ে একটীমাত্র দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিব। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে যে সকল পুণ্যকর্ম্মা ঋষি জন্মগ্রহণ করিয়া ঔষধাদির প্রচারে যেরূপ অসাধারণ নৈপুণ্য ও কল্পনাতীত জ্ঞানগরিমার আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, সত্য বলিতে কি, তেমন গভীর অলৌকিক জ্ঞান এ জগতে অদ্যাপি আর কোথাও প্রকাশ হয় নাই। সুতরাং ভারতবাসী যখন সেই আর্য্যঋষি কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত নির্ম্মল সংশয়-রহিত জ্ঞানরাশিকেও পদাঘাত করিয়া আজ বিদেশীয় অসম্পূর্ণ জ্ঞানের সেবা করিতেছে, তখন সে জাতিকে নিদ্রিত না বলিয়া আর বলিব কি? সহৃদয়মাত্রে আশা করিয়া থাকে যে, প্রাচ্যশিক্ষায় বিভূষিত মহাত্মগণ প্রতীচ্য শিক্ষার গৃহগুলি আরও সমধিক উন্নত করিবেন, আর্য্য-ঋষিকুলের সূক্ষ্মতত্ত্বের বিস্তৃতি সাধন করিবেন, কিন্তু তাহা না করিয়া যখন তাঁহারাই একবারে প্রতীচ্য শিক্ষায় বধির হইয়াছেন তখন ভারত নিদ্রিত না বলিয়া ক্ষান্ত হইতে পারি না। সকলেই জানেন অশ্মরী অর্থাৎ পাথুরী একটা অতীব ভয়ানক রোগ। নানাকারণে ইহা একবার প্রস্রাবদ্বারে জন্মাইলে প্রস্রাব রোধ বা সরুধারে অল্প অল্প প্রস্রাবের সহিত টন্‌টনানি ও ভয়ানক প্রাণান্তকারী যন্ত্রণা প্রভৃতিদ্বারা মানুষ এতই অধীর হইয়া পড়ে যে, তখন মানুষ যায় যায় হইয়া উঠে। সুতরাং এই অবস্থায় অধুনাতন ডাক্তারেরা হয় শলাকা প্রয়োগ, নয় ত অস্ত্রোপচারদ্বারা পাথুরী বাহির করিয়া তবে সে সময়ের জন্য রোগীর জীবন রক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আর্য্য ঋষিগণ

সেই সেই স্থলে কেবলমাত্র কতকগুলি গাছগাছড়ার দ্বারাই বিনা ক্লেশে পাথুরী বাহির করিয়া দিতেন। সংপ্রতি আমাদের চিকিৎসাধীনে ঐরূপ একটী রোগীর ঐরূপ সামান্য চিকিৎসায় পাথুরী বাহির হইয়া রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়াতে সেই পাথুরীগুলি কলিকাতার সুবিখ্যাত ইণ্ডিয়ান্‌মিরার সম্পাদক স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়া নিরতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া স্বীয় ইণ্ডিয়ান-মিরার পত্রের সম্পাদকীয় স্তম্ভে সেই পাথুরীর প্রতিকৃতি অর্থাৎ ছবিসহ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, অগ্রে পাঠকগণ তাহাই পড়ুনঃ—

A WONDERFUL CURE OF STONE DSEASE BY THE KAVIRAJI SYSTEM.

KAVIRAJ AVINAS CHUNDRA KAVIRATNA, the well-known Ayurvedic physician of this city' has lately cured a stone-disease which baffled all attempts of both the Allopathic and Homœopathic practitioners of the day.

The name of the patient is Rughubur Singh. He is a Brahmin by caste, and is fifty-two years of age. His native place is Diskari Pusha in the District of Durbhanga.

The patient had been suffering for nearly the last twelve years. At times his sufferings were excruciating. At times there was an entire stoppage of urine. On such occasions, the Surgeon's catheter alone would relieve him. Allopathic treatment, pursued systematically for years, having failed to produce even a temporary alleviation of suffering, Homœopathy was tried. That system of medicine also failed to give him any relief. The disease, as diagnosed by practitioners of both systems of medicine, was stone or *calculas*. A few months ago Allopathic physicians had recommended a surgical operation as the only means of saving the patient's life. The patient, however, had a decided objection to try an operation. He next placed himself under the medical treatment of Kaviraj Avinas Chunder. The Kaviraj, accepting the diagnosis to be correct, prescribed the celebrated *Puncha Trina Pachana*, and decoction of *Varunacchala* and *Promeha Mihir* oil. After eight days, five well-formed and large pieces of *calculi* came out without any pain, and besides these, there were several small pieces of *calculi* that came out. However, the five large pieces were brought to us, and having seen them, we cannot help wondering how such large pieces were expelled from the system without any pain or operation.

We give below the exact impressions of those pieces of stones :—

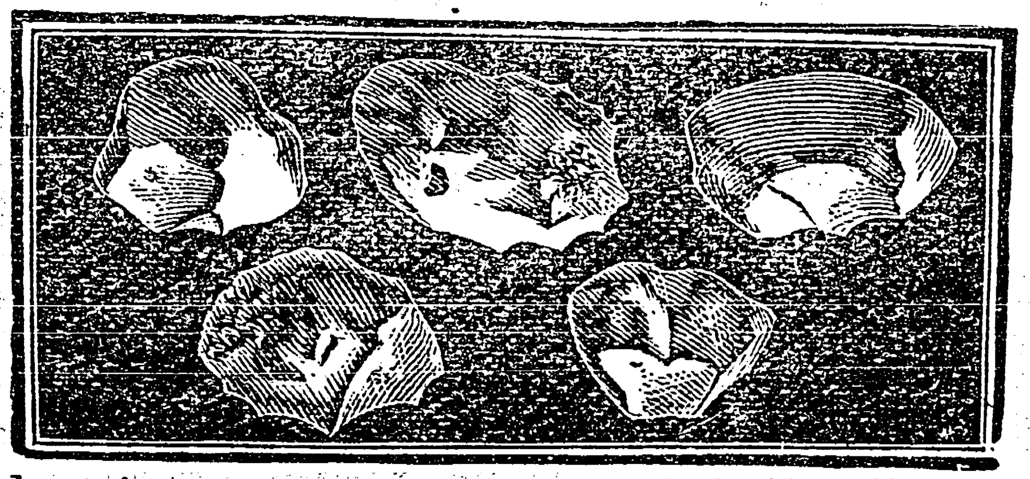

We are almost lost in amazement when we consider how great was the omniscience of the great *Rishis* who discovered all these medicines, not so much by experiments, as with the aid of *Yoga*. However. Kaviraj Avinas Chunder may be congratulated for his devotion for the revival of the Ayurvedic system of medicine.

Those who may feel a curiosity to see the stones, can do so at Kaviraj Avinas Chunder Kaviratna's place No. 200, Cornwallis Street, Calcutta.

কবিরাজীমতে পাথুরিরোগের আশ্চর্য্য আরোগ্য।

"এই সহরের সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্প্রতি একটী পাথুরিরোগ আরাম করিয়াছেন, যাহা আজ্ কালকার এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথিক্ উভয় চিকিৎসকেরা আরোগ্য করিতে পারেন নাই।

রোগীর নাম রঘুবর সিং, জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়স ৫২ বৎসর এবং নিবাস দ্বারভাঙ্গা জেলার অন্তর্গত দিশ্‌কারীপুষা গ্রামে।

প্রায় গত বারবৎসর যাবৎ রোগী এই রোগভোগ করিতেছে। সময়ে সময়ে তাহার যাতনা অত্যন্ত হইত। সময়ে সময়ে তাহার প্রস্রাব একেবারে বন্ধ থাকিত। ডাক্তারের ক্যাথিটার কেবল এরূপ অবস্থায় তাঁহার উপকারে আসিত। দীর্ঘকালাবধি এলোপ্যাথিক্ চিকিৎসায় কোন উপকার না হওয়াতে হোমিওপ্যাথিক্ চিকিৎসা আরম্ভ হইল। কিন্তু তাহাতেও কোন উপকার হইল না। এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি উভয় ডাক্তারেরা রোগকে পাথুরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিল। কয়েক মাস গত হইল, অস্ত্রচিকিৎসা না করিলে রোগীর জীবনরক্ষা ভার—এলোপ্যাথিক্ ডাক্তারেরা এইরূপ বলিল। কিন্তু রোগী কোনমতেই অস্ত্রচিকিৎসায় সম্মত হইল না। পরে রোগী কবিরাজ অবিনাশচন্দ্রের চিকিৎসার উপর আপনাকে নির্ভর করিল। কবিরাজও রোগকে পাথুরি বলিয়া নির্দ্দেশ করিল এবং পঞ্চতৃণ পাচন, বরুণছালের ক্বাথ এবং প্রমেহমিহির তৈল এই তিনটী ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন। আটদিন পরে পাঁচটী বড় বড় পাথুরি বিনা কষ্টে বাহির হইয়া পড়িল এবং অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথুরিও বহির্গত হইল। বড় বড় পাঁচটী পাথুরি আমাদের নিকট আনীত হইয়াছিল এবং আমরা তাহা দেখিয়া অবাক্ হইলাম যে, এত বড় পাথুরি কি প্রকারে বিনা কষ্টে বা বিনা অস্ত্রে বহির্গত হইল।

নিম্নে পাথুরিগুলির যথাযথ প্রতিকৃতি দেওয়া গেল।

যখন সেই মহর্ষিগণের সর্ব্বজ্ঞতার বিষয় বিবেচনা করা যায় এবং তাঁহারা বিনা পরীক্ষায় কেবলমাত্র যোগবলে কিরূপে এই সকল ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছিলেন মনে করা যায়, তখন আমরা বিস্ময়ে আত্মহারা হই। যাহা হউক্, কবিরাজ অবিনাশচন্দ্রের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধারের কৃতসঙ্কল্পতা দেখিয়া আমরা অতীব আহ্লাদিত হইয়াছি।

যাঁহারা উপরোক্ত পাথুরিগুলিন দেখিতে চান, তাঁহারা ২০০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা, কবিরাজ অবিনাশচন্দ্রের ঠিকানায় উহা দেখিতে পাইবেন।"

পাঠক! মনে করিবেন না যে, আমি নিজে এইরূপ দুঃসাধ্য রোগ আরোগ্য করিয়াছি বলিয়াই আমার খুব্ গৌরব বা আস্পর্দ্ধা হইয়াছে। তবে ঋষিদিগের উপদেশ অনুবর্ত্তন করিয়া যে অপূর্ব্ব ফললাভ করিয়াছি, তাহাতে ঋষিদিগের মহামহিমতার কীর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারি না। যদি আধুনিক কৃতবিদ্য ডাক্তার ও মহাত্মগণ ঋষিদিগের গাছগাছড়া পরীক্ষা করেন, তাহা হইলে কালে আয়ুর্ব্বেদ যে সমস্ত জগৎকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করে, ইহাই আমার ইচ্ছা। সম্পাদক।

বর্ষাকাল।
বড়ই ভয়ানক কাল।

সাধারণতঃ শীত গ্রীষ্মাদি ছয় ঋতুর মধ্যে বর্ষাঋতুটী যে অতীব রোগোৎপাদক, তাহা বোধহয় আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা সকলেই অবগত আছেন। কেননা এই সময়ে কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, সকলেই অম্ল, পেটের দোষ ও জ্বর আদি নানাবিধ রোগাক্রান্ত হইয়া প্রায়ই কষ্ট পাইয়া থাকেন। বিশেষতঃ বালকবৃন্দ ও বৃদ্ধ মহাশয়েরা লোভপরতন্ত্র হইয়া আহারীয় অত্যাচারে অগ্রেই উদরাময়াক্রান্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং বর্ষাঋতুতে রোগোৎপাদকতা সর্ব্বজন-স্বীকার্য্য। কিন্তু শীত গ্রীষ্মাদি অন্যান্য ঋতু অপেক্ষা বর্ষাঋতু কি জন্য কি কি কারণ আশ্রয় করিয়া যে এরূপ রোগজনক হয়, ইহা অবশ্য সাধারণের জিজ্ঞাস্য বিষয় বটে, সুতরাং অদ্য তৎসম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করাই এ প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

জানি না, এ অনভিজ্ঞলেখনী-প্রসূত প্রবন্ধ, সম্পাদক মহাশয়ের অনুগ্রহাকর্ষণে সমর্থ হইবে কি না? জানি না, মহা মহা লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়দের সুপকলেখনীসম্প্রসূত ও পরিচালিত চিকিৎসা-সম্মিলনীতে কথঞ্চিৎ স্থান পাইব কি না? স্থান পাই আর নাই পাই, এ প্রবন্ধ সম্পাদকের অনুগ্রহাকর্ষণে সমর্থ হউক আর নাই হউক, যখন লিখিতে বসিয়াছি, তখন কিঞ্চিৎ লিখিতেছি।

বাহ্যজগৎ যেমন চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু এই ত্রিবিধ মহৎ পদার্থে অনুক্ষণ পরিচালিত ও পরিরক্ষিত; আমাদের দেহরূপ জগৎ, তদ্রূপ কফ, পিত্ত ও বায়ু এই ত্রিবিধ মহৎ পদার্থে অনুক্ষণ পরিচালিত ও পরিরক্ষিত। চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুর প্রবলতা, অল্পতা, সমতা বা বিষমতাপ্রযুক্ত বাহ্যজগতে যেরূপ নানা বিধ বিপ্লব সঙ্ঘটিত হয়, আমাদের এই দেহাভ্যন্তরস্থ দোষত্রয়ের অর্থাৎ শ্লেষ্মা, পিত্ত ও বায়ুর প্রবলতা, অল্পতা, সমতা বা বিষমতা নিবন্ধন দেহজগতে সেইরূপ বহুবিধ বিপ্লব উপস্থিত হয়। সুতরাং দোষত্রয়ের সমতা এবং বিষমতা প্রবলতা বা অল্পতাই আমাদের শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতার প্রধান কারণ। কিন্তু কেবল যে, দোষত্রয়েই আমাদের শারীরিক সুখ দুঃখ একান্ত সংস্থাপিত তাহাও বলা যায় না, কেননা, এদিকে দোষত্রয়ের সহিত শরীরের যেরূপ অভিন্ন সম্বন্ধ, শারীরিক অগ্নির অর্থাৎ জঠরাগ্নির সহিত উক্ত দোষত্রয়েরও শরীরের সেইরূপ অচ্ছিন্নসম্বন্ধ। শারীরিক স্বাস্থ্য, অস্বাস্থ্য, বল, বর্ণ, উপচয়, অনুপচয়, প্রভৃতি সম্পাদনের, প্রধান উপাদানই অগ্নি। মনুষ্য জীবনই একরূপ অগ্ন্যায়ত্ত, অগ্নি না থাকিলে জীবন্ থাকিতে পারে না, শাস্ত্রে এইরূপ কথিত আছে।

কদর্য্য বর্ষাকালে এই প্রাণোপম অগ্নি ও দোষত্রয় নানাকারণে যুগপৎ কুপিত হইয়া বহুবিধ রোগোৎপত্তির কারণ হইয়া উঠে। মহর্ষি চরক উক্ত দোষত্রয় ও অগ্নির প্রকোপসম্বন্ধে যে কয়েকটী কারণ দর্শাইয়াছেন, সে কয়েকটী বিশেষ মনোরম, জ্ঞাতব্য ও উল্লেখযোগ্য হওয়ায় পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য লিখিত প্রবন্ধে উল্লেখ করা গেল।

যথা——ভূবাষ্পান্মেঘনিঃস্যন্দ্যাৎপাকাদম্লাজ্জলস্য চ।
বর্ষাস্বগ্নিবলে হীনে, কুপ্যন্তি পবনাদয়ঃ॥

অর্থাৎ বর্ষাকালে ভূবাষ্প, মেঘের বর্ষণ ও জলাদির অম্ল বিপাক এই ত্রিবিধ-কারণে স্বভাবতই দোষসমূহ কুপিত হইয়া অগ্নির পরিপাকশক্তি নষ্ট করে। সুতরাং অগ্ন্যল্পতাহেতু দৈনন্দিন ভুক্ত দ্রব্যসমূহ অজীর্ণে পরিণত ও আমরসের সঞ্চায়ক হয়। পরে ক্রমবিবর্দ্ধিত ক্লেদক আমরসের অভিবৃদ্ধিতে শারীরিক দোষ, ধাতু ও মলাদি ক্রমশঃ ক্লিন্ন ও আমরসাচ্ছন্ন হইয়া জ্বর, অতিসার, অজীর্ণ, অনুৎসাহ, অঙ্গমর্দ্দ, আমাশয় ও অম্লপিত্ত প্রভৃতি নানাবিধ শারীরিক ও মানসিক পীড়াসমূহের উৎপাদক হয়। বিশেষতঃ অগ্নিমন্দতা নিবন্ধন, বর্ষাঋতুতে উদরাময়াদির যেরূপ প্রাবল্য অন্য শরদাদি কোন ঋতুতেই সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব বর্ষাঋতুতে শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখিতে হইলে বা শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিতে হইলে, জরণ ও জীবনীশক্তির পরমোপাদান অগ্নির উপর বিশেষরূপ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ধাতু পরম্পরায় একটু খানি চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই সপ্তধাতু সমষ্টি দেহে অগ্নিই একমাত্র সকল ধাতুর উৎপাদক, পোষক, বর্দ্ধক ও সর্ব্বসৌন্দর্য্যবিধায়ক। সপ্তধাতুই অগ্নি মুখাপেক্ষী। বিনা অগ্নি সাহায্যে সকল ধাতুই বিপন্ন হইয়া পড়ে, বিশেষতঃ রস ধাতু যে ধাতু সপ্তধাতুর প্রথম ধাতু, সেই রসধাতু সকল ধাতু অপেক্ষা একান্ত অগ্নি মুখাপেক্ষী। অগ্নির পাচকতাশক্তির হ্রাস হইলে, শরীরে বিশুদ্ধ

রসধাতু আদৌ জন্মিতে পারে না, সুতরাং বিশুদ্ধ রসধাতুর সাহায্যাভাবে পর পর রক্তাদি ধাতুসমূহ ক্রমশঃ ক্ষীণ, মলিন, দুর্ব্বল ও পরস্পর পরস্পরের পোষকতায় অক্ষম হইয়া পড়ে। অনল মুখাপেক্ষী অন্নরসের অপাকতা নিবন্ধন উত্তরোত্তর আমরসের বৃদ্ধি হইতে থাকে (অপক্ক অন্নরসই আমরস বলিয়া কথিত) আমরসে না হইতে পারে এখন রোগ নাই, তাই শাস্ত্রেও কথিত আছে যে, "ব্যাধীনামাশ্রয়োহ্যেষ আমসংজ্ঞোহতি দারুণঃ।" অর্থাৎ আমরস সকল ব্যাধির আশ্রয়স্বরূপ। বর্ষাকালে এই আমাতিবাহুল্যেই রোগ প্রাবল্য ঘটিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

ক্রমশঃ—
শ্রীঃ——

মূল্যপ্রাপ্তি।

শ্রীযুক্ত রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেববাহাদুর	শোভাবাজার রাজবাটী	কলিকাতা	১২৲
" রায় সাহেব ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায়	বড়লাট সাহেবের বাটী	কলিকাতা	১৪৲
" বাবু ধীরকৃষ্ণ সরকার	ঐ প্রাইভেট্ সেক্রেটারী আফিস	কলিকাতা	৩৲
" " মন্মথনাথ ঘোষ	ঐ	কলিকাতা	৩৲
" " কেদারনাথ ঘোষ	লায়েল মার্সের কোং আফিস	কলিকাতা	১৬৲
" " মন্মথনাথ মৈত্র বনহুগলী	সীতারাম ঘোষের ষ্ট্রীট্	কলিকাতা	৩৲
" " লক্ষ্মীচাঁদ	ক্যানিং ষ্ট্রীট্	কলিকাতা	৩৲
" " গোপালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	বেলঘরিয়া	২৪ পরগনা	৩৲
" ডাক্তার সূর্য্যনারায়ণ সর্ব্বাধিকারী	কাল্না	বর্দ্ধমান	৩।৶০
" ডাক্তার তারাদাস ভট্টাচার্য্য	রাজহস্পিটাল	কালনা	২৲
" ডাক্তার ভুবনচন্দ্র দে এল, এম্, এস্,	মধুপুর, কাটোয়া	বর্দ্ধমান	১০৲
" ডাক্তার নিরাপদ পুরকাইত	কুলপী	২৪ পরগনা	২॥০
" " অন্নদাপ্রসাদ দেব	সব্‌ইন্‌স্পেক্টার পুলিশথানা কুলভী	২৪ পরগনা	৩।৶০
" " শ্রীনাথ দাস	গোলাঘাট	আসাম	৪॥০
" " বহুবল্লভ ঘোষ	টীকরবেতা ভায়া	পানাগড়	৫৲
" " অবিনাশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়	শোভারাম বসাকের লেন	কলিকাতা	২।৶০
" " নটবর মিত্র	ফরেষ্টর বামনঘাটা, ভাঙ্গোড়	২৪ পরগনা	২।৶০
" " ডাক্তার নগেন্দ্রনাথ দত্ত	সাঁকতড়িয়া	বরাকর	১৩।০

ক্রমশঃ——

গ্রাহকবর্গের প্রতি।

যে কারণেই হউক্, চিকিৎসা-সম্মিলনীর অনিয়মিত প্রকাশ জন্য যে সকল গ্রাহক দুঃখিত হইয়া মূল্য প্রদান সম্বন্ধে ঔদাস্য করিয়া আসিয়াছেন। আশা করি যে, এখন হইতে সম্মিলনীকে যথানিয়মে বাহির হইতে দেখিয়া তাঁহারা অচিরাৎই স্ব স্ব দেয় বার্ষিক মূল্য পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। মূল্য আদায়ের জন্য আর স্বতন্ত্র তাগাদাপত্র পাঠাইয়া আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, ইহাই প্রার্থনীয়।

শ্রীপ্যারীমোহন সেন ম্যানেজার।

কুন্তলীন।

কেশের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও শ্রীসম্পাদনকারী মনোহর সুগন্ধি তৈল।

কুন্তলীন সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ; সুবাসিত কেশতৈলাদির অনুকরণে প্রস্তুত হয় নাই। তৈলের শোধন, দুর্গন্ধবিমোচন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় কেশ-পোষক দ্রব্যাদির দোষগুণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা এবং পর্য্যালোচনার পর ভদ্র-সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই অভিনব মনোহর-গন্ধ তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। কুন্তলীন যে মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের ব্যবহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত প্রশংসাপত্রে প্রতীয়মান হইবে।

কুন্তলীনের প্রশংসাপত্র।

সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "কুন্তলীন তৈল আমরা দুই মাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু বলেন, "আমার বাটীর স্ত্রীলোকেরা কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ইহার সুগন্ধ অতি প্রীতিকর এবং ইহার ব্যবহারে মস্তক যেমন শীতল থাকে, কেশও তেমনি শোভাসম্পন্ন হয়।"

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী কাস্তগিরী বি, এ, মহারাণী মহীশুরের বালিকাবিদ্যা-লয়ের লেডী সুপারিটেণ্ডেণ্ট বলেন "আমি কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার গন্ধ অতি সুমিষ্ট এবং ইহা যে কেশবর্দ্ধনে সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, বি, এ, বলেন "আমি কিছুদিন হইল কুন্তলীন ব্যব-হার করিতেছি। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই দেখিলাম যে, একবার মাথায় ঘসিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে চুল বেশ হাল্কা থাকে, শীঘ্র আর চট্‌চটে হয় না। ইহার সুগন্ধ বেশ প্রীতিজনক।"

কটকের ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেশন জজ, শ্রীযুক্ত বি, এল্, গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তা বলেন "কুন্তলীন দেখিতে অতি পরিষ্কার এবং ইহার গন্ধ মৃদু ও বেশ প্রীতিকর। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায় মহা-শয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরলা রায় বলেন "আপনার কুন্তলীন তৈল ব্যবহার করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এতদিন আমি যে সকল তৈল ব্যবহার করিতাম, তদপেক্ষা ইহা অনেক পরিষ্কার এবং সুগন্ধদায়ক।"

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকামাত্র। ডাকে লইলে ১ বোতল ১৮০, বোতল ৩৲, ৪ বোতল ৫॥০ এবং ডজন ১৫॥০ টাকা।

প্রস্তুতকারক এইচ, বসু,
২৪ নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের

আয়ুর্ব্বেদীয়-ঔষধালয়।

২০০নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রিট্, শিমূলা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে সর্ব্বপ্রকার রোগের সর্ব্ববিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ও মোদকাদি, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি আদি অতীব সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

যে কোন রোগী বা তাঁহার আত্মীয় মফঃস্বল হইতে রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে তৎক্ষণাৎ ভ্যালুপেবল ডাকে ঔষধ কিম্বা কেবল ব্যবস্থাপত্র পাঠান হইয়া থাকে। (বিলম্বে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার পত্র পৌঁছে নাই) কেবল ঔষধের জন্য পত্র লিখিতে হইলে তৎসঙ্গে রোগেরও অবস্থা সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে ভারতীয় এবং ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রদেশস্থ যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে নমুনাস্বরূপ নিম্নে একখানিমাত্র ইংরাজীপত্রের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

হিন্দুকুলগৌরব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি, এল, সি, এস, আই মহোদয় কি লিখিয়াছেন তাহা পড়ুনঃ—

আমি কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে বহুবর্ষাবধি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি একজন অতি উচ্চদরের চিকিৎসক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার যশ এতদ্দেশে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছে, এমন কি ঐ যশ মহাসমুদ্র পার হইয়া ইয়োরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যেহেতু কবিরত্নের প্রচারিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাসম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বড় বড় পণ্ডিত ও ডাক্তার দ্বারা আদৃত হইয়াছে।

আমি আমার ও নিজ পারিবারিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক স্থলেই কবিরাজ মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছি। এক সময়ে আমার একটী আত্মীয় গুরুতর নূতন বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কিছু দিন শয্যাশায়ী থাকেন, কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত তৈল ও ঘৃতাদি ব্যবহারে তাঁহার ঐ রোগ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হইয়াছিল।

কবিরাজ মহাশয় যে মহামাষ তৈল, ছাগলাদি ঘৃত এবং অন্যান্য তৈল ও ঘৃত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে সকল তাঁহার নিজের পরিদর্শনে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত ঔষধ যে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও আশ্চর্য্য ফল-প্রদ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই করা যাইতে পারে না।

আমি নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, যাঁহারা কবিরাজ মহাশয়কে জানেন এবং যাহাঁরা তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টাতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে তাহা নহে, পরন্তু ইহার বিলুপ্ত অংশেরও পুনরুদ্ধার হইবে।”

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

১০ম বৎসর, ১০ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

মাসিক-পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম, এ, বি, এল,

জমীদার মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা

মুদ্রিত।

প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।/০ আনা মাত্র।

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।
দেশীয়-স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে রূপ যৌবন (উপসংহার)			৪৭
ঐ ধনোপার্জ্জনের অন্যান্য পন্থা			৪৮
শুক্তানি বা শুক্ত	...	...	৫০
বর্ষাকাল ...	...	...	৫৩
অভাবনীয় আরোগ্যে অসীম সাহস চাই (কবিরাজী)			৫৪
পাদচতুষ্টয় (কবিরাজ, ঔষধ, রোগী ও পরিচারক) ঐ			৬০
ফ্যাটীটিউমার	(ডাক্তারী)	...	৬২
চ্যবনপ্রাশ আর নাই	(বৈদ্যক)	...	৬৫
প্রবাহিকা	ঐ	...	৭১
তুতিয়া	(ডাক্তারী)	...	৭৫
দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ	(বৈদ্যক)	...	৭৮

বিজ্ঞাপন।

ডাক্তার পুলিনচন্দ্র সান্যাল এম্, বি, প্রণীত

চিকিৎসা-কল্পতরু।

প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থভাগের ছাপা শেষ হইয়া সমগ্র পুস্তক চারিখণ্ডে সহস্রাধিক পৃষ্ঠায় শেষ হইয়াছে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ১৷০ পাঁচসিকা। মেডিকেলস্কুলের ছাত্র, পল্লিগ্রামের ডাক্তার ও গৃহস্থের উপযোগী অতি উৎকৃষ্ট এবং সুবিস্তৃত প্রাক্‌টীস্ অব্ মেডিসিন। যদি ঘরে বসে ভাল ডাক্তার হইতে চাও এবং ডাক্তার হইয়া সুচিকিৎসক হইতে চাও, তবে চিকিৎসা-কল্পতরু পাঠ কর।

কলিকাতা ২০১ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের পুস্তকের দোকানে পাইবেন।

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে রূপ ও যৌবন।

(উপসংহার।)

অযথা-শুক্রস্খলন, দুশ্চিন্তা ও অনাহার, এই তিনটী যে রূপ ও যৌবন-বিঘ্নক, ইহা বলা হইয়াছে। যেখানে অযথা বা অধিকমাত্রায় শুক্রস্খলন, যেখানেই দুশ্চিন্তায় জর জর এবং যেখানে অনাহারে শরীর ক্লিষ্ট, সেই সেই স্থলে রূপ ও যৌবন থাকা ত দূরের কথা, অপিচ প্রাণ লইয়াই তথায় টান পড়ে; সুতরাং যে জাতির অধিকাংশই বর্ত্তমানসময়ে দুবেলা দুমুটা অন্নের জন্য লালায়িত, সে জাতির রূপ বা যৌবন রক্ষার কথা অধিক আর লিখিব কি?

অযথা শুক্রচালন, দুশ্চিন্তা ও পুষ্টিকর আহারাভাবে স্বাস্থ্যরূপ স্বর্গীয়-উদ্যানে আর রূপ ও যৌবনরূপ কুসুম প্রস্ফুটিত হইতে পায় না। রূপ ও যৌবন স্বাস্থ্যের বিকাশ মাত্র। এক্ষণে আমরা স্বাস্থ্যের আদর্শ হইতে দিন দিন যে রূপ নিম্নে পতিত হইতেছি, তাহাতে রূপ ও যৌবন যে এ ক্ষেত্রে আর কাহারও ভাগ্যে উপভোগ হইবে, এরূপ বোধ হয় না। আমাদের শিক্ষা-প্রণালী, আমাদের বৃত্তিবিধান, আমাদের সমাজসংস্থাপন এক্ষণে বিপরীত-ভাবে অবস্থিত হওয়াতে এক বিষয়-বৈভব-লালসায় আমরা স্বাস্থ্যসুখে এক-বারেই জলাঞ্জলি দিতেছি। দেহের স্বর্গীয়স্বাস্থ্যের বিনিময়ে, রূপ ও যৌবনের বিনিময়ে, আমরা তুচ্ছ অর্থ ও মানপ্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিতে বসিয়াছি! অট্টালিকাকে স্থায়ী করিতে গিয়া যে জন অট্টালিকামধ্যে বাস করিবে, তাহার স্থায়িত্বলোপ করিতেছি! রূপবান্ বা রূপবতী হইবার জন্য লোকে কত লক্ষ লক্ষ টাকা বেশভূষা স্বর্ণ হীরা মণি মাণিক্যাদিতে ব্যয় করিতেছে, চিরযৌবনবিশিষ্ট হইবার জন্য লোকে কতই না চেষ্টা করিতেছে, চুলে কলপ দিতেছে, রৌপ্যনির্ম্মিত দন্তসকল ব্যবহার করিতেছে—চক্ষুষ্মান্ হইবার জন্য চস্‌মা ধারণ করিতেছে, রতিশক্তির স্থায়িত্বের জন্য অহিফেণাদি সেবন করি-তেছে—ক্ষুধার উত্তেজনার জন্য অথবা ঘৃত ক্ষীর প্রভৃতি অধিকপরিমাণে পরিপাকজন্য গাঁজা গুলি প্রভৃতি মাদকদ্রব্যের শরণাগত হইতেছে—অথবা বৈদ্যক ঔষধসকল সেবন করিতেছে, তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহারা বুঝে

না যে, রূপ ও যৌবন মণিমুক্তাদ্বারা ক্রীত হয় না। উহারা পরমপবিত্র পদার্থ—একমাত্র ধর্ম্ম ও সদাচারের বিনিময়েই লভ্য। অর্থবান্ হইলেই সুস্থ হওয়া যায় না, পরন্তু স্বাস্থ্যসুখ সদাচারের উপরই সম্যক্ নির্ভর করে।

শ্রীঃ—

দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন।
ধনোপার্জ্জনের অন্যান্য পন্থা।

যিনি স্থিরবুদ্ধিতে ও প্রশান্তচিত্তে মানবজাতির কর্ত্তব্য-রহস্য চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই স্বীকার করিবেন যে, মানবজাতির পক্ষে প্রাণ, ধন ও ধর্ম্ম এই তিনটী জিনিষ পরস্পর যেরূপ অভেদ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ, এমন আর কিছুই নহে। কেননা কালিদাসের শকুন্তলা বা সেক্সপীয়রের কবিতা কিম্বা ইতিহাসাদি না পড়িলে জীবন-যাত্রার ব্যাঘাত ঘটে না, মুচ্ছুদ্দী বা হাকিমীগিরীর অভাবেও দিন আটকায় না, ফলতঃ এমন কোন জিনিষই নাই, যাহার অভাবে মানুষের না চলে, কিন্তু প্রাণ, ধন ও ধর্ম্মের অভাবে মানুষের ক্ষণকালমাত্রও চলে না। সত্য বটে, হিন্দু-ধর্ম্মে অনেক স্থলে ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছেন, ধর্ম্মই মানবজীবনের মুখ্যব্রত বলিয়া তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ না থাকিলে সে ধর্ম্ম কিসের তরে বা কাহার জন্য? তাহা অতি অল্প লোকেই চিন্তা করিয়া থাকেন। সেইরূপ ধন না থাকিলেও প্রাণরক্ষা বা ধর্ম্মোপার্জ্জন করা যায় না। শাস্ত্র বলিয়াছেন যে, "ধন না থাকিলে পাপী হইতে হয়।" সুতরাং দেখা গেল যে, প্রাণ, ধন ও ধর্ম্ম এই তিনটীই মানবজাতির চরম লক্ষ্যস্থানীয়। এই তিনটীই অতীব প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রাণাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যে আর কিছুই নাই, ইহা সর্ব্ববাদী-সম্মত। যেহেতু নির্ধন বা অধার্ম্মিক ব্যক্তির কষ্টে সৃষ্টে কোন মতে দিন চলিতে পারে, কিন্তু প্রাণহীনের পক্ষে কিছুই সম্ভব নহে। শাস্ত্র এই জন্যই বলিয়াছেন,— "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" অর্থাৎ শরীর রক্ষাই প্রধান ধর্ম্মসাধন।

সেই প্রাণ কি জিনিষ, তাহা সর্ব্বপ্রথমেই বিশেষরূপে বলিয়া প্রাণের রক্ষাকর্ত্তা ধনের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিয়াছি। কৃষি ও পশুপালন

আদি চতুর্ব্বিধ ধনোপার্জ্জন পন্থার মধ্যে কোন্ পন্থা সহজ ও উৎকৃষ্ট এবং কোন্ পন্থাই বা সর্ব্ব নিকৃষ্ট, তাহাও তন্ন তন্নরূপে দেখাইয়াছি। পরিশেষে দাসত্বোপজীবীর ন্যায় মহাপাপের কার্য্য যে দ্বিতীয় নাই, তাহাও বিধিমতে পাঠকগণকে বুঝাইয়াছি! অতঃপর অন্য কোন্ উপায়ে ধনোপার্জ্জন হইতে পারে, তাহাই ক্রমশঃ দেখাইতেছি। চরক বলেন;—"কৃষি; পশুপালন, বাণিজ্য ও দাসত্ব এই চতুর্ব্বিধ ধনোপার্জ্জন পন্থা ব্যতিরেকে সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় ও পরের পীড়াজনক না হয়, এমন সকল কার্য্যদ্বারাও গ্রাসাচ্ছাদন যোগ্য ধনোপার্জ্জন করিবে," কিন্তু এস্থলে চরকের অভিপ্রায় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত না হইলেও একটু বিবেচনা করিলে বোঝা যায় যে, দালালি, মোক্তারী, ওকালতী, চিকিৎসাব্যবসায়, এবং যজমান শিষ্যাদি কার্য্য-দ্বারাও যৎকিঞ্চিৎ উপার্জ্জন করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

কেননা যেমন প্রাণ, ধন ও ধর্ম্ম এই তিনটীই মানবজাতির সর্ব্বপ্রধান আদরের জিনিষ ও প্রকৃতই লক্ষ্যস্থানীয়, তেমনি চিকিৎসক, ব্যবহারা-জীব (উকীল মোক্তার ব্যারিষ্টার) এবং ব্রাহ্মণ, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিই যথা-ক্রমে মানবজাতির সেই প্রাণ, ধন ও ধর্ম্মের রক্ষাকর্ত্তা। সকলেই জানেন চিকিৎসকের অভাবে প্রাণযাত্রা কোনমতেই নির্ব্বিঘ্নে চলিতে পারে না, পুত্রকলত্রাদি-পরিবেষ্টিত সংসারীর পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাণকে রক্ষার জন্য পদে পদেই চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়, এজন্য সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল সভ্য সমাজেই চিকিৎসককে গুরুর ন্যায় উচ্চাসন প্রদান করা হইয়া থাকে। সেইরূপ উকীল মোক্তারাদির পরামর্শ বা সাহায্য ভিন্নও ধন রক্ষা করা যায় না, এজন্য তাঁহারাও সমাজে বড় কম সম্মানের পাত্র নহেন। আর ধর্ম্ম ভিন্ন যখন প্রাণ ও ধনের অস্তিত্বই বজায় রাখা চলে না, তখন, সেই ধর্ম্মের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণজাতি যে সমাজের কতদূর উপকারী, সে কথা আর অধিক লেখাই বাহুল্য।

চিকিৎসক, ব্যবহারাজীব (উকীল আদি) ও ব্রাহ্মণ—এই তিন ব্যক্তিই মানবজাতির প্রকৃত রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া ইহাদের সহিত অর্থের সম্বন্ধ থাকা কোন মতেই উচিত নহে বলিয়া শাস্ত্রে কঠোর আদেশ নির্দ্দিষ্ট আছে। কেননা, যে চিকিৎসক অর্থলোলুপ, তাহাদ্বারা চিকিৎসা কার্য্য ভালরূপে সম্পন্ন হয় না, যে উকীল বা মোক্তার কেবল অর্থ লোভী, তাহা দ্বারা বিষয়

বৈভবাদি রক্ষার কার্য্য সুচারুরূপে চলে না, আর অর্থপিশাচ ব্রাহ্মণের ও ধর্ম্মরক্ষায় আদৌ কোন ক্ষমতাই নাই। সুতরাং সেই জন্যই এই ত্রিবিধ ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য এই যে, কেবলমাত্র উদরান্নের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যথার্থই শাকান্নভোজী হইয়া ব্রহ্মচারীর ন্যায় শুদ্ধ মানবগণের দুঃখ দূর করিবার জন্যই প্রতিনিয়ত প্রস্তুত থাকা কর্ত্তব্য। কিন্তু হায়! কালবশে বিধির বিড়ম্বনায় পূর্ব্বের ন্যায় আর সে চিকিৎসক, সে ব্যারিষ্টার বা উকীল মোক্তার বা সে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আর নাই। সেই দেবোপম পরহিত-রত প্রাণের রক্ষাকর্ত্তা চিকিৎসক এখন সাক্ষাৎ পিশাচপ্রকৃতি, এমন কি ধন-প্রাণনাশক হইয়া উঠিয়াছেন, সে ব্যারিষ্টার ও উকীল মোক্তারগণ এখন ভীষণ কালসর্পবৎ ভীতিব্যঞ্জক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। আর সেই ব্রাহ্মণ, যে ব্রাহ্মণের নামেই মস্তক অবনত করিতে হয়, তাঁহারাই এখন নর-পিশাচের সহোদর স্থানীয় হইয়া পড়িয়াছেন! ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

শুক্তানি বা শুক্ত।

সংবাদপত্রে অনেক রোগের ঔষধ প্রকাশ পায়, কিসে রোগ হয়, তাহারও একেবারে আলোচনা না হয়, এমন নহে; কিন্তু তাহা ডাক্তারীতে পর্য্যবসিত; স্বদেশের কথা বলিতে সহযোগীরা বড়ই অনভ্যস্ত। যাহা আমাদের নিত্য সম্পর্কিত, তাহার দোষাদোষের লক্ষ্য না করিয়া বাজে কথায়, চাটুবাক্যে পাঠকের মনোহরণ করিতেই অধিকে অভ্যস্ত; যে হউক, আমরা একটা বিষয়ের আলোচনা করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি।

ভোজনে অন্যান্য বহুসামগ্রী থাকিতে সর্ব্বাগ্রে শুক্তানি খাওয়া হয় কেন, এ বিষয়ে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। যখন এদেশের সর্ব্বত্রই অগ্রে শুক্তানি খাওয়ার নিয়ম আবহমান কাল হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তখন ইহার মধ্যে অবশ্যই কোন একটা উদ্দেশ্য আছে, স্বীকার করিতে হইবে। সেই উদ্দেশ্য কি দেখা যাউক।

আহারের পূর্ব্বে আদা লবণও তিক্ত খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। আদা লবণ এবং তিক্তপদার্থে পিত্তের প্রকোপ তিরোহিত হয়, একথা এদেশে সকলেই অবগত আছে। কিন্তু ঐ আদা লবণ ও তিক্ত খাইতে সকলের প্রবৃত্তি ও সুবিধা হয় না বলিয়াই শুক্তানির সৃষ্টি। অধিকাংশ স্থলেই শুক্তানিতে আদা লবণ ও তিক্ত থাকে বটে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধ কোন পদার্থ তৎসহ রাখা অভিপ্রেত নহে; এই হেতুতেই তাহাতে মরীচাদি দেওয়া নিষিদ্ধ। কোন কোন স্থলে পাটপাতাকে শুক্তাপাতা বলে, আমাদের বিবেচনায় ঐ শুক্তাপাতা প্রধান উপাদান হওয়া বশতই শুক্তানি নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কালক্রমে শুক্তানি হইতে শুক্তা বিদায় হইয়াছেন; তিতাতে সকলের রুচি হয় না, বোধ হয় ইহাই প্রধান কারণ। যে হউক, এখনও অনেক স্থলে শুক্তানিতে আদা লবণ দিবার নিয়ম আছে। আদা লবণই সর্ব্বাগ্রে ভোজন বিশেষ বিহিত। এবিষয়ে আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে আছে ঃ—

ভোজনাগ্রে সদাপথ্যং লবণার্দ্রক ভক্ষণং।
অগ্নিসন্দীপনং রুচ্যং জিহ্বাকণ্টবিশোধনং॥

আদা লবণ জিরা তেজপাত ধনীয়া ও রন্ধনী সজদ্বারা যে শুক্তানি পাক করা হয়, তাহা শুধু উপকারী নহে; তাহা অতিশয় সুস্বাদু হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঢাকা সহর হইতে পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণ—বোধ হয় বিক্রমপুরেও শুক্তানিতে ঐ সকল মশল্লার পরিবর্ত্তে শর্ষপ দিয়া একটা জঘন্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা হয়। ইহাতে শুক্তানির কোন উদ্দেশ্য যে রক্ষিত হয় তাহা ভাবিয়া পাওয়া কঠিন। মরীচের পরিবর্ত্তে মরীচের বাবা যে শর্ষপ দেওয়া হয়, উহা অতিশয় বিদাহী ও গুরুপাক। শর্ষপ ঘটিত ব্যঞ্জনে যে, পেটের পীড়া হয়, তাহা অনেকে অনুভব করিয়া থাকিবেন। যে শর্ষপ বাঁটা কিছুকাল শরীরে রাখিলে ফোস্কা পড়ে, তাহা যে উদরের পীড়া জন্মাইবে তাহাতে বিচিত্রতা কি? ভগবদ্গীতা প্রভৃতি শাস্ত্রেও ঈদৃশ বিদাহী পদার্থ ভক্ষণ নিষিদ্ধ। অগ্রে সর্ষপ ভক্ষণের যদি কোন বিধান থাকিত, তবে এতদঞ্চলেও যাহারা শর্ষপ ঘটিত মাছসিদ্ধ প্রভৃতি ব্যঞ্জন পরে ভক্ষণ করে, তাহারা তাহা করিত না। অতএব বোধ হয়, অগ্রে শর্ষপ ভক্ষণের অনুকুল কোন প্রমাণ কেহ দিতে পারিবেন না।

শর্ষপ মরীচ প্রভৃতি যে সকল পদার্থ শরীরের অপকারী, তাহা অগ্রে ভোজন করা ডাক্তারীমতেও অকর্ত্তব্য। যে হেতু, অগ্রে যাহা খাওয়া যায়, শরীরে তাহারই কার্য্য অধিকতররূপে হয়। আহারের পূর্ব্বে যে বিষ খাইলে

মৃত্যু উপস্থিত হয়, আহারের পরে তাহার ডবল বিষেও মৃত্যু হয় না। কারণ এই যে, পূর্ব্বে যাহা খাওয়া যায়, তাহা শরীরে শোষিত হয় কিন্তু শরীরের শোষণের ক্ষমতা যতদূর তাহা পূর্ণ হইলে, যাহা ভক্ষণ করা যায়, শরীর তাহা গ্রহণ না করিয়া বিষ্ঠাদিরূপে পরিত্যাগ করে। অতএব যাহা শরীরের বিশেষ প্রয়োজনীয়—যথা আদা লবণ ও তিক্তাদি ঔষধ এবং ঘৃতাদি বিশেষ উপাদেয় পদার্থ অগ্রে খাওয়া উচিত। শুক্তানিতে পাটপাতার তিক্ত দেওয়াই কর্ত্তব্য; যদি তিতা দেওয়ার অভিপ্রায় না হয়, তথাপি আদা অবশ্য দেওয়া সঙ্গত। আদার সঙ্গে উল্লিখিত জিরা তেজপাত ধনীয়া রন্ধনীসজদ্বারা শুক্তানি পাক করিলে তাহা এমন উপাদেয় হইবে, যাহা ভক্ষণ করিলে পূর্ব্ববঙ্গবাসীর নিশ্চয়ই শর্ষপের মস্তকে পাদাঘাত করিতে প্রবৃত্তি জন্মিবে। ঢাকার পশ্চিমাংশে ঐ প্রকারেই শুক্তানি পাক করা হয়। শুক্তানি মাছ তরকারীতে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পাকের নিয়ম কিন্তু মাছ তরকারী না ভাঙ্গিয়াও যাহা পাক করা হয়, তাহাকে শোকত বলে। জিরা তেজপাত না দিলেও চলে, কিন্তু আদা রন্ধনী অতি প্রয়োজনীয়। রন্ধনীসজের জন্য ব্যঞ্জনে ব্যবহার খুব কম; এজন্য বোধ হয়, কেবল শুক্তানি রন্ধনার্থই রন্ধনীর সৃষ্টি। স্বাস্থ্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক বলিয়াই, আজ আমরা শুক্তানিকে লইয়া লাড়াচাড়া করিলাম; এতদ্বারা পূর্ব্ববঙ্গবাসী পাঠকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। ঢাকাপ্রকাশ।

ভোজন-প্রিয় পাঠকগণের নিকট এই শুক্তানি বা শুক্ত-রহস্য নেহায়েৎ মন্দ লাগিবে না বলিয়াই আমরা এই শুক্ত-রহস্য তাঁহাদিগকে উপহার দিলাম। চি, স, স।

বর্ষাকাল।

বড়ই ভয়ানক কাল।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

—পণ্ডিত প্রবর মহামতি ধন্বন্তরি স্বপ্রকটিত সুশ্রুতসংহিতায় এই কালুষ্যময় বর্ষাকালের সর্ব্বরোগকারিতা সম্বন্ধে একমাত্র তৎসাময়িক কলুষিত জলকেই কারণসমূহের শীর্ষস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তদীয় বচন যথা—

কীটমূত্র পুরীষাণ্ড শবকোথ প্রদূষিতং।
তৃণপর্ণোৎকরযুতং কলুষং বিষসংযুতং।
যোঽবগাহেত বর্ষাসু পিবেদ্ বাপি নবং জলং
বাহ্যাভ্যন্তর রোগৈঃ স ক্ষিপ্রমেব বিপদ্যতে॥

অর্থাৎ বর্ষাকালে কীট ও বহুবিধ কীট ও পতঙ্গাদির মূত্র, পুরীষ ও অণ্ডাদি পূর্ণ, গলিত তৃণ পত্র ও উপলশর্করাদিযুক্ত, ঘোলা ও ভেক ভুজঙ্গাদির গরল মিশ্রিত নূতন জল, অবগাহনে বা পানে ব্যবহৃত হইলে মনুষ্য সকল শীঘ্রই বাহ্যরোগাদি দ্বারা, অর্থাৎ খোস্-পাঁচড়া, চুলকানি, ব্রণ ও কুষ্ঠাদি রোগদ্বারা, অভ্যন্তর রোগ, অর্থাৎ জ্বর, অতিসার, ক্রিমি, অজীর্ণ, উদর, পেটকাঁপা ইত্যাদি দ্বারা আক্রান্ত হয়।

বস্তুতই বর্ষাকালীন জল যে সর্ব্বাময়মূলক সে বিষয়ে অণুমাত্র ও সন্দেহ নাই। কলিকাতার পাঠকমহাশয়েরা বোধ হয় বর্ষাকালীন জলকালুষ্য ততদূর অনুভব করিতে পারিবেন না, যতদূর পল্লীগ্রামবাসী ও কলিকাতার বহিঃস্থানবাসীরা অনুভব করিবেন, কেননা আধুনিক ভারতাধিপের আনুকূল্যে তাঁহারা কলিকাতায় বসিয়া কালুষ্যবিহীন, নির্ম্মল, স্ফটিকোপম, কলকলায়িত, কল বিনিঃসৃত কিলালরাশিই ব্যবহার করিয়া থাকেন, কিন্তু মফঃস্বলবাসীদের "গতি নাই গোবিন্দ বিনে" তাঁহাদিগকে এই অহৃদ্য পঙ্কিল ঘোলা জলই ব্যবহারে আনিতে হয়। কেন না এসময়ে যাবতীয় নদ, নদী, খাল, বিল, পল্বল, পুষ্করিণী সকল স্থানের জলই দূষিত ও পঙ্কিল হইয়া উঠে, সুতরাং সেই দূষিত জল সকল ব্যবহার করিয়াই, সকলে নানারূপ অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে অভিভূত হইয়া থাকেন। বর্ষাকালে কিরূপ জল ব্যবহার করিলে বা কি কি দ্রব্য ভোজন করিলে বা কিরূপ নিয়মে চলিলে শরীর নিরাময় হইতে পারে,—তৎসম্বন্ধে মহর্ষি চরক যাহা যাহা বলিয়াছেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটী অনায়াস লভ্য ও প্রশস্ত। যথা;——

দিব্যং কৌপ্য শৃতমম্ভো ভোজনন্ত্বতি দুর্দ্দিনে।
ব্যক্তাম্ললবণস্নেহং সংশুষ্কং ক্ষৌদ্রবল্লঘু।
নদীজলোদমন্থাহঃ স্বপ্নায়াসাতপাংস্ত্যজেৎ॥

অর্থাৎ বর্ষাকালে আকাশ হইতে পতিত জল (বৃষ্টির জল) কূপজল ও উষ্ণজল পান করিবে এবং অত্যন্ত দুর্দ্দিন অর্থাৎ বাদল হইলে, অম্ল ও লবণ-

রসাঢ্য দ্রব্য, শুষ্ক ও লঘু অন্ন ঘৃত এবং পুরাতন মধুসহ সেবন বিধেয়। এই কালে নদীজল, উদমন্থ, (শক্তুদ্বারা প্রস্তুত কোন খাদ্যবিশেষ) দিবানিদ্রা, এবং অধিক আয়াস ও আতপ সেবন করিবে না।

দুঃখের বিষয় এই যে,—পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী ইংরাজীবিদ্যাবিকৃত-মস্তিষ্ক ভারতীয় সভ্যনিচয় সম্প্রতি এমন আলস্যময় যে এই স্বদেশীয় অল্পায়াস-সাধ্য আয়ুর্ব্বেদীয় অনুপম ঔষধসমূহের মর্ম্ম না বুঝিয়া অকারণ আপন মনো-রম পরিণামভীষণ বৈদেশিক ভৈষজ্যব্যাপারের অনুরাগী হইয়া স্বইচ্ছায় স্ব স্ব শরীরকে কষ্ট দিতেছেন। জিজ্ঞাসা করি, আমাদের আয়ুর্ব্বেদরূপ-রত্নাকরে অনুসন্ধান করিলে কোন দেহরক্ষণোপযোগী রত্নের অভাব লক্ষিত হয় কি? যদিও হয় তবে সে জ্ঞানাতীত বুঝিতে হইবে, সে অভাব পূরণ করিতে ইংলণ্ড বল, ইয়ুরোপ বল, আমেরিকা বল কেহই কোন কালে সমর্থ হইবেন বলিয়া বোধ হয় না। ভারতের দূরদর্শিতা সকলের শীর্ষস্থানীয়, ভারতের প্রতিভা বিশ্ব বিজয়িনী ও বিশ্ববিমোহিনী। অলমিতি।

কলিকাতা, শিমলা। } কবিরাজ—
শ্রীবারাণসীনাথ বৈদ্যরত্ন।

অভাবনীয় আরোগ্যে অসীম সাহস চাই।

অতি সাহসে কোন কোন স্থলে কখন কখন কুফল ফলিতে দেখা গেলেও তথাপি সকল কার্য্যেই কিন্তু পূর্ণমাত্রায় সাহস চাই। কার্য্যের মাত্রা যেরূপ গুরুতর, সাহসের মাত্রাও ঠিক্ তদনুরূপ হইলে তবেই সে কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে পারে। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, নেপোলিয়ান্ বোনাপার্ট প্রায় সমগ্র ইয়ুরোপ জয় করিয়াছিলেন, কিন্তু এইরূপ অভাবনীয় রাজ্যলাভ যে তিনি কিরূপ অসীম সাহস ও অধ্যবসায়ের বলে করিতে পারিয়াছিলেন, তাহা সাহসী ব্যক্তিরাই চিন্তা করিলে এক দিন কতকটা বুঝিতে পারেন।

যে বীরপুরুষের সাহস নাই, তিনি মহাবীর হইলেও কাপুরুষের অধম; যে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় সাহস-হীন, তিনি শূদ্রাপেক্ষাও হেয়,

যে বিচারক সাহস-রহিত, তিনি অবিচারকের একশেষ; সেইরূপ সাহস-হীন চিকিৎসক, পণ্ডিতের চূড়ামণী হইলেও তিনি প্রকৃতপক্ষেই চিকিৎসক নামের অযোগ্য। এইজন্যই অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, কোন কোন চিকিৎসক বেশ সুপণ্ডিত, চিকিৎসাদির সকল অঙ্গেই বেশ জ্ঞানবান্, অথচ একমাত্র সাহসের অভাবে তিনি চিকিৎসাকার্য্যে নিতান্তই অপটু। আবার স্থলবিশেষে দেখা যায় যে, অল্প-জ্ঞান বা জ্ঞান-হীন চিকিৎসকেরাও একমাত্র সাহসের বলেই অনেক স্থলে চিকিৎসাকার্য্যে জয়লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু তাহা বলিয়া কেহ একথা মনে করিবেন না যে, আমরা জ্ঞানকে পদাঘাত করিয়া একমাত্র সাহসকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চে স্থান দান করিতেছি, তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সাহসকেও হৃদয়ে স্থানদান করিতে পারিলে তবেই অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে।

সংপ্রতি আমরা একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুর চিকিৎসায় যেরূপ অসীম সাহসের পরিচয় দিয়াছি, তাহা মনে করিলে এখনও অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয়। নিম্নে রোগ ও চিকিৎসাবিবরণ যথাযথ বর্ণিত হইতেছে।

কলিকাতা সুকীয়াষ্ট্রীটের সম্ভ্রান্তবংশীয় বাবু সারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দিগের নিকট আত্মীয় বাবু হরিদাস চট্টোপাধ্যায় (যিনি এখন সপরিবার শিবনারায়ণ দাসের লেনে থাকেন ও রাজসাহীতে মাষ্টারী কার্য্য করেন) মহাশয়ের অষ্টমমাস বয়স্ক শিশুর দুইমাস পূর্ব্বে ভয়ানক সর্দ্দি কাসি হয়। হরিদাস বাবু শিশুটীকে লইয়া বড়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন এবং এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি আদি ডাক্তারের দ্বারা শিশুর চিকিৎসা করান। কিন্তু কিছুতেই শিশুর সে দুরন্ত কাসির কিছুমাত্র উপশম হইল না। শেষটা কে একজন বড় ডাক্তার বলেন যে, শিশুটীর আশঙ্কাজনক "হুপিংকফ্" হইয়াছে, হয় ত না বাঁচিতেও পারে, ইহাতে শিশুর পিতা অতীব চিন্তিত হইয়া আত্মীয়স্বজনের পরামর্শে শিশুটীর চিকিৎসার ভার আমার উপরেই অর্পণ করেন। আহ্লাদের বিষয় এই যে, ডাক্তারী মতের অতীব ভয়ানক মারাত্মক "হুপিংকফ্" আমাদের ব্যবস্থিত তালিশাদিচূর্ণ আদি যৎসামান্য ২।৩টা ঔষধ কয়েক দিন মাত্র সেবন করাতেই শিশুটী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হইয়া উঠিল। বালকটীকে এত শীঘ্র শীঘ্র আরোগ্যলাভ করিতে দেখিয়া তাহার পিতা হরিদাস বাবু নিজ কর্ম্মস্থল রাজসাহীতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু যাইবার

সময় তাঁহার কলিকাতাস্থ বালকবালিকাগণের পীড়াদি হইলে দেখিবার জন্য আমাকে বিশেষরূপ অনুরোধ করিয়া গিয়াছিলেন।

পাঠক! মনে করিবেন না যে, ইহাই অভাবনীয় আরোগ্যসংবাদ এবং ইহাই অসীম সাহসের পরিচয়, তবে প্রকৃতই অভাবনীয় আরোগ্য ও অসীম সাহস বলা যাইতে পারে কি না, তাহা নিম্নের ঘটনা পাঠ করুন।

বালকের পিতা হরিদাস বাবু রাজসাহীতে চলিয়া যাওয়ার পর ১০ কি ১২ দিন পর্য্যন্ত শিশুটী বেশ সুস্থ থাকিয়া সহসা একদিন তাহার সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইল এবং সেই সর্দ্দিজ্বরই পরদিন ভীষণ আকার ধারণ করিল। প্রবল জ্বর, ভয়ানক সর্দ্দি, তৃষ্ণা, অনবরত ক্রন্দন, অনিদ্রা, সর্ব্বদা ছট্‌ফটানি ও চীৎকার আদি অতীব কষ্টকর কুলক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। এদিকে এত ব্যাপার হইল, তথাপি আমি কিন্তু ইহার কিছুই জানি নাই, যেহেতু শিশুর অভিভাবকেরা বাটীর পার্শ্বেরই জনৈক কবিরাজকে তখন দেখাইতেছিলেন, যিনি বরাবরই সে বাটীতে রোগী দেখিয়া থাকেন।

যাহা হউক, শিশুর নিদারুণ যন্ত্রনায় ও চীৎকারে সে রাত্রে সে বাটীর কাহারই নিদ্রা হইল না, প্রাতে উঠিয়া তাঁহারা দেখিলেন যে, শিশুর মস্তকটী প্রায় দেড়গুণ বড় হইয়াছে। অর্থাৎ মস্তকের দক্ষিণপার্শ্বে ঠিক্ যেন আর একটী ছোট মস্তক বসান হইয়াছে। প্রবৃদ্ধস্থানটী বেশ উচ্চ ও তল্‌তলে নরম, আকারে একটা বড় পাকা বেলের মত, আর তৎসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত উপ-সর্গাদিও সমস্তই বর্ত্তমান আছে। গৃহস্থগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রাতে তৎ-ক্ষণাৎ সেই কবিরাজকে ডাকাইয়া আনিলেন।

কবিরাজমহাশয় তৎপূর্ব্বরাত্রের আদ্যোপান্ত ঘটনা শুনিয়া বিশেষতঃ শিশুর মস্তকের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণাকার দেখিয়া প্রকৃতই ভয়ে জড়সড় হইয়া গৃহস্থগণকে নাকি বলিয়াছিলেন যে, "ও বাবা" এ দুরন্তরোগের চিকিৎসা করি, এমন ক্ষমতা আমার নাই। বিশেষতঃ এ দ্বিগুণাকারের মাথা কমাইতে পারে, বৈদ্যশাস্ত্রে এমন ঔষধ নাই, সুতরাং আপনারা ডাক্তার ডাকুন" এই এই বলিয়া তিনি তথা হইতে প্রস্থান করেন। অগত্যা গৃহস্থগণ ডাক্তার ডাকিবারই উদ্যোগ করেন; ইত্যবসরে আমার কথা তাঁহাদের মনে পড়িল, অর্থাৎ অত্যল্পদিন পূর্ব্বে শিশুটীর তেমন ভয়ানক কাসির শান্তি আমার ঔষধে হইয়াছিল বলিয়া তাঁহাদের ধারণা ও বিশ্বাস থাকাতে

বিশেষতঃ শিশুর পিতারও আদেশ থাকায় তাঁহারা সহসা আমাকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন।

আমি তৎক্ষণাৎ তাঁহাদের বাটীতে উপস্থিত হইয়া শিশুটীর অবস্থা যাহা দেখিলাম বিশেষতঃ সে মস্তকের অবস্থা দেখিয়া মনে মনে বোধ হইল যে, প্রথমকার কবিরাজমহাশয়ের অপেক্ষাও অধিক ভীত হইয়া পড়িলাম কিন্তু প্রকাশ্যে বিশেষ কোনরূপ ভয়ের চিহ্ন প্রকাশ না করিয়া বরঞ্চ গৃহস্থগণকে আশ্বাসপ্রদান করিয়া স্পষ্টই বলিলাম যে, আপনাদের এ শিশুর এ পীড়া যে বড়ই ভয়ানক, তাহা আপনারাই বুঝিতে পারিতেছেন কিন্তু তাহা বলিয়া ডাক্তার দেখিলে যে এখনই আরাম হইবে, আর কবিরাজের হাতে যে মরিবে, এমন কোনও কথা নাই, সুতরাং আপনারা যদি সাহস করেন, তবে শিশুটীর চিকিৎসার ভার আমার হাতেই রাখিতে পারেন। তবে অবশ্য আমি যদি খারাপ দেখি ত ডাক্তার ডাকিতে বলিব। বলা বাহুল্য যে, গৃহস্থগণ তাদৃশ নির্ব্বোধ নন্, বিশেষ তাঁহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিলেন যে, দেখুন কবিরাজ মহাশয়! আপনি যদি সাহস করেন, তবে আমরা আর ডাক্তার ডাকি না। আমিও অগত্যা অসীমসাহসে নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের নাম করিয়া সে দিনকার মত যৎকিঞ্চিৎ ঔষধাদি দিয়া চলিয়া আসিলাম।

চলিয়া আসিলাম বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ সেই রুগ্ন ও শয্যাগত শিশুর মস্তকের উপরেই রহিল। সকালে ১০ টা আন্দাজ বেলার সময় সেই শিশুকে ঔষধাদি দিয়া তারপর কত জায়গায় কত রোগী দেখিলাম, কতই কার্য্য করিলাম কিন্তু অন্তঃকরণ সেই শিশুর চিন্তাতেই নিমগ্ন রহিল। কখনও ভাবিলাম হায়! শিশুটীর চিকিৎসার ভার লইয়া হয়ত ভাল কাজ করি নাই, কেননা হয় ত ডাক্তারের হাতে দিলে শীঘ্রই আরোগ্যলাভ করিতে পারিত। কখন বা ভাবিলাম যে, বৈদ্যচিকিৎসায় এমন কি উপায় আছে, যাহাতে শিশুর এমন বর্দ্ধিত মস্তক কমান যায়। পাঠক! সত্য বলিতেছি যে, কেবল এই চিন্তায় সারাদিন কাটাইয়া রাত্রিতে পর্য্যন্ত চিন্তায় অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না।

পরদিন প্রাতে প্রায় ৯ টার সময় যাইয়া শিশুর অবস্থা যাহা দেখিলাম, তাহা প্রকৃতই ভয়ানক, নিশ্চয় বিশ্বাস হইল, বুঝি বা শিশুটীর জীবনলীলা আমার হাতেই শেষ হইল, যেহেতু মস্তকের শোথ আরও অনেক বৃদ্ধি

পাইয়াছে, বিশেষতঃ শোথস্থান ঈষৎ রক্তাভ ও স্পর্শাসহ, সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যায় নাই, তখনও সময় সময় চীৎকার করিতেছে অথচ কেমন নিস্তেজ ও নিস্তব্ধ ভাব, শ্বাসপ্রশ্বাসে কষ্টবোধ, যারপর নাই দুর্ব্বল, এবং তৎসঙ্গে প্রবল-জ্বর, তৃষ্ণা ও ছট্‌ফটানি আদি সমস্ত উপসর্গেরই যেন পূর্ব্বদিন অপেক্ষা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া বোধ হইল। এই অবস্থাতে শিশুকে দেখিয়া একেই ত ভয়ে বাঁচি না, একেই দুশ্চিন্তায় অস্থির, ইহার উপর আবার গৃহস্থগণ বার বার বলিতেছেন যে, দেখুন, কবিরাজ মহাশয়! গোলমাল বোঝেন ত এখনও বলুন, ডাক্তার ডাকি।

বলা বাহুল্য যে, ডাক্তারই কেবল ধন্বন্তরি, আর কবিরাজ কেবল যমদূত, এরূপ বিশ্বাস যখন আদৌ নাই, তখন কি করিয়া বলিব যে, কবিরাজ ছাড়াইয়া ডাক্তার ডাকুন। সুতরাং বিরক্তির সহিত বলিলাম যে, দেখুন আজকার দিনটা। যদি অদ্যকার দিবারাত্রে কোনও উপকার না দর্শে, তখন আগামী কল্য প্রাতে ডাক্তার ডাকিবেন। এই বলিয়া আমাদের জ্বরচূড়ামণী (জ্বরচূড়ামণী কি ঔষধ তাহা পাঠকগণ গতবারে জানিয়াছেন) ও কস্তূরীভূষণ নামক ঔষধ খুব কম মাত্রায় দিয়া তাহার সহিত অত্যল্প মাত্রায় মকরধ্বজ মিশাইয়া সকালে বৈকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার তিনমাত্রায় তুলসীপাতার রস ও পানের রস মধুসহ সেবন করিতে দিবার ব্যবস্থা দিলাম, আর মস্তকের শোথের জন্য একবারে ২।৩ সের তিসি অর্থাৎ মসিনা আনাইয়া জলসহ তালপ্রমাণ বাটাইয়া ভালরূপে ফুটাইয়া তাহা হইতে অনেকটা লইয়া একখানা বড় রুটীর আকারের কাপড়ে সেই পুল্‌টীস ঢালিয়া তাহার উপর ন্যাকড়া দিয়া শিশু সহ্য করিতে পারে, এমন উষ্ণ থাকিতে থাকিতে প্রতি একঘণ্টা অন্তর সেই মস্তকের উপর পুল্‌টীস লাগাইতে বলিয়া আসিলাম, আসিবার সময় সবিশেষ অনুরোধের সহিত বলিয়া আসিলাম যে, যখন শিশুর চিকিৎসার ভার আমার উপর আর এক দিনের অধিক থাকিতেছে না, তখন আমি আশা করি যে, আমার এই উপদেশ ঠিক্ প্রতিপালিত হইবে। তাঁহারাও আমার এই কথায় প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন প্রাতে ৮টার সময় আমি তাহাদের নিকট গিয়া শিশুটীকে দেখিয়া যে কি রূপ অভাবনীয় আনন্দলাভ করিয়াছিলাম, তাহা লিখিতে

গেলে এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। দেখিলাম ঃ—মস্তকের সে ফুলার অর্দ্ধেকেরও অধিক অর্থাৎ বার আনা আন্দাজ কমিয়াছে। জ্বর অতি সামান্যই আছে, বিশেষতঃ সে খ্যাঁৎখ্যাঁতানি ভাব আদৌ নাই। রাত্রে বেশ নিদ্রা হইয়াছিল, আর যে শিশু কয়েক দিনের মধ্যে আদৌ চক্ষু মেলে নাই, আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তখন তাহার মুখে একটু আধটু হাসি পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। গৃহস্থগণ ত আহ্লাদে অধীর হইয়া আমার সম্বন্ধে কত কথাই না বলিতে লাগিলেন। যাহা হউক, এইরূপে ৫।৭ দিনের মধ্যে সেই মসিনার পুল্‌টীশ্ ও সেই জ্বরচূড়ামণী আদির প্রয়োগেই শিশুটী সম্পূর্ণরূপেই সুস্থ হইয়া উঠিল কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ৭ দিন মাত্র ভাল থাকিয়া পুনর্ব্বার তাহার কর্ণমূলে সুদারুণ শোথ ও তৎসহ প্রবল জ্বর দেখা দিল। সে বারেও ৪।৫ দিন পর্য্যন্ত ঠিক্ ঐ ঐ উপায়ে তাহারও শান্তি হইল। কিন্তু নিতান্তই দুঃখের সহিত বলিতেছি যে, মধ্যে কয়েক দিন ভাল থাকিয়া ২।৩ দিন হইতে শিশুটীর কর্ণমূলের নীচে আবার একটা খুব্ শক্ত ঢিলের মত হইয়াছে এবং তৎসহ সামান্য জ্বরও হইতেছে, ঔষধাদিও ঠিক্ পূর্ব্বকার মতই চলিতেছে। উপস্থিত কোনরূপ মারাত্মক বা বিশেষ ভয়জনক না থাকিলেও ভবিষ্যতে যে এই শিশুর অদৃষ্টে কি আছে, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন, তবে ৮ মাসের শিশু ক্রমান্বয়ে এতবার মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াও যখন বার বার রক্ষা পাইয়া আসিতেছে, তখন তাহাতেই আশা হয় যে, এ বারেও হয় ত বাঁচিয়া যাইবে। এ শিশু এখনও আমারই চিকিৎসাধীনে আছে, সুতরাং পাঠক মহাশয়েরা ফলাফল ইহার পর জানিতে পারিবেন।

এই শিশুর চিকিৎসাসম্বন্ধে দুইটী কথা বলিবার আছে, "প্রথম কথা এ শ্রেণীর রোগের চিকিৎসা কলিকাতায় আমাদের ন্যায় কবিরাজেরা প্রায়ই হাত দিতে সাহস করেন না, যেহেতু এরূপ রোগের চিকিৎসায় আমাদিগের অভ্যাস নাই বলিলেই চলে সুতরাং এরূপস্থলে আমি কবিরাজ হইয়া কোন্ সাহসে এরোগীর চিকিৎসার ভার হাতে লইলাম," আর ২য় কথা "অভাবনীয় আরোগ্যে ও অসীম সাহস চাই" একথাই বা প্রথমে হেডিং কেন লিখিলাম সুতরাং তাই ক্রমে বলিতেছি।

কেবল বেদনার বা বেদনাযুক্ত যে কোন শোথের একমাত্র ঔষধই সেই স্থানে উত্তাপপ্রদান। কিন্তু উত্তাপ প্রদানে কেন যে বেদনা বা শোথের

শান্তি হইয়া থাকে, তাহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা করিতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়, তবে সাধারণে ইহা নিশ্চিত জানিবেন যে, আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ইহার বেশ সুন্দর মীমাংসা আছে। সুতরাং কেবল এইসূত্র ধরিয়াই আমি উপরোক্ত শিশুর এমন ভয়ানক পীড়ার চিকিৎসা করিতে সাহসী হইয়াছিলাম। আর এলোপ্যাথি বা হোমিওপ্যাথি ডাক্তার বা হাকিম যিনিই কেন না হউন; এইরূপ শোথ ও বেদনাদির শান্তির জন্য উষ্ণ পুলটীস্ আদি উত্তাপ প্রদান ভিন্ন কাহারই আর উপায়ান্তর নাই। শেষ কথা এরূপ দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর এমন ভয়ানক পীড়ার চিকিৎসার ভার লওয়া অসীমসাহস এবং আরোগ্যলাভকে অভাবনীয় আরোগ্য ভিন্ন আর কি বলিতে পারি? পরিশেষে কলিকাতাস্থ ও মফঃস্বলস্থ যে সকল কবিরাজ মহাশয় এরূপ নূতন ঔপসর্গিক জ্বরের চিকিৎসা করিতে সাহসী হন্ না, আশা করি যে, তাঁহারা উপরোক্ত ঘটনাটী বেশ ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিবেন।

সম্পাদক।

পাদ-চতুষ্টয়।

"ভিষক্‌দ্রব্যমুপস্থাতা রোগীপাদ-চতুষ্টয়ং
গুণবৎ কারণং জ্ঞেয়ং বিকারস্যোপশান্তয়ে।"

(কবিরাজ, ঔষধ, রোগী ও পরিচারকের মধ্যে)

কবিরাজ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

"চরক বলিয়াছেন, মনে কোনরূপ উপাধি অর্থাৎ ইচ্ছা দ্বেষাদি না রাখিয়া যিনি চিকিৎসা করেন, তিনিই শ্রেয়ঃ সাধনে সমর্থ হন। কারণ লোভাদিই সর্ব্বপ্রকার দুঃখ ও দুঃখাশ্রয়ের জনক। যাহারা জীবিকার জন্য চিকিৎসা করে, চরক তাঁহাদিগকে মানবগণের কণ্টকস্বরূপ ও মৃত্যুর অনুচর স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। তাহাদিগকে ঋষিগণ মাংসলোলুপ গৃধ্রসদৃশ বলিয়াছেন। কেননা গৃধ্রের ন্যায় তাহাদিগকে জীবিকাপ্রেরিত হইয়া আপনাপনিই লোকের অমঙ্গল ও রোগশোকাদি কামনা করিতে হয় এবং অর্থলোভে

তাহারা ক্রমে ক্রমে এমনি অন্ধ হইয়া পড়ে যে, ঔষধদ্বারা রোগীর রোগবৃদ্ধি করিয়া আবার অর্থ পাইলে তবে তাহার উপশম করিয়া দেয়। চরক বলেন "বঞ্চকতাই তাহাদের ব্যবসা—তাহারা নানাপ্রকার উপচর্য্যাদ্বারা রোগীর আত্মীয়বর্গের সন্তোষ জন্মাইয়া আপনার অমায়িকতা খ্যাপন করে এবং যেরূপ চিকিৎসা করে, পুনঃ পুনঃ তাহার আলোচনা করতঃ আপনার দক্ষতা প্রকাশ ও কপটতাদ্বারা আপনার বিদ্যা বুদ্ধি আচ্ছাদন করে। তাহারা ব্যাধির প্রতীকারে পরাঙ্মুখ হইলে, রোগী যে অনুপকরণবন্ত, ব্যভিচারী এবং আত্মরক্ষাতে অপটু, তাহারই নানাবিধ উপদেশ দেয়। এইজন্যই মন্বাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন যে "পূয়কান্নং চিকিৎসকং"—যে, চিকিৎসাবৃত্তি-জীবীগণের অন্নভোজন পূঁয়ভোজনের সমান। কেননা অপরাপর ব্যবসায়ে মিথ্যা প্রবঞ্চনা থাকিলেও তাহাতে তত দোষ নাই। তাহাতে লোকের যন্ত্রণাবৃদ্ধি বা মরণ হয় না—তাহাতে স্ত্রী পুত্রের সর্ব্বনাশ, একটী লোকের অকালমৃত্যু-বা চিরদিনের জন্য যন্ত্রনা হয় না। এই জন্যই চরক লিখিয়াছেন "দুঃখিতায় শয়ানায় শ্রদ্দধানায় রোগিণে। যো ভেষজমবিজ্ঞায় প্রাজ্ঞমানী প্রযচ্ছতি। ত্যক্তধর্ম্মস্য পাপস্য মৃত্যুভূতস্য দুর্ম্মতেঃ। নরো নরকপাতী স্যাৎ তস্য সম্ভাষণাদপি॥" রোগশয্যাশায়ী,—দুঃখিত, অথচ চিকিৎসকের উপর প্রাণের জন্য একমাত্র নির্ভর করিতেছে, এমন রোগীকে যে প্রাজ্ঞমানী হইয়া ভেষজতত্ত্ব না জানিয়া ও অর্থলোভে ঔষধপ্রদান করে, সেই পাপী দুর্ম্মতি নারকীর সহিত সম্ভাষণ করিলেও পাপ হয়॥ ঋষি আরও বলিয়াছেন "বরং সর্পের বিষ বা তাম্রের ক্বাথ পান কিম্বা অগ্নিসন্তপ্ত লৌহ-গুড়িকা ভক্ষণে মরিয়া যাওয়াও শ্রেয়স্কর, তথাপি আত্মজ্ঞের বেশধারণ করিয়া শরণাগত রোগপীড়িত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্ন, পান অথবা ধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। এইরূপে চিকিৎসকের লোভপরতন্ত্র হওয়া যে কত অমঙ্গলের আকর তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণ সাধারণের হিতের জন্য, ক্ষত্রিয়গণ আত্মরক্ষার জন্য এবং বৈশ্যগণ বৃত্তির জন্য চিকিৎসা করিতেন, কিন্তু কি কাল পড়িয়াছে অর্থের লোভে সকলেই এই প্রাণের ব্যবসা করিতেছে। মনুষ্য অর্থের লোভে মনুষ্যকে বলি দিতেছে। এই যে এক্ষণে কবিরাজী ঔষধসকল যাহা প্রস্তুত করিতে এক আনা ব্যয় পড়ে না, সেই সকল ঔষধের মূল্য এক আনা স্থলে ৪০। ৫০ টাকা নিরূপিত

হইয়া দেশবিদেশে ক্যাটালগ্ প্রেরিত হইতেছে—ইহা কি সাধারণ মনুষ্যত্বকে লোভের নিকট বিসর্জ্জন দেওয়া নয়?

শ্রীঃ——

ফ্যাটী টিউমার।

টিউমারের সংস্কৃত নাম অর্ব্বুদ, সাধারণ ভাষা কথায় উহাকে আব্ বলে। অর্ব্বুদ সজীব অচল * বর্দ্ধনশীল; প্রায়—গোলাকার, ইহা শরীরের সকল স্থানে সকল তন্তুতে উদ্ভূত হইতে পারে। ইহার নির্ম্মাপক তন্তর নামানুসারে অর্থাৎ যে যে তন্তর দ্বারা অর্ব্বুদ নির্ম্মিত হয়, সেই সেই তন্তর নামানুযায়ী এবং স্থানানুসারে ইহারও নাম হইয়া থাকে। যেমন অস্থিময় অর্ব্বুদকে অষ্টিওমা, মেদময় অর্ব্বুদকে লিপোমা, সৌত্রিক অর্ব্বুদকে ফাইব্রোমা, স্নায়ুসম্ভূত অর্ব্বুদকে নিউরোমা বলে ইত্যাদি। অর্ব্বুদ সাধারণতঃ ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্, নন্‌ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্, সেমিম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট। যে অর্ব্বুদ উৎপাটন করিলেও পুনর্ব্বার জন্মে, তাহা সাংঘাতিক বা ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্, যাহা অসাংঘাতিক বা নন্ ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ তাহা পুনরায় জন্মে না, আর যাহা সেমি ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট্ অর্থাৎ অর্দ্ধ সাংঘাতিক তাহা উভয় লক্ষণাক্রান্ত।

সাংঘাতিক অসাংঘাতিক অর্ব্বুদ পৃথক্ করা বড়ই কঠিন, এমন কোন লক্ষণ দেখা যায় না যদ্দ্বারা উভয়ের প্রভেদ সূচিত হয়। বলা আবশ্যক অসাংঘাতিক অর্ব্বুদ সাংঘাতিকে পরিণত হইতে পারে এবং উভয় শ্রেণী ক্রমশঃ বিস্তৃত হওনান্তর মিলিয়া যাইতেও পারে।

অর্ব্বুদ গোলাকার কঠিন বস্তু। বোধ হয় সকলেই অর্ব্বুদ দেখিয়া থাকিবেন। সাধারণ অর্ব্বুদ সাধারণ স্বাস্থ্যের কিছুই হানি করে না, ইহা স্থানিক পীড়া মাত্র। ইহাতে বেদনা থাকে না—স্থান বিশেষে আকারের ন্যূনাতিরেকে কখন কখন সামান্য বেদনা হইতেও দেখা যায়। কোন কোন অর্ব্বুদ হইতে দুর্গন্ধময় নিস্রাব হইয়া থাকে। ম্যালিগ্‌ন্যাণ্ট বা কোন কারণে টিউমার হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্তস্রাব হইতেও দেখা যায়।

* কখন কখন উৎপত্তি স্থান ত্যাগ করিয়া অন্যত্র সরিয়া যাইতে পারে।

অর্ব্বুদসম্বন্ধে সুশ্রুতের মত এখানে উদ্ধৃত হইল।

গাত্রপ্রদেশে কচিদেব দোষাঃ সংমূর্চ্ছিতা মাংসমসৃক্‌প্রদুষ্য
বৃত্তং স্থিরং মন্দরুজং মহান্তমনল্পমূলং চির-বৃদ্ধ্যপাকং
কুর্ব্বন্তি মাংসোপচয়ঞ্চ শোফং তদর্ব্বুদং শাস্ত্রবিদোব দন্তি।
বাতেন পিত্তেন কফেন চাপি রক্তেন মাংসেন চ মেদসাচ
তজ্জায়তে তস্য চ লক্ষণানি গ্রন্থেঃ সমানানি সদা ভবন্তি।

শরীরের কোন অংশে দোষসমূহ (বায়ু পিত্ত কফ) বর্দ্ধিত হইয়া মাংস ও রক্তকে দূষিত করে। তাহাতে উহা বৃদ্ধি হইয়া বৃত্ত স্থির, অল্প বেদনাবিশিষ্ট, আয়ত ও গাঢ়মূলবিশিষ্ট (১) শোফ (শোথ) জন্মে তাহাকে শাস্ত্রজ্ঞেরা অর্ব্বুদ বলেন। ইহা বিলম্বে বৃদ্ধি হয়, পাকে না, সেই অর্ব্বুদ বাত জন্য, পিত্ত জন্য, কফ জন্য, রক্ত জন্য, মাংস জন্য এবং মেদ জন্য জন্মে; তাহার লক্ষণ গ্রন্থির লক্ষণের ন্যায়।

দোষঃ প্রদুষ্টোরুধিরং সিরাস্ত সংপীড্য সঙ্কুচ্য গতস্বপাকং
সাস্রাবমুন্নহ্যতি মাংসপিণ্ডং মাংসাঙ্কুরৈ রাচিত মাশু বৃদ্ধিং
স্রবত্যজস্রং রুধিরং প্রদুষ্টমসাধ্য মেতদ্রূধিরাত্মকং স্যাৎ——

দোষ সকল রক্তকে দূষিত করিয়া এবং শিরাপীড়িত ও সঙ্কুচিত করিয়া ঈষৎ পাক জন্মায়; তদ্দ্বারা আস্রাবযুক্ত মাংসপিণ্ড শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। তাহাতে ক্ষুদ্র মাংসের অঙ্কুরের ন্যায় দৃষ্টি হয় এবং তাহা হইতে অজস্র দূষিত রক্তস্রাব হয়, ইহাকে রক্ত জন্য অর্ব্বুদ বলে, ইহা অসাধ্য।

মুষ্টিপ্রহারাদিভিরর্দ্দিতেহঙ্গে মাংসং প্রদুষ্টং প্রকরোতি শোফং
অবেদনং স্নিগ্ধমনন্যবর্ণমপাকমশ্মোপমমপ্রচাল্যং,
প্রদুষ্ট মাংসস্য নরস্য গাঢ়মেতদ্ভবেন্মাংসপরায়ণস্য,
মাংসার্ব্বুদং ত্বেতদসাধ্য মুক্তং সাধ্যেষ্বপীমান্যপ বর্জ্জয়েত্তু।

মুষ্টি প্রভৃতিদ্বারা অঙ্গ আহত হইলে মাংস দূষিত হইয়া শোথ জন্মে। সেই শোথ বেদনা রহিত স্নিগ্ধ শরীরের যেরূপ বর্ণ সেইরূপ বর্ণবিশিষ্ট পাক

(১) মাংশ শিরা (Nerre) স্নায়ু (Arterys.) ও সন্ধি এই সকলের একত্র সম্মিলনীকে মর্ম্ম বলে। মর্ম্ম স্থান ২০৭টী—মাংস মর্ম্ম, শিরামর্ম্ম, স্নায়ু মর্ম্ম, সন্ধি মর্ম্ম ও অস্থিমর্ম্ম।

রহিত (পাকেনা) পাষাণখণ্ডসদৃশ এবং অবিচলিত ; ইহাকে মাংসার্ব্বুদ কহে। ইহা মাংসাশীর শরীরে মাংস দূষিত হইয়া শীঘ্র জন্মে। এই রোগ সাধ্য হইলেও পরিত্যাগপূর্ব্বক চিকিৎসা করিবে।

সংপ্রশ্রুতং মর্ম্মণি যচ্চ জাতং শ্রোতঃসু বা যচ্চ ভবেদ চাল্যং যজ্জায়তে-হন্যৎ খলু পূর্ব্বজাতে জ্ঞেয়ং তদধ্যর্ব্বুদমর্ব্বুদজ্ঞৈঃ॥ যদ্‌দ্বন্দজাতং যুগপৎ ক্রমাদ্বা দ্বিরর্ব্বুদং তচ্চ ভবেদসাধ্যং ন পাক মায়ান্তি কফাধিকত্বান্মোদোঽধিক ত্বাচ্চ বিশেষতস্ত। দোষস্থিরত্বাদ্রমনাচ্চ তেষাং সর্ব্বার্ব্বুদান্যেব নিসর্গতস্ত।

মর্ম্মস্থানে (১) অস্রাব বিশিষ্ট বা শরীরের কোন দ্বারে অবিচলিত অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে অধ্যর্ব্বুদ বলে। একেবারে বা ক্রমে ক্রমে দুই দোষ কর্ত্তৃক অর্ব্বুদ জন্মিলে তাহাকে দ্বিরর্ব্বুদ কহে, এই রোগ অসাধ্য। অর্ব্বুদ কফের বিশেষতঃ মেদের আধিক্যবশতঃ জন্মিলে পাকে না। দোষ সকল একস্থানে স্থিরভাবে গ্রন্থিত হইয়া থাকা প্রযুক্ত সকল অর্ব্বুদ আপনা হইতেই জন্মে।

এই রক্তার্ব্বুদ প্রভৃতি যাহা অসাধ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহাই ম্যালিগ্‌ন্যান্ট বলিয়া বুঝিতে হইবে। বোধ হয় এখানে অসাধ্য অর্থে অস্ত্র সাধ্য।

পূর্ব্বে বলিয়াছি মেদময় অর্ব্বুদকে লিপোমা বলে ; ইহারই অপর নাম ফ্যাটী টিউমার। ফ্যাটকে সাধারণ কথায় চর্ব্বি বলে, শরীরের যে যে স্থানে চর্ব্বী থাকে সেই সেই স্থানে ফ্যাটী টিউমার হওয়ার সম্ভব। ইহা দেখিতে মসৃণ গোলাকার—স্থিতিস্থাপক, স্পর্শ করিলে কোমল বোধ হয়। ইহাতে সচরাচর বেদনা থাকে না। কখন কখন ইহাতে তরল পদার্থ সঞ্চিত হইয়াছে এমন বোধ হয়, সকল সময় ফ্লাক্‌চুয়েশন পাওয়া যায় না। ইহা ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হওতঃ অত্যন্ত বৃহদাকার হয়। ইহা উৎপত্তি স্থান ত্যাগে স্থানান্তরে গমন করিতে পারে। অর্ব্বুদের গুরুত্ব ও মাধ্যাকর্ষণবশতঃ এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। এই অর্ব্বুদের মূল কখন বিস্তৃত, কখন গ্রীবা বিশিষ্ট হয়। ডাক্তার এরিকিশন বলেন, ফ্যাটীটিউমারে কখন কখন পূয়ঃ জন্মিয়া থাকে।

এই অর্ব্বুদের সহিত কোল্‌ড আবসেসের ভ্রম হওয়া অসম্ভব নহে। অনেকেই মনে করিতে পারেন, টিউমার নির্ব্বাচন করা কঠিন কথা নহে

কিন্তু যিনি একটু স্থিরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন ইহাতেও চিকিৎসকের বিদ্যাবত্তা বুদ্ধিমত্তা ও ভূয়ো-দর্শনের আবশ্যক হয়। সম্প্রতি একটী বালিকার পীড়ার বিষয় লক্ষ্য করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিত হইল, তদ্বিরণ পশ্চাৎ জানা যাইবে। এক্ষণে কোল্‌ড অ্যাবসেসের সহিত ফ্যাটী টিউমারের ভ্রম হওয়া কতদূর সম্ভব তাহাই দেখা যাউক। ভিষক্‌দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়।

চ্যবনপ্রাশ আর নাই।

ভাবিয়াছিলাম যে, চ্যবনপ্রাশের কথা তুলিয়া পাঠকগণকে আর অনর্থক বিরক্ত করিব না। কিন্তু এখন ক্রমশঃ দেখিতেছি চ্যবনপ্রাশের আন্দোলন আলোচনা সাধারণের পক্ষে বিরক্তিজনক ত কখনই নহে। অনর্থকও নহে, সত্য বলিতে গেলে এ আন্দোলন যথার্থই সার্থক বলিতে হইবে। কেন যে সার্থক কেনই বা আনন্দজনক—তাহাই পাঠকগণকে একে একে বুঝাইতেছি।

আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে চ্যবনপ্রাশ ঔষধটী যে কিরূপ অসাধারণ গুণদায়ক, তাহা ইতিপূর্ব্বে ভূয়ো ভূয়ো বলিয়াছি। শত শত প্রমাণ প্রয়োগদ্বারা বুঝাইয়াছি যে, সাধারণ সর্দ্দি বা কাসির সংস্রবে চ্যবনপ্রাশের ন্যায় ঔষধ আর দ্বিতীয় নাই। আর বিদেশীয় কড্‌লিবারের অপেক্ষা যে দেশীয় চ্যবন-প্রাশ অনেকাংশেই উৎকৃষ্ট, তাহাও তন্ন তন্ন রূপে বুঝাইতে ক্রটী করি নাই। আর এমন স্বর্গীয় অমৃতসদৃশ চ্যবনপ্রাশ যে কালবশে কি জন্য অন্ধকারে লুক্কায়িত আছে, এবং কেন যে ভারতবাসী চ্যবনপ্রাশ ছাড়িয়া কড্‌লিবারের আদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ দেশীয় কবিরাজ মহাশয়দের এক টাকার চ্যবনপ্রাশ পঞ্চাশ টাকায় বিক্রয়রূপ ভীষণ ব্যবসাদারীতে যে,—চ্যবনপ্রাশের নিকট যাইতেও লোকে ভয় পায়, তাহা স্পষ্টরূপে নির্ভয়ে বুঝাইতে ক্রটী করি নাই। সুতরাং চ্যবনপ্রাশের গুণাগুণসম্বন্ধে এবারে আর অধিক কিছুই বলিবার নাই।

তবে গত কয়েক বারের চিকিৎসা-সম্মিলনীতে সম্পূর্ণ সত্যের আশ্রয়ে

তালিকাদি সহ চ্যবনপ্রাশের আন্দোলন করাতে ভাল কি মন্দ ফল ফলিয়াছে—তাহাই এবারে বুঝাইব। চিকিৎসা-সম্মিলনীতে চ্যবনপ্রাশের তালিকা অর্থাৎ দ্রব্যাদির নাম ও মূল্যাদির বিষয় পাঠ করিয়া কত লোকে কত কথাই না বলিতেছেন। বিশেষতঃ দেশীয় কবিরাজকুল ত অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিয়াছেন। তা বলিবারই কথা বটে! কেননা যে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিতে প্রকৃতপক্ষে এক সেরে এক টাকা ব্যয় পড়ে, তাহার সপ্তাহের মূল্য ২৲ টাকা কিম্বা একসের ৫০৲ টাকায় বিক্রয় করার পক্ষে অবশ্যই তাঁহাদের কতকটা বাধা পড়িবে। যেহেতু সাধারণ লোকের চক্ষু ফুটিয়া তাঁহারা ঐরূপ এক টাকায় ৫০৲ টাকা লাভের পরিচয় পাইয়া অন্ততঃ সম্মুখে না হউক, কিন্তু অন্তরে নিশ্চয়ই কবিরাজের উপর অশ্রদ্ধা করিবেন।

আসল কথা কিন্তু তাহা নহে, আমরা দেখিতেছি যে, যতই সত্য কথা সাধারণে প্রচারিত হইবে, ততই কবিরাজের এবং সাধারণের উপকারই দর্শিবে। চ্যবনপ্রাশ ভাল ঔষধ বলিয়া যতই লোকে বুঝিবে, ততই কবিরাজ মহাশয়দিগের চ্যবনপ্রাশের কাট্‌তি দিন দিন শতগুণ বাড়িতে থাকিবে। নিম্নে দৃষ্টান্ত দেখুন ঃ—

সাধারণতঃ প্রায় সকল কবিরাজ মহাশয়েরাই বৎসরের মধ্যে এক বা নিতান্ত না হয় দুই পাক চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া থাকেন। এক পাকে প্রায় ১৫ সের এবং দুই পাকে প্রায় ৩০ শের চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হইয়া থাকে। যখন আমলকীগুলি বেশ সুপক্ক হয়, অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাস হইতে চৈত্র মাস পর্য্যন্তই চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুতের ঠিক্ কাল। এই সময় প্রস্তুত করিয়া তাহাই অল্পে অল্পে সম্বৎসর কাটিয়া যায়। কিন্তু এক পাকে পনের সেরের অধিক চ্যবনপ্রাশ খুব্ কম কবিরাজই প্রস্তুত করিয়া থাকেন। তাহার কারণ এই যে, এই পনের সেরের মধ্যে ২।৩ সের ঔষধ দান খয়রাতে কাটিয়া যায় এবং কয়েক সেরের কতকাংশ অতীব কষ্টে সৃষ্টে ঐরূপ পঞ্চাশ গুণ লাভে কাটীয়া যায় এবং অবশিষ্টাংশ বিক্রয়ের অভাবে হয় ত পচিয়া যাওয়াতে ফেলাইয়া দিতে হয়। একটা মোট হিসাবই এখানে ধরিয়া দেখা যাউক্। মনে করুন একজন কবিরাজ ১২।১৪৲ কি ১৫৲ টাকা ব্যয় করিয়া ১২।১৪ কি ১৫ সের চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিলেন। এই পনের সেরের মধ্যে প্রায় ২।৩ সের চ্যবনপ্রাশ তাঁহার আত্মীয় স্বজন বিশেষতঃ

ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে দান করিতে হইল। সুতরাং বাঁকি রহিল ৮ কি ১০ সের মাত্র। এই আট কি দশসের চ্যবনপ্রাশ সমস্ত বৎসর ধরিয়া কাহারও বা ১৷৷০ বা ২ বৎসর কাল ধরিয়া টুকুটুকু করিয়া অল্পে অল্পে ঐরূপ দুই টাকা সপ্তাহ বা ৫০ গুণ লাভে বড় জোর না হয় ৫ কি ৭ সের পর্য্যন্ত বিক্রয় হইয়া গেল। কিন্তু দীর্ঘকালবশতঃ যখন তিনি দেখিলেন যে, উহাতে পোকা বা দুর্গন্ধ ধরিয়াছে, তখন অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া সে গুলি ফেলাইয়া দিলেন। তবেই এই হইল যে, যাঁহার বড় পশার, খুব্ই প্রতিপত্তি, তিনিই না হয় বড় জোর এক বৎসরে ১৫৲ টাকার চ্যবনপ্রাশে এক বা দেড় শত বড় জোর না হয় দুই শত টাকা বিক্রয় করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন। আর পশার-হীনের পক্ষে ত বৎসরে ২৫৲ টাকা লাভও সম্ভব নহে।

এই ত হইল সাধারণ কবিরাজ মহাশয়দিগের সাধারণ রীতি। বলা বাহুল্য যে, আমরাও গত ১৫।১৬ বৎসর এই সাধারণ রীতিতেই চলিয়া আসিতেছি। এবং তাহার পূর্ব্বে গুরু গৃহেও ১৫। ১৬ বৎসর অবধি ঐরূপ সাধারণ রীতিতেই চলিতে দেখিয়াছি। কিন্তু সম্প্রতি এবৎসরে আমরা এই চ্যবনপ্রাশ উপলক্ষে যে অসাধারণ রীতির অনুবর্ত্তন করিয়া যেরূপ অসাধারণ ফল ও অভাবনীয় আনন্দ লাভ করিয়াছি, আজ সংক্ষেপে তাহারই কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছি।

গত অগ্রহায়ণের শেষে সুপক্ক আমলকীদ্বারা যখন প্রথম এক পাকে আমরা আন্দাজ পনের শের চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করি, তখন সেই ঔষধটী এমন কয়েকজন কফ কাশি ও হাঁপানিগ্রস্ত রোগী ব্যবহার করিয়া আরোগ্য লাভ করেন, যাঁহারা বহুকাল হইতে বিলাতী কড্‌লিবার ব্যবহার করিয়া কিছুমাত্র উপকার প্রাপ্ত হন্ নাই, সুতরাং উপর্য্যুপরি কতকগুলি রোগীতে চ্যবনপ্রাশের এরূপ অসাধারণ গুণের পরিচয় পাইয়া আমাদের চ্যবনপ্রাশের বহুল প্রচার পক্ষে নিতান্তই ইচ্ছা হয় এবং সেই মনে করিয়া পুনর্ব্বার আর এক পাকে পনের সের প্রস্তুত করি। মোট ত্রিশসের প্রস্তুত হইল বটে, কিন্তু দান খয়রাৎ ও সেই বাঁধা দুই টাকা সপ্তাহ ও পঞ্চাশ গুণ লাভে বিক্রয় করিয়া জোর ৫।৭ শেরের অধিক কিন্তু খরচ হইল না। ইতিমধ্যে মাঘের শেষাশেষিই কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত

গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন কবিরাজ মহাশয়দ্বয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া এই চিকিৎসা-সম্মিলনীতে "দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতী কড্‌লিবার" নামক একটী প্রবন্ধ লিখি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই একটীমাত্র প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সেই অবধি কত লোক যে চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া অসীম উপকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমাদের লিখিত অনুসারে কেহ কেহ আমাদের নিকট হইতেই শস্তাদরে অর্থাৎ ৮৲ টাকা শেরে ক্রয় করিয়া সেবন করিয়াছেন, কেহ বা অন্যান্য কবিরাজের নিকট হইতেও ক্রয় করিয়া লইয়াছেন এবং কেহ কেহ চিকিৎসা-সম্মিলনীতে চ্যবনপ্রাশের তালিকা পাঠ করিয়া তদনুসারে নিজেই উপযুক্ত কবিরাজের সাহায্যে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া সাতিশয় উপকার লাভ করিয়াছেন। তন্মধ্যে হাজারীবাগের বাবু হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় শতাধিক ব্যক্তি আমাদের নিকট হইতে শস্তামূল্যে অর্থাৎ প্রতিশের ৮৲ টাকার হিসাবে খরিদ করিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়া আশানুরূপ উপকার পাইয়াছেন। আমরাও কাট্‌তি দেখিয়া সেই সময়েই তিন পাকে প্রায় ৪৫ শের চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া রাখি; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে যে চ্যবনপ্রাশ বৎসরের মধ্যে ৫।৭ শেরও বিক্রয় হয় কিনা সন্দেহ, সেই চ্যবনপ্রাশ তিন মাসের মধ্যেই আমাদের নিকট ৪৫ শের বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। এত শস্তা দামেও প্রায় চারিশতেরও অধিক টাকা আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, যদি চৈত্র মাসে আরও অন্ততঃ ৫০।৬০ শের প্রস্তুত করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় যে, এই ৪।৫ মাসে তাহাও সমস্তই বিক্রয় হইয়া আর ৪।৫ শত টাকা হইত।

পাঠক! ইহাতেই বুঝুন যে, খাঁটী প্রস্তুত দ্রব্য যথার্থই সাধারণের গ্রহণ-যোগ্য সুলভমূল্যে দিতে পারিলে তথায় সাধারণের এবং বিক্রয়কারীরও কতদূর লাভ ও উপকার হওয়া সম্ভাবনা থাকে? কিন্তু সে পথে না যাইয়া সে ভাবনা না ভাবিয়া সেই ১৲ টাকার ঔষধ ৫০।৬০ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিব বলিয়া বসিয়া থাকিলে তাহাতে না ইহকাল, না পরকাল, না তোমার বিক্রী, না সাধারণের ব্যবহারযোগ্য কিছুই হয় না। লাভের মধ্যে এই সংকীর্ণতার দ্বারা দিন দিন দেশীয় ঔষধের ও কবিরাজের প্রতি লোকের ভক্তির হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

অনেকেই বলিবেন, অথবা বলিবেন কেন, কেহ বা মুখের উপরেই বলিয়াছেন যে, "তুমি শস্তাদামে ৫ মোন চ্যবনপ্রাশ বেচিয়া যে টাকা পাইবে, আমি বহুমূল্যে সে স্থলে দশ শের বেচিয়াই সেই টাকা উপার্জ্জন করিব।" বলা বাহুল্য যে, এরূপ বাক্য যে কতদূর বালকোচিত, স্বার্থময় ও সার-রহিত, তাহা পাঠকগণই বিচার করিয়া দেখিবেন। তথাপি ইহার উত্তরে বলা আবশ্যক যে, শস্তা মূল্যে প্রকৃত আসল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিলে তদ্দ্বারা যেরূপ অর্থোপার্জ্জন ও সাধারণের উপকার করিতে পারা যায়, ৫০।৬০ টাকা শের বেচিয়া তাহা কখনই সম্ভব নহে। দৃষ্টান্তই দেখুন, আমরা ত গত তিন মাসে প্রায় ৪ চারিশত টাকার চ্যবনপ্রাশ বিক্রয় করিয়াছি এবং যদি আমাদের নিঃশেষ না হইত, তাহাহইলে আরও ৪।৫ শত টাকা এই ৪।৫ মাসে বিক্রয় করিতে পারিতাম; কিন্তু জোর করিয়া বলিতে পারি যে, সমগ্র ভারতে এমন কোন কবিরাজ নাই, যিনি কেবল চ্যবনপ্রাশ বিক্রয়ে বৎসরে দেড় বা দুই শত টাকা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং ইহাতেই বুঝিবেন যে, শস্তাতেই লাভ ও উপকার অধিক, কি ৫০।৬০ হিসাবে লাভ ও উপকার অধিক?

সে যাহা হউক, চিকিৎসা-সম্মিলনীতে চ্যবনপ্রাশের প্রবন্ধ বাহির হওয়া পর্য্যন্ত অনেক লোকেই আমাদের নিকট হইতে চ্যবনপ্রাশ লইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পুনর্ব্বার অনেকেই চাহিতেছেন, বিস্তর নূতন লোক ও চ্যবনপ্রাশ কিনিবার জন্য আমাদের নিকট আসিতেছেন ও পত্রাদি লিখিতেছেন, কিন্তু নিতান্তই দুঃখিত ও লজ্জিত হইয়া সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে:—

চ্যবনপ্রাশ আমাদের নিকট আর একবিন্দুও নাই।

এখন নাই, এবং আগামী অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত প্রস্তুত করিবারও কোনই উপায় নাই, কেননা যতদিন আমলকী সুপক্ক না হইবে, ততদিন তদ্দ্বারা অকৃত্রিম চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হওয়ার কোন উপায়ই নাই। সুতরাং সকলের নিকট বিনীতনিবেদন এই যে, যাঁহারা চ্যবনপ্রাশের প্রার্থী, তাঁহারা যেন আগামী অগ্রহায়ণ মাসের পূর্ব্বে আমাদিগকে পত্রাদি না লেখেন।

এই উপলক্ষে এস্থলে একটা রহস্যের কথাও বলি। আমাদের এখানে চ্যবনপ্রাশের কাট্‌তি দেখিয়া বিশেষতঃ আর না থাকায় অনেক ক্রেতাকে ফিরিয়া যাইতে দেখিয়া আমাদের একটী অর্থ-লোলুপ বন্ধুর নিতান্তই ইচ্ছা যে, অন্ততঃ শুষ্ক আমলকী ভিজাইয়া ও সিদ্ধ করিয়া তাহা ঘৃত চিনি দিয়া যেন তেনপ্রকারে একটা চ্যবনপ্রাশ খাড়া করিয়া তদ্দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করেন, কিন্তু আমাদের বন্ধুর এজ্ঞান নাই যে, শুষ্কআমলকী ভিজাইয়া বা সিদ্ধ করিয়া তদ্দ্বারা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিলে তাহাতে যে কিছুই উপকার দর্শিবে না, এবং আমাদেরও অপবাদ তাহা হইলে জগৎব্যাপী হইয়া পড়িবে? সুতরাং চ্যবনপ্রাশই হউক, আর মহামাষ তৈল বা ছাগলাদ্য ঘৃতই হউক, এ সকল তৈলঘৃতাদির মূল্য যতই কেন শস্তা না করি, মূলে সত্যের পরিবর্ত্তে বঞ্চনার কণামাত্র প্রবেশ করিলে আমাদিগকেও যে সাধারণের নিকট বঞ্চিত হইতে হইবে, এ জ্ঞান আমাদের কিন্তু বিলক্ষণই আছে। এবং সেই জন্যই আমাদের নিকট বন্ধুবাক্য উপেক্ষিত হইয়াছে।

পরিশেষে অতীব আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, শস্তাদামে চ্যবনপ্রাশ বিক্রয় করিয়া কেবল যে আমরাই একেলা লাভ করিয়াছি, এবং আমাদের দ্বারাই অনেকে উপকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে, এই চ্যবনপ্রাশের আন্দোলনে সহর ও মফঃস্বলের অনেক কবিরাজেরই এবারে বহুমূল্য হইলেও চ্যবনপ্রাশের অধিক কাট্‌তি হইয়াছে। যাঁহারা আমাদের নিকট পান নাই, তাঁহারা অগত্যা অধিক মূল্যে অন্যত্রে লইয়াছেন, অপরন্তু চ্যবনপ্রাশের গুণরাশি অবগত হইয়া আপনা হইতেও অনেক লোকে স্ব স্ব কবিরাজের নিকট হইতে বহুমূল্যে চ্যবনপ্রাশ ক্রয় করিয়াও ব্যবহার করিতেছেন। সুতরাং দেশীয় ঔষধের এরূপ আন্দোলন আলোচনা যে কতদূর উপযোগী, তাহা পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখিবেন। এতদ্ভিন্ন চিকিৎসা-সম্মিলনীতে ও ইণ্ডিয়ান্‌মিরার নামক সুবিখ্যাত সংবাদপত্রে এই চ্যবনপ্রাশের আন্দোলন জন্য দেশীয় কতশত সুশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে, নিজেরাই যত্নপূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহে চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত ও ব্যবহার করিয়া অসীম উপকার লাভ করিতেছেন, তাহা সংখ্যা করা যায় না। নিম্নে একখানি মাত্র পত্র এস্থলে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত টাকী গভর্ণমেণ্টস্কুলের সুযোগ্য প্রবীণ হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু রাখালদাস চক্রবর্ত্তী এম, এ, মহাশয় লিখিয়াছেন।

টাকী গভর্ণমেণ্টস্কুল, ৫ই শ্রাবণ।

প্রিয় কবিরাজ মহাশয়!

কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি আপনার চিকিৎসা-সম্মিলনীতে চ্যবনপ্রাশ-নামক ঔষধের গুণ ব্যাখ্যা দেখিয়াছিলাম। আমার একটু পুরাতন সর্দ্দি কাসি অনেক দিন হইতেই ছিল; সুতরাং দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ঔষধদ্বারা সারে কি না এবং আপনার লিখিত প্রবন্ধ কতকদূর সত্য, ইহা পরীক্ষার জন্য আপনার লিখিত চ্যবনপ্রাশের তালিকা দেখিয়া নিজেই আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া অত্রস্থ একজন সুবিজ্ঞ কবিরাজদ্বারা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিয়া লই। ঔষধ ব্যবহারে বিশেষ উপকার হইল দেখিয়া ক্রমাগত ৪।৫ বার ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছি; এবং কয়েক মাস ব্যবহার করিয়া ফলও যথেষ্টই পাইয়াছি। নিজে ফল পাইলাম দেখিয়া অত্রস্থ আরও কয়েকটী সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে ব্যবহার করিতে দিই, আহ্লাদের বিষয় এই যে, সকলেই আশানুরূপ ফল পাইয়াছেন। এটী যথার্থই ভাল ঔষধ, আমি ভাল আছি।

আপনার

শ্রীরাখালদাস চক্রবর্ত্তী।

রাখাল বাবুর ন্যায় সুশিক্ষিত উচ্চপদস্থ সাত্বিক ব্যক্তি নিজে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করিয়া উপকার পাইয়াছেন এবং আরও ৪।৫ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যবহার করাইয়াও ফল দর্শিতে দেখিয়াছেন, সুতরাং আমরা আর নিজে ইহার উপর অধিক কথা কিছুই বলিতে চাই না। সম্পাদক।

প্রবাহিকা।

প্র—পূর্ব্বক বহধাতুর অর্থ প্রবাহ। প্রবাহ শব্দার্থে বেগ বুঝায়। বায়ুর যে বেগ তাহাকে বায়ুপ্রবাহ, জলের যে বেগ তাহাকে জলপ্রবাহ বলে। কিন্তু অশ্বের বেগকে অশ্বপ্রবাহ বলে না, কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি বিক্ষিপ্ত হইয়া চলিয়া গেলে কাষ্ঠপ্রবাহ বা লোষ্ট্রপ্রবাহ বলিতে শুনা যায় না। ইহাতে এই বুঝিয়া লইতে পারি যে, প্র-পূর্ব্বক বহধাতুর যে বেগার্থিকা শক্তি, তৎসামর্থ্যে তরল পদার্থেরই গতিবিশেষ বুঝা যায়, কঠিন পদার্থের বেগ বুঝায় না।

প্র-পূর্ব্বক বহধাতু লইয়া প্রবাহিকা শব্দ গঠিত হইয়াছে। প্রবাহিকা রোগবিশেষ। এই ব্যাধিতে কুন্থনপূর্ব্বক তরল বলাশ অর্থাৎ শ্লেষ্মা নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহার নাম প্রবাহিকা। প্রবাহিকা রোগে নিঃস্রুত শ্লেষ্মার চলিত নাম আম। এতদর্থক আমশব্দ লইয়া আমাসা শব্দ পরিকল্পিত হইয়াছে। আমাসা প্রবাহিকাপীড়ার প্রচলিত নাম।

অহিতাহারাচার বিশেষে স্থূলান্ত্রের একদেশ শ্লেষ্ম-ধর-কলায় কফসঞ্চয় হইলে বায়ুর প্রকোপ জন্মে। প্রবৃদ্ধবায়ুর বেগবশতঃ নিচিত শ্লেষ্মা কখন মলাক্তাবস্থায় কখন বা স্বরূপতঃ কুন্থনপূর্ব্বক অল্পে অল্পে নিঃসৃত হইতে থাকে। যে পীড়ায় এইরূপ ঘটে তাহার নাম প্রবাহিকা।

প্রবাহিকা পীড়া দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। যে প্রবাহিকা-রোগে, কেবলমাত্র কফ বিনিঃসৃত হয়, তাহা প্রথমশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাকে শুদ্ধ প্রবাহিকা বলিয়া উল্লেখ করিব। অতীসারপূর্ব্বিকা বা অতীসারসহজা অথবা অতীসারান্বিতা প্রবাহিকাকে সাতিসারিকা-প্রবাহিকা নামে অভিহিত করা যাইবে।

বাতজ পিত্তজ এবং কফজ ভেদে শুদ্ধ-প্রবাহিকা তিন প্রকার। বাতকৃত প্রবাহিকা-পীড়ায় শূলাধিক্য, পিত্তান্বিত ব্যাধিতে দাহ এবং কফজন্য রোগে নিঃস্রুতশ্লেষ্মার বহুলতা বিদ্যমান থাকে। সাতিসারিকা প্রবাহিকা প্রায়শঃ ত্রিদোষসম্ভবা।

প্রভব অর্থাৎ উৎপত্তির কারণভেদে প্রবাহিকা দ্বিবিধ। ঘৃত, তৈল বসা প্রভৃতি স্নেহ পদার্থের এবং তিল বাদাম প্রভৃতি স্নেহযোনিদ্রব্যের সাতত্য এবং বাহুল্যোপসেবনে যে প্রবাহিকা উৎপন্ন হয়, তাহাকে স্নেহ-প্রভবা প্রবাহিকা বলে। যথোপযুক্ত স্নেহ পরিহীন অন্নভক্ষণে এবং নানাবিধ রুক্ষকর বিহার সেবনে যে পীড়া জন্মে, তাহার নামরুক্ষপ্রভবা প্রবাহিকা।

প্রবাহিকা-ব্যাধির এতাবন্মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয়। অতঃপর এই পীড়ার নিদানাদিতত্ত্ব এবং চিকিৎসাপ্রকরণ সবিস্তারে বর্ণনা করা যাইতেছে।

অনাবৃতস্থলে শীতল সমীরণে নিশাযাপন; বিগলিত উদ্ভিদ্ বা জান্তব পদার্থ-বাসিত জলপান; তত্তৎপদার্থকণবাহি বায়ু সেবন, বহুজনপূর্ণ গৃহে অবস্থান; নিঃস্নেহ নিঃসার ভক্ষ্যদ্রব্যের সাতত্যোপসেবন; পূতি পর্য্যুষিত অন্ন (বিশেষতঃ জান্তবান্ন) ভক্ষণ, শীতগ্রীষ্মের বহুলতা, শীতঋতুতে

শুষ্যমান জলমগ্ন ভূমি হইতে উদ্গত বাষ্পসংপৃক্ত বায়ুসেবা, রুক্ষ-উষ্ণ পরন্তু অজীর্ণকর দ্রব্য ভক্ষণ; দৈহিক দৌর্ব্বল্যবিধায়ক জরাদি ব্যাধি; প্রবাহিকা রোগাক্রান্ত দেহীর দেহবিনিঃসৃত স্বেদমূত্রমলসংপৃক্ত অন্নপানীয় অম্লরস ফলাদি ভক্ষণ; স্নেহবহুল বিশেষতঃ প্রদুষ্ট স্নেহবহুল মিষ্টান্ন ভোজন; ক্রিমিকোষ্ঠতা এবং অতিবিরেচন ঔষধ সেবন ইত্যাদি অহিতাহারাচার প্রবাহিকা-রোগের নিদান।

স্থূল বা বৃহদন্ত্রের অধোদেশে উণ্ডুকনামক কোষ্ঠ। ইহার অপর নাম পুরীষধরাকলা। উণ্ডুক কোষ্ঠের নিম্নতন দেশে ত্রিবলিসমন্বিত পুরীষমার্গ। উণ্ডুকের ঊর্দ্ধভাগের নাম সরলান্ত্র। প্রবাহিকা পীড়ায় এই তিনটী স্থান বিশেষরূপে ব্যাধিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোক্ত অহিতাহারাচারজনিত প্রদুষ্ট শ্লেষ্মা কথিত স্থান ত্রিতয়ের শ্লেষ্মধরকলাজালে সঞ্চিত হইতে থাকিলে ব্যাহতগতি বায়ুর প্রকোপ জন্মে পালনীশক্তি সেই প্রকুপিত বা প্রবৃদ্ধ। বায়ুর সাহায্যে চিত ও চীয়মান বলাশ জালকে নিঃসারণ করিতে প্রবৃত্ত হয়। প্রদুষ্ট বায়ুর চেষ্টাবশতঃ ব্যাধিত অন্ত্রদেশ আক্ষিপ্ত হয়। সেই আক্ষেপ বেগে স্বীয় কলা হইতে শ্লেষ্মা ভ্রষ্ট হইয়া অপান পথে নিঃসৃত হইতে থাকে। এইরূপে শ্লেষ্মা মোক্ষণ ও নিঃসরণ কালে অন্ত্রদেশে শূল ও পায়ু-মার্গে পরিকর্ত্তিকা অর্থাৎ কর্ত্তনবৎ পীড়া উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মমোক্ষণান্তর পুনরপি শ্লেষ্মা আসিয়া সঞ্চিত হইতে থাকে; আবার প্রদুষ্ট বায়ু আগন্তুক শ্লেষ্মা নিঃসরণার্থ সচেষ্ট হয়। এইরূপ বায়ুর চেষ্টা পৌনঃপুন্যে শ্লেষ্ম-ধর কলাভ্রংশ আরব্ধ হয়। তৎসঙ্গে সঙ্গে কখন শ্লেষ্মার সহিত কখন বা স্বতন্ত্র-ভাবে শোণিত স্রুত হইতে থাকে।

হেতুর বিশিষ্টতা নিবন্ধন সম্প্রাপ্তিরও বিশেষত্ব সংঘটন হয়। কতক-গুলি অহিতকর নিদান প্রবাহিকারোগের সাক্ষাৎ হেতু; আবার কোন কোন কারণ সাক্ষাৎভাবে রোগোৎপাদন করে না, পরন্তু নরশরীরে প্রবাহিকারম্ভক বিষবিশেষ সর্জ্জন করে। সেই বিশিষ্ট বিষজন্য বায়ুর প্রকোপ জন্মে। প্রকৃতিনোদিত প্রদুষ্ট বায়ুর সেই বিষ দূরীকরণার্থ সচেষ্ট হয়। বায়ুর চেষ্টাবশতঃ সেই বিষ সরলান্ত্র প্রদেশে উপস্থিত হইলে তৎ-প্রদেশস্থ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আন্ত্রিক গ্রন্থিবিশেষ স্ফীত হইয়া উঠে এবং তৎসমীপ দেশের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীজাল উচ্ছূনতা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ফুলিয়া উঠে, লাল

হয় এবং বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। ক্রমে গ্রন্থি বিদারণ এবং ঝিল্লী-ভ্রংশনিবন্ধন ব্যাধিত স্থলে ক্ষত হইতে আরব্ধ হয়। এই ক্ষত কখন কখন ক্ষুদ্রান্ত্র পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়, কুত্রাপি বা মুখগহ্বর পর্য্যন্ত ব্যাপিয়া উঠে।

অরতি, মুখের দীনতা, বলভ্রংশ, কোষ্ঠকাঠিন্য বা কোষ্ঠবদ্ধতা, নাভি-প্রদেশে ভারবোধ এবং ঈষৎ ঈষৎ বেদনানুভব, ক্ষুধামান্দ্য, নাড়ীস্থূল এবং মৃদুতাপযুক্ত, আহারে অনিচ্ছা এবং মুখবৈরস্য ইত্যাদি লক্ষণ প্রবাহিকা-রোগের পূর্ব্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

প্রবাহিকাপীড়া কোনস্থলে জ্বরপুরঃসর কুত্রাপি বা জ্বরের সঙ্গে সঙ্গে আবির্ভূত হয়। কচিৎ বা দুই একদিন বা ততোধিক কাল পীড়াভোগ করিলে জ্বর প্রকাশ পায়। কোন কোন স্থলে আদৌ জ্বর প্রকাশ পায় না। শুদ্ধ প্রবাহিকায় প্রায়শঃ জ্বর হয় না; সাতিসারিকা প্রবাহিকার জ্বরবেগ অনিবার্য্য। দোষদুষ্টির তারতম্যানুসারে জ্বরবেগেরও তারতম্য হইয়া থাকে।

পীড়ারম্ভে কোষ্ঠশুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়। দুই একবার অত্যন্ত দুর্গন্ধ মল নির্গমের পর, স্থলবিশেষে ব্যাধির আবির্ভাব হইতে দেখা যায়। কিন্তু সকল স্থলে সেরূপ ঘটে না। প্রায়শঃ হরিদ্বর্ণ বিকৃতপিত্তমিশ্রিত অথবা স্বাভাবিক মলের সঙ্গে আমনির্গম আরব্ধ হয়। পীড়া বৃদ্ধি পাইলে মলনির্গম রোধ হয়। শুদ্ধ প্রবাহিকায় পিচ্ছিল শ্বেতবর্ণ কফ কিম্বা রক্ত সম্পর্ক বশতঃ গোলাপী রঙ্গের শ্লেষ্মা নির্গত হয়। সাতিসারিকা প্রবাহিকায় পিত্ত, রক্ত, বসা, নাসিকা, উদক প্রভৃতি ধাতুর সহিত শ্লেষ্মা নিঃসরণ হইতে থাকে। কচিৎ বা সংহতাবয়ব ক্ষুদ্র বৃহৎ মলের গুটিকা অর্থাৎ গুঠিলা বিমিশ্রিত থাকে। কোষ্ঠশূল, পরিকর্ত্তিকা, কুন্থনাতিশয্যে গুদভ্রংশ অর্থাৎ হালিশনির্গম, ন্যূনাতিরেক পরিমাণে উদরাধ্মান ইত্যাদি লক্ষণ সচরাচর প্রকাশ পায়। জিহ্বার মধ্যভাগে শ্বেতপীত বর্ণের মল সঞ্চয় হয়, তৎপার্শ্বদ্বয় লাল হইয়া উঠে। জিহ্বাপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণের উৎসেধ বহির্গত হয়। কোন কোন স্থলে জিহ্বা লাল, শুষ্ক এবং চিক্কণাভ হইয়া থাকে।

হিক্কা, পিপাসা, বমন, বিবমিষা, শিরোলুণ্ঠন, গ্রন্থিস্ফীততা এবং মূত্রকৃচ্ছ্রতা প্রভৃতি প্রবাহিকা রোগের উপদ্রব মধ্যে পরিগণিত।

বৃহদন্ত্র নলিকার অভ্যন্তরের উপরিতন অংশে শ্লেষ্ম-ধর কলা। তন্নিম্নে

রক্তধরকলা আন্ত্রিকক্ষত প্রবৃদ্ধ হইয়া রক্তধরকলা পর্য্যন্ত অবগাহন করিলে কলা আদৌ শ্লথ পশ্চাৎ ভ্রংশ হইতে থাকে। তৎকালে উদরে বিষম যন্ত্রণা অনুভব হইতে থাকে। শ্লথ অংশ নির্গত হইয়া গেলে রোগী কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে। কলাভ্রংশকালে মলে অত্যর্থ দুর্গন্ধ হয়।

রক্তধরকলা আক্রান্ত হইলে শ্বেত বা শ্বেতরক্তপূয়কল্প আস্রাব নিঃসৃত হইতে থাকে। পূয়কল্প আস্রাব কখন কফ-রক্ত-লসিকা প্রভৃতির সহিত অল্প পরিমাণে নির্গত হয়, কখন বা স্বতন্ত্রভাবে প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হইতে দেখা যায়।

মেদোক্ষয় প্রবাহিকা পীড়ার অন্যতম লক্ষণ। সময় সময় মেদোক্ষয় নিবন্ধন উদরত্বকের স্থিতিস্থাপকতা নষ্টপ্রায়ঃ হইয়া উঠে। করাঙ্গুলিদ্বারা উদরত্বক কুঞ্চিত করিয়া আনিয়া যে ভাবে রাখা যায়, অনেকক্ষণ সেইভাবে অবস্থিতি করে। ইহা দুর্লক্ষণের মধ্যে পরিগণিত। যুবকদেহে এ রূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে পীড়া প্রায়শঃ অসাধ্য হয়। অতীসার পীড়ার ন্যায় প্রবাহিকা রোগের অবস্থা দ্বিবিধ। একের নাম আম ও অপরের নাম পক্ক। এই আম পক্কাবস্থার সম্যক্ পরিচয় দিয়া, প্রবাহিকা পীড়ার চিকিৎসাক্রম যথাবৎ বর্ণন করিব। ক্রমশঃ—

মাগুরা, পোঃআঃ বারুইপাড়া } কবিরাজ শীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিরত্ন।

দীর্ঘকাল পরে শীতল বাবুর প্রবন্ধ পাঠ করিয়া সম্মিলনীর অনেক পাঠকই আনন্দানুভব করিবেন। আর যাঁহারা কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত ঔষধপ্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী প্রবন্ধের নিতান্তই পক্ষপাতী, তাঁহারাও হতাশ হইবেন না। চি, স, স।

তুতিয়া।

ইহার ইংরাজি নাম সল্‌ফেট অব কপার। তুতিয়া তামা হইতে প্রস্তুত হয়। তামা এবং সল্‌ফিউরিক্ এসিড যোগে তুতিয়া বা সল্‌ফেট্ অব কপার হয়। ইহা গাঢ় নীলবর্ণ, বড় বড় দানার ন্যায় আকৃতি। আস্বাদ তামাটে এবং কষায়। শীতলজলে দ্রব হয়।

ক্রিয়া ঃ—অক্ষত চর্ম্মের উপর বা শ্লেষ্মা ঝিল্লির উপর তুতিয়া লাগাইলে কোন ক্রিয়া প্রকাশ করে না। ক্ষতাদির উপর লাগাইলে ইহা ক্ষতাদির

পূযের ও রসের সহিত মিশ্রিত হইয়া ঐ রস ও পূযকে সংযত করে, অর্থাৎ ঐ রস ও পূয় জমাট বাঁধিয়া যায়। তাহাতে ক্ষতের উপর একটী আবরণ পড়ে। আদত নির্জ্জল তুতিয়া অল্প দাহকগুণবিশিষ্ট। ক্ষতাদিতে প্রয়োগ করিলে ঐ ক্ষতকে উত্তেজিত করে। সেবনই কর বা ক্ষতের উপরই লাগাও, তুতিয়া সঙ্কোচক গুণবিশিষ্ট। কেবলমাত্র সেবনে ইহা স্নায়বীয় বলকারক অর্থাৎ স্নায়ুর বলবিধান করে। ইহা ধারকগুণবিশিষ্টও বটে। অধিক মাত্রায় ইহা বমনকারক। বমনকারক মাত্রায় ইহা পাকস্থলীর উপর উগ্রতা ক্রিয়া প্রকাশ করে। পাকস্থলী উগ্র হয়—পাকস্থলীর উদ্বেগ হয়।

তাম্রঘটিত ঔষধ সকল অধিক দিন বা অধিক মাত্রায় সেবনে বিষক্রিয়া করে। আদত তাম্র বিষাক্ত নয়, কিন্তু ইহা সামান্য অম্ল দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইলেই বিষাক্ত দ্রব্যে পরিবর্ত্তিত হয়। এই জন্য তাম্রপাত্রে ভোজন করা বা তাম্রপাত্রে খাদ্যাদি পাক করা বিপদজনক।

তুতিয়া অধিক পরিমাণে সেবনে অৰ্দ্ধ ঘণ্টা মধ্যে বিষাক্ত হওনের লক্ষণ সকল প্রকাশ পায়। ইহাতে শূল ব্যথার ন্যায় এক প্রকার বেদনা উপস্থিত হয়। বমনোদ্বেগ ও বমন হয়, এক রকম সবুজবর্ণের পদার্থ বমি হইয়া উঠে। উদরাময় হয় এবং উদরের মাংসপেশীর এক রকম আক্ষেপ হয়; তাহাতে পেট যেন সাঁটিয়া ধরে এবং পেট খাম্চাইতে থাকে। সর্ব্বশরীরে আক্ষেপ হয়—ধনুষ্টঙ্কারের ন্যায় খেঁচুনি হয়। চক্ষু ও চর্ম্ম হরিদ্রাবর্ণ হয় এবং রোগী অজ্ঞান হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

মৃত দেহ ব্যবচ্ছেদে পাকস্থলী ও অন্ত্রের প্রদাহ হইয়াছে এবং তাহাতে ক্ষত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পাকস্থলী এবং অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লি পুরু এবং সবুজবর্ণের দেখায়। কোথাও বা দেখা যায় পাকস্থলী ও অন্ত্রের গা খাইয়া গিয়া ক্ষত হইয়াছে।

২ ড্রাম মাত্রায় তুতিয়া প্রাণনাশক হয়। ১৬ মাস বয়স্কা একটী বালিকা ছোট ছোট কয়েক খণ্ড তুতিয়া খাইয়া চারি ঘণ্টা মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অন্যান্য স্থানে ১২, ১৩, ৭০ বা ৬২ ঘণ্টা পরেও মৃত্যু হইতে দেখা গিয়াছে।

তাম্রপাত্রে ভোজন করিয়া ও তাম্রপাত্রে রন্ধন করা খাদ্য আহার করিয়াও অনেকে উপরোক্ত লক্ষণ সকল দ্বারা আক্রান্ত হয়। যাহারা তাম্র

খনিতে কাজ করে, তাহাদের এক প্রকার পুরাতন ধরণের সর্দ্দি ও কাশি হয় এবং উদরাময় হয়। তদ্ভিন্ন অনেকের মাথার চুলের বর্ণ সবুজ হয় এবং কাহারও কাহারও ঘর্ম্ম সবুজ হয়।

ব্যবহার ঃ—আদত তুতিয়া স্থানীয় প্রয়োগে (অবশ্য ক্ষতাদির উপর) দাহকগুণবিশিষ্ট। ক্ষতের উপর মাংসাঙ্কুর বৃদ্ধি হইলে তুতিয়া ছোয়াইয়া দিলে বা তুতিয়ার জল দিয়া ধৌত করিলে অতিরিক্ত মাংস বৃদ্ধি নিবারণ হয়। সেইরূপ চক্ষের পাতার ভিতর দিকে মাংসাঙ্কুর বৃদ্ধি হইলে (গ্রানুলেশন অবদি আইলিড্) চখের পাতা উল্টাইয়া ঐ সকল মাংসময় দানার উপর তুলিয়া বোলাইয়া দিলে উহা ভাল হইয়া যায়। চখের পাতার ভিতর ঐ সকল দানা হইলে চখে কর কর করে।

চখের পাতা উল্‌টাইয়া একখান বেশ মসৃণ তুতিয়া খণ্ড লইয়া চখের পাতার ভিতর দিকে ঐ সকল দানার উপর বুলাইয়া দিতে হইবে। তুতিয়ার জল (২—৫ গ্রেণ—জল ১ আং) দিয়া ধৌত করিলে পুরাতন ধরণের ক্ষত সকল উত্তেজিত হইয়া আরোগ্যোন্মুখী হয়। চক্ষুপ্রদাহ বা চখ উঠা রোগে (অপ্‌থ্যাল্‌মিয়া) তুতিয়ার জলের ফোটা (১—গ্রেণ—১ আং) দিলে অতি সত্বর আরোগ্য হয়। ছোট ছোট শিশুদিগের, নবপ্রসূত শিশুদিগের চখ উঠিলে অর্থাৎ চক্ষুপ্রদাহ হইলে গরম জল দিয়া চক্ষুধৌত করিয়া চক্ষের ভিতর তুতিয়ার জলের (১ গ্রেণ—জল ১ আং) ফোট দিলে অতি সত্বর চক্ষুপীড়া আরোগ্য হয়। গণরিয়াপীড়ার তরুণাবস্থা কাটিয়া গেলে তুতিয়ার লোসন (১ গ্রেণ—১ আং) দিয়া মূত্র নালীতে পীচকারী করিলে মূত্রনালীর ক্ষত প্রদাহ আরাম হয়। বর্ষাকালে অনেক লোকের পায়ের ও হাতের আঙ্গুলের কোঁণে ক্ষত হয়, উহাকে হাজা বা পাঁকুই ধরা বলে। ঐ ক্ষত তুতিয়ার জল দিয়া ধৌত করিলে অতি সত্বর আরাম হয় এবং ঐ সকল স্থান শক্ত হইয়া আর ঐ সকল স্থানে ক্ষত হইতে পারে না। তুতিয়া ও তুতিয়ার জল উগ্র, এইজন্য তুতিয়ার জল দিয়া ক্ষত ধৌত করিলে একটু ধরে ও জ্বালা করে। সন্দেহজনক সহবাসের পর তুতিয়ার জল দিয়া জননেন্দ্রিয় ধৌত করিলে গণরিয়া, সিফিলিষ প্রভৃতি সংক্রামক পীড়ার বীজ অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। চক্ষুর দাদ (টাইনিয়া টার্ছাই) হইলে চখের পাতার লোমের গোড়ায় গোড়ায় ফুস্কুড়ি বাহির হয় এবং চখ চুলকায় ও বাধিয়া যায়। এই

রোগে ঐ দাদের উপর তুতিয়া লাগাইয়া দিলে আরাম হইয়া যায়। জিহ্বার উপর সোরায়াসিস্ রোগ হইলে জিহ্বা কাটা কাটা বোধ হয়। ঐ রোগ হইলে জিহ্বার উপর তুতিয়া বুলাইয়া দিলে উপকার হয়। মুখের ভিতর বা জিহ্বার উপর পুরাতন ধরণের ক্ষত থাকিলে তাহার উপর তুতিয়া বুলাইয়া দিলে শীঘ্রই আরাম হয়। প্রদরের পীড়ায় (লিউকোরিয়া) তুতিয়ার জল দিয়া যোনি ধৌত করিলে আরাম হয়। ক্রমশঃ—

শ্রীপুলিনচন্দ্র সান্ন্যাল এম্, বি।

দীর্ঘকাল পরে ডাক্তার পুলিন বাবুকে পাইয়া পাঠকগণের সঙ্গে সঙ্গে আমরাও পরম আহ্লাদিত হইলাম। চি, স, স।

দৃষ্টফল মুষ্টিযোগ।

নাসিকারোগের ঔষধ।

১। পাপড়িখয়ের, চিকিস্সুপারি, জঙ্গিহরীতকী একত্রে জলদ্বারা লৌহপাত্রে ঘসিয়া, কুবুতরের পালকদ্বারা নাসিকার ক্ষতে লাগাইলে, নাসিকার ক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

২। নাগেশ্বরফুল, পাপড়িখয়ের একত্রে জল দিয়া লৌহপাত্রে ঘসিয়া নাসিকার ক্ষতে লাগাইলে নাসাক্ষত শীঘ্র আরোগ্য হয়।

৩। যজ্ঞডুমরের আঠা পাপড়িখয়ের ও কিঞ্চিৎ তুতিয়া একত্রে জলদ্বারা ঘসিয়া নাসিকার ক্ষতে লাগাইলে নাসাক্ষত আরোগ্য হয়।

৪। প্রদীপের পোড়াতৈল নাসিকার চটাযুক্ত ক্ষতে লাগাইলে আরোগ্য হয়।

৫। কালজীরা নেকড়ায় রাখিয়া তাহার ঘ্রাণ লইলে প্রতিশ্যাস (নাসিকা হইতে জল পড়া) ভাল হয়।

৬। দুর্ব্বাঘাসের রস অথবা দাড়িম্বফুলের কুঁড়ির রসে নস্য লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারণ হয়। শীতল জলে মস্তক ধৌত করিলেও রক্তপড়া বন্দ হয়।

৭। ফিট্‌কারীচূর্ণ অথবা বাবলার গঁদ চূর্ণ করিয়া নস্য টানিলে নাসিকা হইতে রক্তপড়া বন্ধ হয়।

৮। আমলকী ঘৃতে ভাজিয়া জলদ্বারা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে শীঘ্র রক্তপড়া বন্ধ হয়। ক্রমশঃ—

রামপুর, বোয়ালিয়া ;
রাজসাহী। } শ্রীনবকৃষ্ণ কবিরাজ।

কুন্তলীন।

কেশের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও শ্রীসম্পাদনকারী মনোহর সুগন্ধি তৈল।

কুন্তলীন সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ ; সুবাসিত কেশতৈলাদির অনুকরণে প্রস্তুত হয় নাই। তৈলের শোধন, দুর্গন্ধবিমোচন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় কেশপোষক দ্রব্যাদির দোষগুণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা এবং পর্য্যালোচনার পর ভদ্রসাধারণের ব্যবহারের জন্য এই অভিনব মনোহর-গন্ধ তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। কুন্তলীন যে মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের ব্যবহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত প্রশংসাপত্রে প্রতীয়মান হইবে।

কুন্তলীনের প্রশংসাপত্র।

সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "কুন্তলীন তৈল আমরা দুই মাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া একমাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু বলেন, "আমার বাটীর স্ত্রীলোকেরা কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে ইহার সুগন্ধ অতি প্রীতিকর এবং ইহার ব্যবহারে মস্তক যেমন শীতল থাকে, কেশও তেমনি শোভাসম্পন্ন হয়।"

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী কাস্তগিরী বি, এ, মহারাণী মহীশুরের বালিকাবিদ্যালয়ের লেডী সুপারিটেণ্ডেণ্ট বলেন "আমি কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার গন্ধ অতি সুমিষ্ট এবং ইহা যে কেশবর্দ্ধনে সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী, বি, এ, বলেন "আমি কিছুদিন হইল কুন্তলীন ব্যবহার করিতেছি। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই দেখিলাম যে, একবার মাথায় ঘসিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে চুল বেশ হাল্‌কা থাকে, শীঘ্র আর চট্‌চটে হয় না। ইহার সুগন্ধ বেশ প্রীতিজনক।"

কটকের ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেশন জজ, শ্রীযুক্ত বি, এল গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তা বলেন "কুন্তলীন দেখিতে অতি পরিষ্কার এবং ইহার গন্ধ মৃদু ও বেশ প্রীতিকর। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরলা রায় বলেন "আপনার কুন্তলীন তৈল ব্যবহার করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এতদিন আমি যে সকল তৈল ব্যবহার করিতাম, তদপেক্ষা ইহা অনেক পরিষ্কার এবং সুগন্ধদায়ক।"

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকামাত্র। ডাকে লইলে ১ বোতল ১৷৵০, বোতল ৩৲, ৪ বোতল ৫৷৷০ এবং ডজন ১৫৷৷০ টাকা।

প্রস্তুতকারক এইচ, বসু,
২৪ নং মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের

আয়ুর্ব্বেদীয়-ঔষধালয়।

২০০নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রিট্, শিমলা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে সর্ব্বপ্রকার রোগের সর্ব্ববিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ও মোদকাদি, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি আদি অতীব সুলভ মূল্যে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

যে কোন রোগী বা তাঁহার আত্মীয় মফঃস্বল হইতে রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে তৎক্ষণাৎ ভ্যালুপেবল ডাকে ঔষধ কিম্বা কেবল ব্যবস্থাপত্র পাঠান হইয়া থাকে। (বিলম্বে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার পত্র পৌঁছে নাই) কেবল ঔষধের জন্য পত্র লিখিতে হইলে তৎসঙ্গে রোগেরও অবস্থা সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে ভারতীয় এবং ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রদেশস্থ যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে নমুনাস্বরূপ নিম্নে একখানিমাত্র ইংরাজীপত্রের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা হইল।

হিন্দুকুলগৌরব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ,বি এল, সি, এস, আই মহোদয় কি লিখিয়াছেন তাহা পড়ুনঃ—

আমি কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে বহুবর্ষাবধি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি একজন অতি উচ্চদরের চিকিৎসক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতিনিধি বলিয়া তাঁহার যশ এতদ্দেশে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছে, এমন কি ঐ যশ মহাসমুদ্র পার হইয়া ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যেহেতু কবিরত্নের প্রচারিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাসম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বড় বড় পণ্ডিত ও ডাক্তার দ্বারা আদৃত হইয়াছে।

আমি আমার ও নিজ পারিবারিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক স্থলেই কবিরাজ মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছি। এক সময়ে আমার একটা আত্মীয় গুরুতর নূতন বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কিছু দিন শয্যাশায়ী থাকেন, কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত তৈল ও ঘৃতাদি ব্যবহারে তাঁহার ঐ রোগ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হইয়াছিল।

কবিরাজ মহাশয় যে মহামাষ তৈল, ছাগলাদি ঘৃত এবং অন্যান্য তৈল ও ঘৃত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে সকল তাঁহার নিজের পরিদর্শনে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত ঔষধ যে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও আশ্চর্য্য ফল-প্রদ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই করা যাইতে পারে না।

আমি নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, যাঁহারা কবিরাজ মহাশয়কে জানেন এবং যাঁহারা তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টাতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা প্রণালী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে তাহা নহে, পরন্তু ইহার বিলুপ্ত অংশেরও পুনরুদ্ধার হইবে।"

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

53

১০ম বৎসর, ১০ম খণ্ড, ৪র্থ ও ৫ম সংখ্যা।

চিকিৎসা-সম্মিলনী।

মাসিক-পত্রিকা।

শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্,এ,বি, এল্,

জমীদার মহাশয়ের বিশেষ উদ্যোগে

কবিরাজ শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন

কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, ২০০ নং বাটী হইতে সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৫ নং সিমলাষ্ট্রীট্, জ্যোতিষপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে
শ্রীশ্রীচরণ চৌধুরী দ্বারা
মুদ্রিত।

প্রতি সংখ … মাত্র।

ISSUE(S) MISSING
3
COLOUR PAPER

সূচীপত্র।

বিষয়।		পৃষ্ঠা।
Success of Kaviraji.	... ...	১১৫
ঐ কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা	... ...	১১৮
ঔষধ বিনা রোগশান্তি	... ...	১২২
ম্যালেরিয়া রোগে গরমজল	... ...	১২৮
দেশীয় স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন (ধনোপার্জ্জনের অন্যান্য পন্থা)		১৩১
প্রবাহিকা (কবিরাজী)	... ...	১৩৪
কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেসন্ (হোমিওপ্যাথিক)	...	১৩৮
সর্পবিষ ও তাহার চিকিৎসা (এলোপ্যাথি)	...	১৪২
ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালী (নীলাম্বরের বড়ী ও গণিমিয়ার ঘড়ি)		১৫০
ভৈষজ্য-তত্ত্বে (বাকস) (ডাক্তারী)	... ...	১৫৫
ঐ তিল ঐ	... ...	১৫৭
ঐ বট ঐ	... ...	১৫৯
ঐ নারিকেল ঐ	... ...	১৬১
রসায়ন-তত্ত্ব (শিবনাথ রস)	... ...	১৬৭
ঐ (যমদণ্ড রস)	... ...	১৬৯
চ্যবপ্রাশের প্রস্তুত ও প্রয়োগ প্রণালী	... ...	১৭১
আবার চ্যবনপ্রাশ	... ...	১৭৬
চ্যবনপ্রাশ ও কড্‌লিবর অয়েল	... ...	১৭৯
শোকসংবাদ আমাদের কথা	... ...	১৮১

—০—

দ্বিতীয় বর্ষে বিপুল উদ্যোগ, বিরাট আয়োজন!

সম্পূর্ণ নূতন ধরণের **চিকিৎসক ও সমালোচক।** মাসিক-পত্র।

হোমিওপ্যাথিক ও এলোপাথিক ও কবিরাজী এই তিন রকম চিকিৎসা এবং উপন্যাস ও কবিতাদি বঙ্গের সুলেখকগণকর্ত্তৃক লিখিত হইয়া এই মাসিক-পত্রখানি সুনিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। সর্ব্বত্র অগ্রিম বার্ষিক মূল্য মায় মাশুল দুই টাকা, অসমর্থ পক্ষে এক টাকা মাত্র। আবার ৫০০০ গ্রাহককে সম্পাদক ও ডাক্তার শ্রীসত্যকৃষ্ণ রায় কৃত সেই সর্ব্বজন প্রশংসিত ৬০ আনা মূল্যের "সরল ভৈষজ্য-তত্ত্ব অথবা দুই খানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস উপহার দেওয়া যাইবে। ম্যানেজিং এজেণ্ট—জগদ্বিখ্যাত খুচরা ও পাইকারি হোমিওপ্যাথিক্ ঔষধ ও অস্ত্রাদিবিক্রেতা, প্যাটিসন্ এণ্ড কোং নামে ১৯/১ নং নয়নচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীটে ১০ আনার ষ্ট্যাম্পসহ পত্র লিখিলে নমুনাসহ ক্যাটালগ প্রেরণ করা যায়।

(স্বাক্ষর) শ্রী[illegible]

মূল্যপ্রাপ্তি।

H. H. মহারাজা বাহাদুর দিনাজপুর	৩।৵০
H. H. মহারাণী স্বর্ণময়ী কাশিমবাজর	৩।৵০
রাণী নিস্তারিণী দেবী মহিষাদল রাজবাটী, মেদিনীপুর	৩।৵০
অনারেবল ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় জজ হাইকোর্ট, কলিকাতা	৩।৵০
রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুর মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	৩।৵০
রাজা গিরীন্দ্রচন্দ্র রায় সেওড়াফুলী রাজবাটী, বৈদ্যবাটী	৩।৵০
রাজা পূর্ণচন্দ্র রায় ঐ ঐ ঐ	৩।৵০
কুমার আশুতোষ নাথ রায় বাহাদুর কাশিমবাজার, মুর্শিদাবাদ	৩।৵০
রায় হরচন্দ্র চৌধুরী বাহাদুর জমীদার সেরপুর, ময়মনসিংহ	৩।৵০
কুমার দক্ষিণেশ্বর মালিয়া বাহাদুর শিয়ারশোল রাজবাটী	৫৲
বাবু রাজকুমার রায় জমীদার নড়াল, যশোহর,	৬৸০
বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত দেওয়ান বাহাদুর হাতোয়া এষ্টেট্	৩।৵০
বাবু সুবিন্দুনারায়ণ আচার্য্য চৌধুরী জমীদার মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ	১৩।০
রায় রাধাগোবিন্দ রায় সাহেব বাহাদুর দিনাজপুর	৩।৵০
রায় কালিকাদাস দত্ত দেওয়ান বাহাদুর কুচবিহার এষ্টেট্	৩।৵০
বাবু চন্দ্রকুমার বসু জমীদার লাউসার, খানাকুল	৩।৵০
বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার তেলিনীপাড়া, হুগলী	৩।৵০
বাবু শ্যামাচরণ রায় জমীদার, ধুলিয়ান, কাঞ্চনতলা	৩।৵০
রায় যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর গবর্ণঃ প্লীডার, হাজারিবাগ	৩।৵০
ডাক্তার অন্নদাপ্রসাদ দে হাজারিবাগ	৩।৵০
বাবু কালীকুমার মিত্র গবর্ণমেণ্ট হিন্দী ট্রান্স্লেটার কলিকাতা	৩।৵০
কবিরাজ জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য দিঘা, দানাপুর	৩।৵০
কবিরাজ নবদ্বীপ চন্দ্র দত্ত সাবার, ঢাকা	৩।৵০
কবিরাজ গোপালচন্দ্র সিংহ নাটোর, রাজসাহী	৩।৵০
ডাক্তার রসিকলাল দাস মাঝিপাড়া, জাগুলিয়া, নদীয়া	৩।৵০
ডাক্তার নিবারণচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সাতক্ষীরা, খুলনা	৪৸০
ডাক্তার জি, সি, চাটার্জ্জি নবাবগঞ্জ, চাপাই, মালদহ	১১৵০
ডাক্তার রাজকুমার সেন ন্যাশ্‌ন্যাল মেডিক্যালহল, জলপাইগুড়ি	৩।৵০
বাবু রাধাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় খলিপাবাগ, ভাগলপুর	৩।৵০
বাবু পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাদপুর, মেমারী	৩।৵০

COLOUR PAPER

ডাক্তার ভগবান্‌চন্দ্র দাস রাজদিয়া, জৈনসার, ঢাকা ৩৷৵০
কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র বিশ্বাস লুধিয়ানা, পাঞ্জাব ৩৷৵০
বাবু মহিমচন্দ্র দে কুণ্ডবাড়ী, ময়মন্‌সিংহ ৩৷৵০
কবিরাজ নরেন্দ্রনারায়ণ রায় গাইবাঁধা, রঙ্‌পুর ৩৷৵০
কবিরাজ হারাণচন্দ্র মজুমদার গাইবাঁধা রঙ্‌পুর ৩৷৵০
ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী সিধৌলী, সীতাপুর, আউধ ৩৷৵০
ডাক্তার নেপালচন্দ্র ঘোষ শঙ্গাশূলপুর, যশোর ৩৷৵০
ডাক্তার শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় দাঁতুন, মেদিনীপুর ৩৷৵০
ডাক্তার রাজকুমার ঘোষ সাহানগর, মুর্শিদাবাদ ৩৷৵০
ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র দত্ত মনোহারীপাটী, সিরাজগঞ্জ ৩৷৵০
বাবু উপেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র জমীদার পঁচেটগড়, মেদিনীপুর ৩৷৵০
বাবু হৃদয়কৃষ্ণ মজুমদার সিংহজানি কাছারী, জামালপুর, ময়মন্‌সিংহ ৩৷৵০
বাবু বিপিনবিহারী সরকার সাহাজাদপুর, পাবনা ৩৷৵০
কবিরাজ গোবিন্দচন্দ্র সেন নড়াল, যশোর ৩৷৵০
বাবু মোহিনীমোহন ভট্টাচার্য্য ইঞ্জিনীয়ার আফিষ, খুলনা ২৷৵০
বাবু বিপিনবিহারী রায় মুনসেফ্‌কোর্ট, মেহেরপুর, নদীয়া ২৷৵০
মহাম্মদ মফিজুদ্দীন্ উলিপুর, রঙ্‌পুর ২৷৵০
বাবু মুচিরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষীরপাই, মেদিনীপুর ২৷৵০
ডাক্তার ঈশ্বরচন্দ্র দাস নাগরপুর, ময়মন্‌সিংহ ২৷৵০
বাবু নীলকমল ভট্টাচার্য্য চিলমারী, রঙ্‌পুর ২৷৵০
বাবু গোপালচন্দ্র দে মিহা, নওগাঁ, আসাম ২৷৵০
বাবু মহিমচন্দ্র মজুমদার সুকর, মিরপুর, শ্রীহট্ট ২৷৵০
বাবু কমলাচরণ সেন লামাপুটিজুরি, শ্রীহট্ট ২৷৵০
বাবু হরিচরণ পাল লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী ২৷৵০
বাবু রাসমোহন রায় হস্পিটাল আসিষ্টাণ্ট জ্ঞানঘাট, শ্রীহট্ট ২৷৵০
ডাক্তার রমানাথ গুঁই চন্দ্রকোণা, মেদিনীপুর ২৷৵০
ডাক্তার গোপালচন্দ্র রায় সুখচর, ধুবড়ী ২৷৵০
বাবু বিনোদবিহারী রায় তালন্দা, রাজসাহী ২৷৵০
বাবু অবিনাশচন্দ্র রায় চৌধুরী মেডিক্যাল প্রাক্টিশনার রাড়ুলিকাটীপাড়া ২৷৵০
ডাক্তার যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মকিমপুর ভাশতাড়া, হুগলী ২৷৵০

বাবু হরিচরণ চক্রবর্ত্তী শিবনিবাস, নদীয়া ২৷৵০
ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায় নবাবগঞ্জ, আরা ২৷৵০
বাবু প্রাণগোপাল দেব মোক্তার শিববাটী, বগুড়া ২৷৵০
বাবু অনুকূলচন্দ্র মণ্ডল লাইব্রারিয়ান, রাসপুর পিপল্‌স্ লাইব্রারী, হাবড়া ২৷৵০
ডাক্তার রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় খলিসাদী, ২৪ শ পরগণা ২৷৵০
বাবু ঈশানচন্দ্র বৈদ্য স্থলপোতা, ২৪শ পরগণা ২৷৵০
ডাক্তার ভুবনমোহন কলাপাকা, দেবগঞ্জ ডিস্পেন্সারী, বৈদ্যবাটী ২৷৵০
বাবু কামিনীকুমার সেন গুপ্ত দ্বারবাসিনী, হুগলী ২৷৵০
বাবু পার্ব্বতীচরণ রায় রহমৎপুর, বরিশাল ২৷৵০
ডাক্তার বিহারী লাল সিংহ রঘুনাথপুর, নদীয়া ২৷৵৭
ডাক্তার বৃন্দাবনচন্দ্র সাহা মকিমপুর সেরাজগঞ্জ ২৷৵০
বাবু কৈলাসচন্দ্র পাল সাহুল্যাপুর ২৷৵০
বাবু বালকনাথ দাস কয়থাস্কুল বীরভূম ২৷৵০
বাবু হরিশ্চন্দ্র সেনগুপ্ত শিবপুর ২৷৵০
বাবু উমেশচন্দ্র বসু গোণালী, খুলনা ২৷৵০
বাবু শশিভূষণ সেন পাঁচদোনা, ঢাকা ২৷৵০
বাবু যোগীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জগন্নাথপুর ডিস্পেন্সারী নদীয়া ২৷৵০
বাবু জগচ্চন্দ্র রায় পাঁচথুপী বর্দ্ধমান ২৷৵০
বাবু ভৈরবপ্রসাদ চৌধুরী পাটনা কর্ণেলগঞ্জ ২৷৵০
ডাক্তার অঘোরনাথ হাজরা বোরার বর্দ্ধমান ২৷৵০
কবিরাজ হরিনাথ অধিকারী চৌগাছা, নদীয়া ২৷৵০
বাবু কার্ত্তিকচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় আট কোটিয়া ২৷৵০
বাবু মধুসূদন জানা হেড পণ্ডিত কাঁথী M. R. স্কুল মেদিনীপুর ২৷৵০
বাবু হরিকুমার মৌলিক নগরবাড়ী, টাঙ্গাইল ২৷৵০
বাবু শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তী প্লীডার জজকোর্ট, ময়মন্‌সিংহ ২৷৵০
বাবু হরিমোহন মিত্র ৪ নং বোনয়াপাড়া উত্তর ইটালী, কলিকাতা ২৷৵০
বাবু জগদ্বন্ধু বন্দোপাধ্যায় মাশাগ্রাম, বর্দ্ধমান ২৷৵০
বাবু মধুসূদন রায় হরধাম, নদীয়া ২৷৵০
বাবু শশীনাথ বাগচী গাঙ্গাইল, রাজসাহী ২৷৵০
বাবু নারায়ণপ্রসাদ মিত্র সেকেণ্ড ক্লার্ক কমিশনার আফিস্ কটক ২৷৵০

বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় চকবামনগড়িয়া বর্দ্ধমান	২।৵০
বাবু শরচ্চন্দ্র শর্ম্মা অধিকারী গুজিয়ান, শিবগঞ্জ	২৵০
কবিরাজ ফেলারাম সেনগুপ্ত গিরিডি	২।৵০
বাবু জগন্নাথ সাহা কাশিমগঞ্জ রাজমহল	২।৵০
বাবু দৈবনাথ ঘোষ হস্পিট্যাল আসিষ্টাণ্ট বেলগাছি টিষ্টেট্ জলপাইগুড়ি	২।৵০
ডাক্তার সাতকড়ি দাস পুরস্থরা হুগলী	২।৵০
বাবু ভক্তিরাম চৌধুরী হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার বড়পেটা আসাম	২।৵০
বাবু রামচন্দ্র ভাহুড়া উথুলীগ্রাম পাবনা	২।৵০
ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বেলুন ডিস্পেন্সারী মেদিনীপুর	২।৵০
বাবু কৃষ্ণদাস বসু মল্লিক উস্তিবঙ্গ বিদ্যালয়, ২৪শ পরগণা	২।৵০
কবিরাজ কৃষ্ণপ্রসন্ন রাণা আজানবাড়ী মেদিনীপুর	২।৵০
ডাক্তার যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় কোলস্থর ২৪শ পরগণা	২।৵০
বাবু কৈলাশচন্দ্র শর্ম্মা বিশ্বাস সলিল আরা ময়মন্‌সিংহ	২।৵০
বাবু মনোগোপাল গোস্বামী নবগ্রাম, বর্দ্ধমান	২।৵০
কবিরাজ মহম্মদ ইস্মাইল সামটা যশোর	২।৵০
ডাক্তার কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী ফুলবাড়ী দিনাজপুর	২।৵০
বাবু যদুনাথ রায় হিন্দু কোম্পানী ময়মন্‌সিংহ	২।৵০
বাবু প্যারীমোহন চাকী ভরুয়া ময়মন্‌সিংহ	২।৵০
বাবু কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য সুন্দরগঞ্জ, রংপুর	২।৵০
ডাক্তার মহিমচন্দ্র দাস, ডি, এল, এম, এস আওরাঙ্গাবাদ, মুর্শিদাবাদ	২।৵০
বাবু নরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শিয়ারশোল, ভায়া রাণীগঞ্জ	২।৵০
কবিরাজ কালীকুমার দাস গুপ্ত শুকরগ্রাম	২।৵০
কবিরাজ উমাচরণ দাস, হুগলী, ফরিদপুর	২।৵০
বাবু প্রতাপচন্দ্র সাহারায়, তেলীপাড়া, দিনাজপুর	২।৵০
কবিরাজ আকানউল্লা মাহিগঞ্জ, রংপুর	২।৵০
বাবু তারিণীকান্ত নন্দী লক্ষ্মীকোল, পাবনা	২।৵০
ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র দাস, ডিমলা, রংপুর	২।৵০
ঐ দীননাথ মজুমদার দোগাছিয়া, পাবনা	২।৵০
ঐ কৃষ্ণধন সরকেল, চক্রবেড়, হাবড়া	২।৵০
বাবু কেদারনাথ মণ্ডল খেজুরী স্কুল, মেদিনীপুর	২।৵০
বাবু বিষ্ণুদাস নাথ চাপাই, মালদহ	২।৵০
বাবু পূর্ণচন্দ্র অধিকারী পাকুড়িয়া, সারা	২।৵০
বাবু চন্দ্রনাথ গন্ধবণিক বাগুয়া, ঢাকা	২।৵০
বাবু চন্দ্রকান্ত ঘোষাল কম্পাউণ্ডার নাড়াজোল রাজবাটী, মেদিনীপুর	২।৵০
মহম্মদ আব্দুলরহিম সরকার কারলৈট্ দিনাজপুর	২।৵০
বাবু গোকুলানন্দ বর্ম্মা, বাঁকীপুর	২।৵০

Success of Kaviraji.

DESPISED though the *Kavirajes* be by the British Government which classes them in State returns as *herbalists*, there can be no question that in many of those formidable diseases that assail humanity in the tropics, the *Kaviraj* always achieves a much larger measure of success than his brethren, professing other modes of cure. If we remember aright, at the last, or rather first, Medical Congress at Calcutta, a paper was read by Dr. Jogendra Nath Ghose on what he believes to be a new disease to which Indian children very genereally succumb. The liver becomes weak, and fails to discharge its usual functions. The child grows feverish, and begins to be gradually emaciated. Indigestion is the principal symptom, marked by the parents. The following account of a cure, effected by the well-known Kaviraj Abinash Chunder Kaviratna of Calcutta. is certainly interesting. The child belongs to a respectable family of this city, *viz.* that of Babu Nitye Chand Chuckerbuty, the famous player on the kettle drum and the *Pakwaz*. His brother Sriram, now dead, had an Indian reputation. Without further preface, we give the account below ;—

"ONE AFTER EIGHTEEN."

"A case of extraordinary and wonderful cure.

"The fact is admitted by all who use their eyes and ears that, in Bengal at least, the *Kaviraji* system of cure, after having gone to the wall before the first influx of the European method, is gradually gaining ground, and winning respect for itself from the reluctant lips of its great rival. Many wonderful cures are effected by these Indian "herbalists," of cases, given up as incurable by both Allopaths and Homœopaths. I subjoin the details of a case that is undoubtedly interesting, and that may certainly be regarded as a triumph of the system, profounded by the Rishis of Ancient India.

Nearly a year ago, having an attack of the gout, I placed myself under the treatment of the well-known Kaviraj Abinash

Chunder Kaviratna of Cornwallis' street Calcutta. Consider. ing my age, which was then 62, I had no serious hopes of a cure of my malady. I am glad, however, to state that through the exertions of my friend, and the efficacy of those drugs which are mentioued in Charaka, I got rid of my painful affilication within a remarkably short space of time. Walking, which to me had been painful and difficult became a pleasure, and I used to almost daily visit my friend at his dispensary. There I saw, from day to day, many persons, weighed down by old complaints some of which had been given up as incurable by practitioners of the European method of the healing art, treated very successfully by Kaviraj Abniash Chunder. My faith in his skill and the efficacy of the Hindu method of treatment became stronger day by day.

"About this period, I spoke to Kaviratna of a little grandchild of mine, aged a month-and-a half. It is the nineteenth child of its parents, and the sole survivor of all its brothers, the previous eighteen having all been carried off before any of them was two months old. I had spent hundreds of rupees on each child for saving it by calling some of the most eminent professors of the European method of the healing art. All their exertions had proved abortive. Not a single child could be saved. The old disease whatever it was, had made its appearance in the nineteenth child. The same symptoms were noticeable. The liver had become deranged. The eyes had become yellow. All of us expected that within a few more days, the eyes would rot. further emacia-tion would set in, and death carry off the little one, like all its predecessors. It was at this stage that the Kaviraj was called in. After a careful scrutiny of the child, he exmamined its stools. These presented the aspect of inspissated milk. The diet upon which it had been kept was goat's milk, and suck had been forbidden, as in the cases of all the previous ones. The Kaviraj stopped goat's milk. and prescribed only barly and water as diet, and a few simple drugs of vegetable origin. Within a week, it was noticed that the stools improved, and

assumed their natural colour. The yellowness of the eyes began to abate. Within two weeks at the most, all symptoms of disease were at an end. The liver resumed its action, the eyes became natural in colour, and assumed the bright lustre of health. The general complexion became healthy, and the little patient seemed to be as cheerful as a child becomes when perfectly free from all complaints. Weeks grew into months, and the infant improved visibly, and began to grow and grow to the joy of all its relatives. When restored to perfect health, the Kaviraj discontinued his visits; the parents of the child became a little careless in the matter of diet. The child became ill again, but very soon, by calling in the Kaviraj and resorting to his mode of treatment, the illness passed away. The age of the little patient is now seven months. There is every hope of its living, unless anything untoward happens to carry it off. There can be no doubt, however, that the disease that has killed all its brothers, eighteen in number, and that had made its fell appearance in this one also, has been successfully conquerred by a "herbalist" with the aid of the knowledge which the Rishis of Ancient India have preserved in their immortal treatises. I send you herewith an wood-cut showing the child as it now is;—

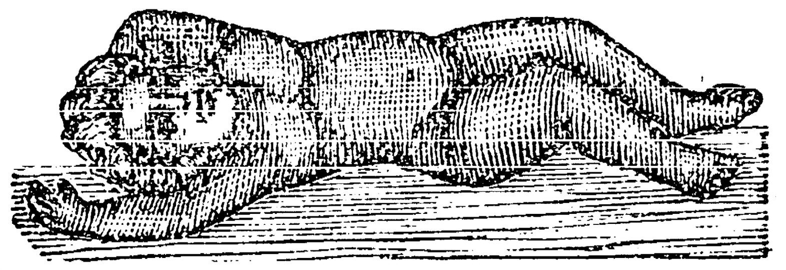

"Although I am not a medical man, it is my firm conviction that those children which die soon after their birth, succumbing to that dreadful affection of the liver which is accompanied by such symptoms as yellow eyes, paleness of complexion, indigestion, and rapid emaciation, with or without fever, may be saved if their parents resort to the Hindu methol of cure, as practised by such competent physicians as Kaviraj Abinash Chunder Kaviratna. I wish to guard against a misconception. The object of the above account is not certainly to give a puff to my friend. He is already so famous, and enjoys such a world-wide celebrity in consequence of his Hindu medical publications that

he does not certainly stand in need of any puff from a person like me. My object, on the other hand, is simply to draw the attention of parents to this remarkable cure, and to convince them of the efficacy of the Hindu system of treatment, as still followed in this country by all its eminent followers."

The Indian mirror,
Daded 27 th November, 1895.
CALCUTTA.

Yours, &c.,
NITYE CHAND CHUCKERBUTTY.
The 22nd November, 1895.

কবিরাজীর কৃতকার্য্যতা।

ইণ্ডিয়ান্ মিরার হইতে অনুবাদিত।

ব্রিটিশগবর্ণমেণ্ট যদিও কবিরাজগণকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন এবং বৎসর বৎসর তাঁহাদের রাজকীয় তালিকাতে কবিরাজগণ যদিও গাছড়াওয়ালা হাতুড়িয়া বলিয়া আখ্যাত হন, তথাপি এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশবাসীগণ যে সকল কঠিন কঠিন রোগকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন, তাহার অধিকাংশ স্থলে চিকিৎসাবিষয়ে কবিরাজগণ অন্যান্য প্রণালীর চিকিৎসকগণ অপেক্ষা অধিকপরিমাণে জয়লাভ করেন। আমাদের বেশ স্মরণ আছে, কলিকাতায় যখন শেষ অথবা প্রথম মেডিকেল কংগ্রেশের অধিবেশন হয়, তখন ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ বালকদিগের যকৃৎ সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহার বিশ্বাস এই রোগ নূতন এবং ইহার দ্বারা ভারতীয় বালকগণ সচরাচর আক্রান্ত হয়। তাহাদের লিভার দুর্ব্বল হয় এবং উহার কার্য্যকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। বালক জরাক্রান্ত হয় এবং ক্রমশঃ উহার বর্ণ ফেকাশিয়া হইতে আরম্ভ হয়। অজীর্ণতাই উহার প্রধান লক্ষণ বলিয়া পিতা মাতাকর্ত্তৃক লক্ষিত হইয়া থাকে। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন সম্প্রতি এই রোগ যে রূপে আরোগ্য করিয়াছেন, তাহার বিবরণ নিশ্চয়ই পাঠকগণের পক্ষে হিতকারী হইবে বলিয়া নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। শিশুটী কলিকাতা সহরের একটী উচ্চ সম্ভ্রান্তবংশীয় সুপ্রসিদ্ধ পাকওয়াজবাদ্যকর বাবু নিতাইচাঁদ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। নিতাই-

বাবুর ভ্রাতা মৃত শ্রীরাম বাবুকে ভারতবাসী সকলেই জানিতেন। আরও ভূমিকা বিস্তৃত না করিয়া নিম্নে বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

"আঠারটীর পর একটী"

আশ্চর্য্য এবং অদ্ভূত আরোগ্যঘটনা।"

যাঁহাদের চক্ষু কর্ণ আছে, তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, ইউরোপীয় চিকিৎসাপ্রণালীর সমাগমের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে কবিরাজী চিকিৎসা নষ্টপ্রায় হইয়াছিল। অধুনা উহা ক্রমে ক্রমে দৃঢ়মূল হইতেছে এবং উহার প্রতিদ্বন্দী চিকিৎসাপ্রণালী সকলের অনিচ্ছাসত্বেও উহা তাহাদের নিকট হইতে সম্মানলাভ করিতেছে। এলোপাথ এবং হোমিওপাথেরা যে সকল রোগ অসাধ্য বলিয়া ত্যাগ করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ রোগই আশ্চর্য্যরূপে এই সকল হাতুড়িয়া কবিরাজদ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। প্রাচীন ভারতবর্ষীয় ঋষিগণদ্বারা আবিষ্কৃত আয়ুর্ব্বেদচিকিৎসাপ্রণালীর জয়ঘোষণাস্বরূপ আমরা নিম্নে সেই আরোগ্য ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিলাম।

প্রায় এক বৎসর গত হইল, আমি বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কলিকাতা কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীটের বিখ্যাত কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের চিকিৎসাধীনে থাকি। আমার তখন বয়স ৬২ বৎসর, সুতরাং আরোগ্যের আশা ততদূর ছিল না। তথাপি আনন্দের সহিত বলিতেছি যে, আমার বন্ধুর চেষ্টায় এবং চরকলিখিত ঔষধের গুণে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমি ঐ যাতনাময় বাত হইতে মুক্ত হই। পদব্রজে গমন করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ও যন্ত্রণাদায়ক ছিল, কিন্তু উহা এক্ষণে আমার পক্ষে আনন্দের কার্য্য হইয়া উঠিল এবং আমি প্রতিদিন আমার বন্ধুকে তাঁহার ঔষধালয়ে দেখিতে যাইতাম। তথায় আমি প্রতিদিন সহস্র সহস্র রোগীকে পুরাতন রোগগ্রস্ত দেখিতাম। তন্মধ্যে কত শত রোগী ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালীকর্ত্তৃক তাহাদের রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কর্ত্তৃক আরোগ্য হইয়াছে তাহাও দেখিতাম। এইরূপে অবিনাশচন্দ্রের চিকিৎসার দক্ষতা এবং হিন্দুচিকিৎসাপ্রণালীর কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দিন দিন আমার বিশ্বাস বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

এই সময়ে আমি কবিরত্নকে এক দিন আমার একটী দেড়মাস বয়স্ক ছোট পৌত্রের কথা বলিলাম। এইটী তাহার পিতামাতার উনবিংশ পুত্র।

পূর্ব্ববর্ত্তী ইহার ১৮ আঠারটী ভ্রাতা দুই মাস বয়স হইতে না হইতেই সকলে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছে। আমি ইউরোপীয় প্রণালীর বিখ্যাত বিখ্যাত ডাক্তারদ্বারা চিকিৎসা করাইয়া প্রত্যেক শিশুর জীবনরক্ষার্থ শত শত মুদ্রা ব্যয় করিয়াছি। কিন্তু সে সকল ডাক্তারের চেষ্টা নিষ্ফল হইয়াছিল। একটী বালকেরও জীবন রক্ষা হয় নাই। ঊনবিংশ পুত্রের বেলায়ও সেই পুরাতন রোগ আবার দেখা দিল, যদ্দ্বারা অপর আঠারটী যমসদনে নীত হইয়াছিল। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেই সকল লক্ষণ আবার এই শিশুটীতেও দেখা দিল। ইহার যকৃতের বিপরীতভাব হইয়াছিল। চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ হইয়াছিল। আমরা সকলেই মনে করিয়াছিলাম, অতি সত্বরই ইহার চক্ষুদ্বয় মুদিত হইবে, সর্ব্বশরীর কেঁকাশে হইয়া যাইবে এবং মৃত্যু ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী অগ্রজগণের ন্যায় ইহাকেও হরণ করিয়া লইবে। এইরূপ অবস্থায় শিশুটীকে দেখিবার জন্য কবিরাজ মহাশয়কে আহ্বান করা হইল। বালকটীকে তন্ন তন্নরূপে পরীক্ষা করিয়া কবিরাজ মহাশয় ইহার মল পরীক্ষা করিলেন। মল দেখিয়া শিশু যে দুগ্ধ জীর্ণ করিতে পারে নাই, তাহা বুঝা গেল। বালকটীকে ছাগদুগ্ধ খাওয়াইয়া রাখা হইয়াছিল এবং স্তন্যদুগ্ধ নিষেধ করা হইয়াছিল। পূর্ব্বে পূর্ব্বেও এইরূপ করা হইয়াছিল। কবিরাজ মহাশয় ছাগদুগ্ধ বন্ধ করিয়া দিলেন। এবং কেবল জলবার্লী খাইতে দিলেন এবং কতিপয় সামান্য গাছড়া ঔষধ খাইতে দিলেন। এক সপ্তাহের মধ্যে দেখা গেল যে, মল ভাল এবং বর্ণ স্বাভাবিক হইয়াছে। চক্ষুদ্বয়ের পীতবর্ণ ক্রমশঃই হ্রাস হইতে লাগিল। আরও দু সপ্তাহ পরে রোগের সমুদায় লক্ষণ অন্তর্হিত হইল। যকৃতের কার্য্য আবার আরম্ভ হইয়া চক্ষু স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করিল এবং সুস্থের ন্যায় জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়া উঠিল। শরীরের আকৃতি সুস্থের ন্যায় হইয়া এবং সমুদায় রোগমুক্ত হইয়া সহজভাবে থাকিলে বালক যেরূপ আনন্দভাবে যাপন করে, সেইরূপ যাপন করিতে লাগিল। মাস অতীত হইতে লাগিল এবং শিশু আত্মীয় স্বজনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া দিন দিন স্বাস্থ্যে বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশু সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যলাভ করিলে পর কবিরাজ মহাশয় আর দেখিতে আসিতেন না এবং ইঁহার পিতা মাতাও ইহার পথ্যাদি সম্বন্ধে আর তত ধরাকাট করিতেন না। সুতরাং বালকটী আবার পীড়িত হইয়া এবং কবিরাজ মহাশয় আবার চিকিৎসাদ্বারা তাহার আরোগ্যবিধান করিলেন। ঐ বালক-

টীর বয়স এক্ষণে সাত মাস হইয়াছে। এবং যদি আর কোন প্রতিকূল ঘটনা না ঘটে, তাহাহইলে উহার জীবনের আশা অনেকটা হইয়াছে। ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, যে রোগে বালকটীর আঠারটী অগ্রজের প্রাণ নাশ হইয়াছে এবং যে রোগ নির্দ্দয়রূপে বালকটীকেও আক্রমণ করিয়াছিল, সেই রোগ একজন গাছগাছড়া ব্যবসায়ী কবিরাজদ্বারা আরোগ্য হইয়াছিল। প্রাচীন ঋষিগণ তাহাদের অক্ষয় পুস্তকে যে সকল জ্ঞানসঞ্চিত রাখিয়াছেন, সেই জ্ঞানবলে যে উক্তরূপ কবিরাজ এই রোগ আরোগ্য করিল, ইহা বলা অনাবশ্যক। এক্ষণে বালকটীর বর্ত্তমান আস্থাজ্ঞাপক একটী প্রতিমূর্ত্তি আমি এই সঙ্গে আপনার নিকটে পাঠাইলাম। *

যদিও আমি চিকিৎসাব্যবসায়ী নহি, তথাপি ইহা আমার দৃঢ়বিশ্বাস যে, যে সকল বালক জন্মিয়াই অমনি ভয়ানক যকৃৎ রোগে কালগ্রাসে পতিত হয়, যাহাদের চক্ষুদ্বয় পীতবর্ণ, অজীর্ণ, জ্বর প্রভৃতি ঐ রোগের লক্ষণ সকল থাকে, তাহারা যদি হিন্দু প্রণালীমতে কবিরাজ অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের মত চিকিৎসকদ্বারা চিকিৎসিত হয়, তাহা হইলে অধিকাংশ স্থলে তাহাদের জীবন রক্ষা হইতে পারে। এই বিবরণে লোকে যেন এমন মনে না করেন যে, আমি আমার বন্ধুকে বাড়াইবার জন্য এত কথা বলিতেছি। আমার বন্ধু তাঁহার হিন্দু আয়ুর্ব্বেদীয় চরকাদি পুস্তকাবলীর প্রচারে পৃথিবীময় এত যশ ও সুখ্যাতি ভাজন হইয়াছেন যে, আমার মতন ক্ষুদ্র লোকে তাঁহাকে আর কি বাড়াইতে পারে? পরন্তু আমার উদ্দেশ্য পিতা মাতা এবং অভিভাবকগণকে বুঝাইয়া দেওয়া যে, যদি তাঁহাদের সন্তানগণকে উক্ত রোগাক্রান্ত হইলে হিন্দু প্রণালীমতে চিকিৎসা করান, তাহা হইলে বিশেষ ফল লাভ করিতে পারেন।

কলিকাতা। } আপনার * * * *
শ্রীনিতাই চাঁদ চক্রবর্ত্তী।

☞ * ইংরাজী প্রবন্ধের মধ্যে প্রতিমূর্ত্তি দেখুন।

ঔষধ বিনা রোগশান্তি।

শ্রদ্ধাস্পদ কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়
বহুমানাস্পদেষু।

মহাশয়,

আপনার সম্পাদিত চিকিৎসা সম্মিলনী নামক মাসিক পত্রিকার ষষ্ঠ খণ্ডের ১০।১১।১২ সংখ্যায় "ঔষধ বিনা রোগশান্তি" নামক একটী প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে। অবসরমতে ঐ সম্বন্ধে আরও কিছু লিখিয়া পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। এতদিন নানা কার্য্যে ব্যস্ততাপ্রযুক্ত কিছুই লিখিতে পারি নাই, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া বিগত প্রায় ১৭ বৎসর হইতে ঐ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী থাকিয়া আমার পরিবারস্থ স্ত্রীপুত্র কন্যা প্রভৃতি প্রায় ২০ জন ব্যক্তির মধ্যে যে সমস্ত উৎকট ২ পীড়া আরোগ্য হইয়াছে, আপনার অবগতির জন্য নিম্নে তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া পাঠাইতেছি। যদ্যপি আবশ্যক বোধ করেন ও সাধারণের কোন উপকারে আইসে, তাহা হইলে ইহার সমস্ত অথবা যে কোন অংশ আপনার সারগর্ভ পত্রিকায় প্রকাশ করিলে সুখী হইব।

আমার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের পীড়ার বিষয় লিখিবার পূর্ব্বে মৎকৃত একটী পরীক্ষার বিষয় না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না। কারণ ঐ পরীক্ষার সহিত নিম্নলিখিত একটী পীড়ার পথ্য বিষয়ে কিছু সংশ্রব আছে।

আপনি বোধ করি জ্ঞাত আছেন যে, আমি পূর্ব্বে প্রায় ১২ বৎসরকাল মৎস্য মাংস প্রভৃতি আহার পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ নিরামিষ ফলমূল ও দুগ্ধ-ঘৃতাদির উপর নির্ভর করিয়াছিলাম; কিন্তু তৎপরে ঘৃতদুগ্ধাদিও প্রকৃত নিরামিষ খাদ্য বিবেচনা না হওয়ায় তাহাও পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধ ফলমূলাদি আহার দ্বারা প্রায় তিন বৎসরকাল জীবন ধারণ করিয়াছি। কিন্তু প্রথমে মৎস্যমাংসাদি ও তৎপরে ঘৃতদুগ্ধাদি আহার পরিত্যাগ করাতে বৎসরের মধ্যে আমার উৎকট রক্তামাশয় পীড়া হওয়ায় ডাক্তার ও বন্ধুজনের পরামর্শে ৬ মাসকাল পুনরায় মৎস্যমাংস দুগ্ধপ্রভৃতি আহার করিয়া সুস্থ হইলেও ঐ সংশয়চ্ছেদ সম্পূর্ণরূপে না হওয়ায় পুনরায় ঐ সমস্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া

সাবধানে পূর্ব্ববৎ পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই। এবার প্রায় দুই বৎসরাবধি ঐরূপ পরীক্ষায় দেখা গেল, আমার সর্ব্বশরীর শীতকালের গাত্র ফাটার ন্যায় ফাটিয়া গিয়াছে। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছে। সময়ে সময়ে যকৃৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত, কঠিন এবং তাহাতে বেদনাবোধ, কোষ্ঠ প্রায় বন্ধ হইতে লাগিল। এইরূপ ভাব কিছু দিবস হওয়ার পরে বিগত সন ১৩০০ সালের চৈত্রমাসে এক দিবস ঐ যকৃতের আয়তন অত্যন্ত বর্দ্ধিত ও বেদনা হইয়া কোষ্ঠ একবারে বন্ধ হইলে পুনরায় ডাক্তার ও আত্মীয়বর্গের পরামর্শে দুগ্ধ মাংস প্রভৃতি আহার করিয়া দিন ২ আরোগ্যলাভে সন্দেহমুক্ত হইয়া এক্ষণে শরীর রক্ষার্থ ঐরূপ আহারাদি করিতেই বাধ্য হইয়াছি। ঐ তিন বৎসরের পরীক্ষায় বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, সম্পূর্ণরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইলে আমিষ ভক্ষণ নিতান্তই প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত শুদ্ধ ফলমূলাদিরূপ নিরামিষ আহার করিয়া (অর্থাৎ ফলমূলাদির সহিত মৎস্য, মাংস, দুগ্ধ, ঘৃত ও ডিম্বাদির একটীও আহার না করিয়া) মনুষ্য কখনই কর্ম্মঠ শরীর লাভ করিতে পারে না। এই জন্যই বোধ হয় পুরাতন বহুদর্শী আর্য্য-ঋষিরা নিরামিষ আহারের মধ্যে ঘৃতদুগ্ধাদি ও আধুনিক ইউরোপীয় ইংরাজ জর্ম্মাণ প্রভৃতি সভ্যজাতিগণ দুগ্ধ, ঘৃত, ডিম্ব ও চর্ব্বিপর্য্যন্তও নিরামিষ আহারের মধ্যে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আমার তৃতীয়া কন্যা শ্বশুরবাটীতে গত সন ১৩০০ সালের আশ্বিনমাসে প্রসবক্ষেত্রে সন্তান নষ্ট হইয়া সূতিকারোগাক্রান্ত হইলে ডাক্তারদিগের দ্বারা চিকিৎসিতা হইলে পীড়া অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এই সংবাদ প্রাপ্তে তাহাকে নিজ বাটীতে আনিবার জন্য আমার মধ্যমপুত্রকে তথায় পাঠান হয়, তিনি আমার কন্যাকে অতিশয় রুগ্না শীর্ণা ও ঘন ২ মূর্চ্ছাপন্না দেখিয়া তথা হইতে তাহাকে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বাটী লইয়া আসা অসম্ভব বিবেচনায় পাল্কী করিয়া তাহাকে ধীরে ২ নিজ বাটীতে লইয়া আইসেন। এখানে চিকিৎসক প্রভৃতি যে কেহ তাহাকে তৎকালীন দেখিয়াছিল, সকলেই তাহার জীবনের আশা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিল। এই পীড়ার অবস্থায় সময়ে ২ যখন তাহার হাত দেখিতাম, তখন নাড়ীর স্পন্দন একভাবে হইত না। ৫।৬ বার সমভাবে স্পন্দিত হইয়া একেবারে বন্ধ থাকিয়া পুনরায় স্পন্দন হইত। আমার বাটীতে আসাবধি ঔষধাদি সেবন একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া

কেবল বিশুদ্ধ জল, বায়ু ও পথ্যাদির নিয়মে রাখা হইলে তাহার সর্ব্বশরীর ক্রমশঃ ফুলিয়া উঠিয়া ভয়ানক জ্বর ও তৎসহ বিভুল কথা এবং অসাড়ে মল ত্যাগ এবং ঘন ২ মূর্চ্ছা হইতে আরম্ভ হয়। ঐ অবস্থায় তাহাকে ফলমূলাদি ও সাগু, বার্লি, এরারুট প্রভৃতি পথ্য দেওয়া হইত। মৎস্যমাংস ও দুগ্ধাদিসম্বন্ধে আমার বিশ্বাস অন্যরূপ থাকায় অর্থাৎ ঐ সমস্ত দ্রব্যকে মনুষ্যের নির্দ্দোষ খাদ্য বলিয়া বিবেচনা না হওয়ায় তাহাকে তদবস্থায় দুগ্ধ ও মাংসের যুষ প্রভৃতি কিছুই দেওয়া হয় নাই। তাহাতে সময়ে ২ বাহ্যের পরিমাণ বড়ই বৃদ্ধি হইয়া অতিশয় দুর্ব্বল করিত এবং কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হইয়া মুমূর্ষু ভাবাপন্ন হইয়াছিল, এই সময়ে একজনা বহুদর্শী বিজ্ঞ ডাক্তার তাহাকে দেখিয়া হদ্দ আর ১৫ দিবসকাল ইহার জীবনের আশা করা যাইতে পারে, এইরূপ অনুমান করিয়াছিলেন। ভগবানের কি অপার মহিমা! কারণ ঠিক্ ঐ সময়ে আমিও উল্লিখিত বিশুদ্ধ নিরামিষ আহার পরীক্ষায় নিজ স্বাস্থ্যভঙ্গজনিত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া অসংশয় চিত্তে মৎস্য-মাংস ডিম্ব ও দুগ্ধাদি ব্যবহারে বিশেষ উপকৃত হইয়া উহাকেও অল্প ২ পরিমাণ দুগ্ধ ও মাংসের সুপ্ পথ্য দেওয়ায় দিন ২ তাহার শরীরে বলাধান হইয়া প্রায় ৬ মাস পরে উহার সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ হয়।

বিগত সন ১২৯৭ সালের কার্ত্তিক মাহা হইতে আমার চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ পূর্ণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের একজ্বরী জ্বর ও তৎসহ প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি হইয়া শরীর অতি দুর্ব্বল ও সর্ব্বাঙ্গ ফুলিয়া পাণ্ডুবর্ণ হয়। ঐ পীড়ায় প্রায় ৪ মাস পীড়িত থাকিয়া বিনা ঔষধে শুদ্ধ নিয়মিত পথ্য ও বিশুদ্ধ জল বায়ুর গুণে আরোগ্য লাভ করে। এই পীড়াকালীন সময়ে সময়ে তাহার নাড়ী অনিয়মিতরূপে স্পন্দিত হইত। ঐ পুত্র গত সন ১৩০০ সালের মাঘ মাহায় ফরাসডাঙ্গা চন্দননগর বঙ্গবিদ্যালয়ে পড়িতে গিয়া বিসূচিকা রোগাক্রান্ত হয়, তথায় দুইবার ভেদ হইয়া তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইলে ঐ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক একজনা দাসী সঙ্গে দিয়া বেলা প্রায় ১।০ টার সময় তাহাকে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বাটীতে পাঠাইয়া দেয়। গাড়ী বাটীতে পৌঁছিলে ঐ দাসী তাহাকে কোলে করিয়া যৎকালে অন্দর বাটীতে যাইতেছিল, সেই সময় আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হওয়ায় আমা কর্ত্তৃক, মৎপুত্রটী ঐরূপ ভাবে লইয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসিতা হইয়া সে বলিয়াছিল, "বাবা আপনার ছেলেটির বড় ব্যায়রাম, শীঘ্র ডাক্তার আনাইয়া ইহার ঔষধাদির ব্যবস্থা করান"। তাহার এই কথা শুনিয়া পুনরায় তাহাকে পীড়ার বিষয় বিস্তারিত জিজ্ঞাসা করায় তাহাকে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত শুনিয়া বলিয়াছিলাম "আমার ডাক্তার স্বয়ং ভগবান ও ঔষধ গঙ্গাজল।" ইহা শুনিয়া ঐ দাসী কিছু ভাবিত হইয়া কহিল "কি জানি বাবা আপনার কিরূপ বিশ্বাস"। এই বলিয়া দাসী চলিয়া গেলে তাহার বস্ত্রাদি বদলাইয়া পরিষ্কৃত বিছানায় শয়ন করাইয়া দেওয়ার পর দেখা গেল দুর্গন্ধ বিশিষ্ট জলের ন্যায় ভেদ হইতেছে, প্রস্রাব একেবারেই বন্ধ আছে এবং ঘোরতর তৃষ্ণা, উদরে বেদনা, হাত পায়ে খাল্ ধরিতেছে। হিমাঙ্গ, ঘর্ম্ম হইতেছে এবং নাড়ী প্রায় পাওয়া যায় না। এই সমস্ত ভয়াবহ লক্ষণ দেখিয়াও প্রকৃতির আরোগ্যকারী শক্তির উপর দৃঢ় বিশ্বাসে তৃষ্ণার সময় তাহাকে তৃপ্তিপূর্ব্বক বিশুদ্ধ জল দেওয়া হইতে লাগিল। প্রায় ১ ঘণ্টার মধ্যে ৭।৮ বার ঐরূপ ভেদ এবং ৪ বার বমি হইলে পর একটু সুস্থ বোধ হইয়া শেষ বারে একবার প্রস্রাব হইল এবং রাত্রেই ক্রমে ক্রমে পীড়ার এরূপ উপশম হইল যে তৎপর দিবস ঐ দাসী চিন্তিতা হইয়া বেলা ৮।৯ টার সময় উহাকে দেখিতে আসিয়া প্রথমে উহার পীড়ার অবস্থার বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করায় উহার আরোগ্য সংবাদে অত্যন্ত হর্ষান্বিতা হইয়া এবং পরে উহাকে বাগানে ক্রীড়াপরায়ণ দেখিয়া বলিল 'আপনার বিশ্বাস ধন্য এবং যথার্থই ভগবান্ আপনার ডাক্তার" এই বলিয়া হৃষ্টচিত্তে চলিয়া গেল।

প্রায় ৩ বৎসর গত হইল আমার স্ত্রীর জ্বরকালীন মূর্চ্ছা হইয়া বিকারগ্রস্ত রোগীর সমুদায় লক্ষণই ঘটিয়াছিল। ইহার কিছু দিন পরে ঋতুকালীন রজোধিক্য বশতঃ মধ্যে মধ্যে তাঁহার শরীর হইতে প্রচুর পরিমাণে রক্ত-নিঃসরণ হইয়া শরীর অতিশয় দুর্ব্বল হইয়াছিল। সম্প্রতি গত ৩০ ভাদ্র রবিবার হঠাৎ তাঁহার পেটে ও দুই পাঁজরে অত্যন্ত বেদনা বোধ হয়। ৩১ ভাদ্র সোমবার ঐ গাত্র বেদনা সহ জ্বর হয়। ১ আশ্বিন মঙ্গলবার জ্বরের বৃদ্ধি ও তৎসহ তৃষ্ণাও ঐরূপ বেদনানুভব। ২ আশ্বিন বুধবার জ্বর আরও বৃদ্ধি হয়। তৎসহ ঘোরতর তৃষ্ণা ও প্রস্রাবের রং কৃষ্ণবর্ণ ও বেদনা পূর্ব্ববৎ ও কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। ৩ আশ্বিন বৃহস্পতিবার জ্বর ও তাহার সহিত তলপেটের বেদনার বৃদ্ধি হয়। তৃষ্ণা প্রভৃতি গত রোজের ন্যায় থাকে। বেলা

১২ টার পর একবার বাহ্যে হয়, তৎসহ রক্ত দেখা যায়। জ্বর একজ্বরী হইয়া থাকে। ৪ আশ্বিন শুক্রবার গত রাত্রে জ্বর বৃদ্ধি হইয়া আজ বেলা ১২ সময় জ্বর কিছু কম বোধ হয়, বেদনা পূর্ব্ববৎ আছে। ৫ আশ্বিন শনিবার জ্বর কিছু কম কিন্তু বেদনার কিছুই উপশম হয় নাই। কোষ্ঠবদ্ধ আছে। ৬ ই আশ্বিন রবিবার গত রোজ রাত্রে জ্বর ফুটীয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি হয়। তৎসহ ঘোরতর তৃষ্ণা বিভুল কথা ও মৃত আত্মীয় ১০।১২ জন ব্যক্তি দিগকে দর্শন অর্থাৎ তাঁহারা যেন স্বীয় স্বীয় পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট আসিয়া সেবা শুশ্রূষা করিতেছেন ও কথা কহিতেছেন। গলা বুক ও তলপেটে অত্যন্ত বেদনানুভব এমন কি স্পর্শ করিলেও যন্ত্রনাবোধ হয়। ও চোয়াল বন্ধ হইবার উপক্রম এবং সর্ব্ব গাত্রে আমবাতের ন্যায় বাহির হইয়া অত্যন্ত চুলকায়। তাহাতে অতিশয় কষ্ট বোধ করিয়া মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছা ভাবাপন্ন হয়; ছু হাত পা ঠাণ্ডা। গাত্র অতিশয় গরম, আবার পরক্ষণেই তদ্বিপরীত ভাব অর্থাৎ গাত্র ঠাণ্ডা হাত পা গরম হয়। মুহুর্মুহুঃ মাথা চালনা, নাড়ীর গতি কখন বুঝা যায় না এবং কখন কখন খুব প্রবল। সন্ধ্যার সময় গাত্রদাহ হইয়া জ্বর মগ্ন হয়। এই সময় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল হিমাঙ্গ, সর্ব্বশরীর নিস্পন্দ ও ঘর্ম্ম হইতেছিল এবং ডাকিলেও কোন উত্তর পাওয়া যায় নাই। পরে ক্রমশঃ অবস্থান্তর হয়। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই। ৭ আশ্বিন সোমবার বেলা ১২ টার পর জ্বর ফুটিয়া গত রোজের ন্যায় প্রায় সমস্ত লক্ষণই দেখা দেয়। রাত্রে তাঁহার বিছানার উপর মশারির ভিতর যেন একটা কোন দ্রব্য পড়ে আছে এমন জানিতে পারে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে তৎপরদিবস প্রাতে সত্যসত্যই তাঁহার বিছানায় শুষ্ক সচন্দন কৃষ্ণতুলসীমঞ্জরী পাওয়া যায়। এ রাত্রে জ্বর বিচ্ছেদ হয়। ৮ আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা ১১ টার পর জ্বর আইসে। বুকে ও তলপেটের বেদনা সমভাবেই আছে। শরীর অতিশয় দুর্ব্বল। জ্বরকালীন কেহ তাহাকে ডাকিলে শুনিতে পায় নাই। প্রায় সংজ্ঞাহীন। রাত্রে জ্বর মগ্ন হয়। ৯ আশ্বিন বুধবার ৮ সপ্তমী পূজার দিবস জ্বর ফুটে নাই। বুক ও পেটের ব্যথা পূর্ব্ববৎ আছে। শরীর বড় কৃশ ও দুর্ব্বল। কাশিও আছে। অদ্য মাংসের সুপ পথ্য দেওয়া যায়। ১০ই আশ্বিন বৃহস্পতিবার সামান্য জ্বর বোধ হয়। বেদনা ও কাশি সমভাবেই আছে। ১১ই আশ্বিন শুক্রবার হইতে

১৪ই আশ্বিন সোমবার পর্য্যন্ত জ্বর হয় নাই। বেদনা ও কাশি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক কম। কোষ্ঠ প্রতিদিন পরিষ্কার হয়। ক্ষুধানুসারে মাংসের সুপ, রুটী, প্রভৃতি পথ্য দেওয়া হয়। ১৫ আশ্বিন পূর্ব্বাপেক্ষা শরীর অনেক পরিমাণে সবল বলিয়া বোধ হয় এবং অন্নাহার দেওয়া যায়। তৎপরে ক্রমশঃ আরোগ্যলাভ করে।

পরিশেষে বক্তব্য উল্লিখিত ও নানাপ্রকার অন্যান্য পীড়া বিগত ১৭ বৎসর হইতে বিনা ঔষধে কেবলমাত্র রোগীর ইচ্ছা ও আবশ্যকানুসারে উপযুক্ত পথ্য ও নির্ম্মল জল ও বিশুদ্ধ বায়ু ও উত্তাপের ব্যবস্থা, রোগীর শয্যা ও গাত্রাদি পরিষ্কার ও সেবা শুশ্রূষার দ্বারা নিরাপদে ও সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতেছে দেখিয়া প্রকৃতির আরোগ্যকারী শক্তির উপর দিন দিন আস্থা বৃদ্ধি হইয়া আধুনিক চিকিৎসাপ্রণালীর উপর অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। এক্ষণে কোন রোগীর জন্য ঔষধাদির বাড়াবাড়ি ও চিকিৎসকের হুড়াহুড়ি দেখিলে ভগবানের নির্ম্মিত শরীরযন্ত্রের উপর অজ্ঞানান্ধ মনুষ্যরূপ জীবের বিষপূর্ণ ঔষধাদি প্রয়োগ অত্যন্ত দুঃসাহস বিবেচনায় মহাভারতের বর্ণিত সপ্তরথী কর্ত্তৃক বেষ্টিত অভিমন্যুবধের বিষয় সর্ব্বদাই আমার মনে উদয় হইয়া থাকে।

আমার পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে যে সকল কঠিন ২ পীড়া হইয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে লিখিয়া পাঠান হইল। ইহা দ্বারা সাধারণের যদ্যপি কোন উপকার হইবে বলিয়া আশা করেন, তাহাহইলে ভবিষ্যতে আরও ঐরূপ লিখিবার ইচ্ছা রহিল। অতএব যাহা কর্ত্তব্য বিবেচনা হয় করিবেন।

তেলিনীপাড়া। জেলা হুগলী।
২৭ কার্ত্তিক সন ১৩০২ সাল। } শ্রীমনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

হুগলী জেলার অন্তর্গত তেলিনীপাড়ার সুবিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় জমীদার বংশের নাম অনেকেই অবগত আছেন। প্রবন্ধলেখক বাবু মনোমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই তেলিনীপাড়ার জমীদার বংশেরই অন্যতম বংশধর। কিন্তু কেবল তিনি জমীদার বলিয়া নহেন, এ রজ-তম-প্লাবিত দেশে এক কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত ভারতবাসী বিশেষতঃ ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার ন্যায় স্বধর্ম্মে নিষ্ঠাবান্ ও প্রকৃত সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন মহাপুরুষ প্রকৃতপক্ষেই এখনকার দিনে অতি কমই দেখা যায়; সুতরাং এহেন সাত্ত্বিক ব্যক্তির লিখিত এরূপ সত্য ও সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠে আমাদের ন্যায় পাঠকগণও যে আনন্দিত হইবেন, এরূপ আশা করিতে পারি।

কিন্তু কেবল যে মনোমোহন বাবুই আজ বিনা ঔষধে রোগ শান্তির কথা বলিতেছেন তাহা নহে, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তিনি আমাদের এই চিকিৎসা-সম্মিলনীতে চরকের বচন উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিনা ঔষধে প্রায় অধিকাংশ রোগেরই শান্তি হইতে পারে। এস্থলে চরকোক্ত বচনটী পুনরায় উদ্ধৃত হইল;——

"বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাধিঃ পথ্যাদেবনিবর্ত্ততে।
ন তু পথ্যবিহীনাং ভেষজানাং শতৈরপি॥"

অর্থাৎ ঔষধ ব্যতিরিকে কেবল সুপথ্যদ্বারাই সর্ব্বপ্রকার পীড়ার শান্তি হইতে পারে। কিন্তু পথ্যবিহীন অর্থাৎ কুপথ্যাশী ব্যক্তির শত শত ঔষধেও রোগ শান্তি হয় না।

সুতরাং মনোমোহন বাবু যে এখনকার দিনে আমাদের ন্যায় এপিশাচ সদৃশ চিকিৎসক-কুলের 'জয়মঙ্গল বটিকায়' পদাঘাত করিয়া সেই সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ স্বর্গীয় ঋষিকুলের পরামর্শে কর্ণপাত করিবার জন্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন, সেজন্য তাঁহাকে অন্তরের সহিত পূজা করি।

কেননা উপস্থিত ভারতবর্ষে ঋষিবাক্য অর্থাৎ সত্য জ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া যে বঞ্চনায় এদেশ ঢাকিয়া গিয়াছে, একথা আমরা সহস্রবারই বলিব এবং যিনি সেই বঞ্চনা রাশিকে তিরোহিত করিয়া তত্তস্থলে ঋষিবাক্য অর্থাৎ সত্যজ্ঞানের প্রচার করেন, তাঁহারাই এ অধঃপতিত ভারতের প্রকৃত হিতৈষী, অতএব তাঁহাদিগকে অন্তঃকরণের সহিত পূজা করি। চি, স, স।

ম্যালেরিয়া রোগে গরম জল।

সাধারন রোগোৎপত্তির কারণ দুই প্রকার, সামান্য এবং প্রধান। তন্মধ্যে বায়ু পিত্ত প্রভৃতির প্রকোপজনিত আহার বিহারাদি ঘটিত যে রোগ জন্মে, তাহা রোগোৎপত্তির সাধারণ কারণ। এবং জল, বায়ু, প্রকৃতি, দেশ এবং কাল প্রভৃতি একদা দূষিত হইয়া যে বহুল ব্যাধির কারণে পরিণত হয়, যদ্দারা জনপদোদ্ধংস ঘটিয়া থাকে, তাহাকে রোগোৎপত্তির অসাধারণ কারণ বলে। জল বায়ু দেশ এবং কাল দূষিত হওয়াতে রোগোৎপত্তির যে অসাধারণ কারণরূপে পরিণত হয়, অধর্ম্মই তাহার মূল। শাস্ত্রকারগণ বলিয়াছেন যে, যে সময়ে রাজা বা রাজ্যস্থ শ্রেষ্ঠ জনেরা ধর্ম্ম অতিক্রমপূর্ব্বক অধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন ও সেই মত বিধি ব্যবস্থা সংস্থাপন করেন, সেই সময়ে তাহাদের আশ্রিত, উপাশ্রিত, পুরবাসী এবং গ্রামবাসী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ রাজানুষ্ঠিত অধর্ম্ম্য বিধি ব্যবস্থার পোষকতা করিয়া থাকে এবং এইরূপে অধর্ম্মের বৃদ্ধিতে ধর্ম্ম একবারে তিরোহিত হয়। সেই অধর্ম্ম-

বহুল জনপদ সকল দেবতাকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হওয়াতে তথায় ধর্ম্মরূপী কালের ক্রিয়া অযথা সম্পাদিত হইয়া থাকে। তথায় ঋতু সকল যথাকালে আবির্ভূত হয় না। যথাকালে বারিবর্ষণ হয় না অথবা বিকৃত বর্ষণ হয় কিম্বা একেবারেই বর্ষণ হয় না। বায়ু ও সম্যক্‌রূপে প্রবাহিত হয় না। পৃথিবী বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, জল শুষ্ক হইয়া যায়। ঔষধিসমূহ স্বভাব পরিত্যাগ করতঃ বিকৃতি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং সেই সময়েই বিকৃত দেশ, বিকৃতকাল, বিকৃত বায়ু এবং বিকৃত জল স্পর্শ, পান এবং ভোজনদ্বারা জনপদ উচ্ছিন্ন হইয়া থাকে।

প্রজাসমূহের অধর্ম্ম কি প্রকারে কাল, দেশ ও জলবায়ুর উপর ক্রিয়াক্ষম হয়, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ ঋষিগণই জানেন। আমরা স্থূলদর্শী—আমরা একথার অনুধাবনই করিতে সক্ষম নহি। অথবা মনে মনে ঋষিবাক্যে সহানুভূতি থাকিলেও প্রকাশ্যে আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুক্তিতে তাহা বুঝাইতে সক্ষম নহি। কিম্বা রাজার বিধি ব্যবস্থা সকল যে অধর্ম্মমূলক অথবা আমরা তাহার পোষণকারক—একথা লিখিতেও আমাদের সাহস নাই। যাহাই হউক, আর যে কারণেই হউক, কোন অদৃষ্ট কারণে যে আমাদের দেশের জলবায়ু দেশও কাল বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বের ন্যায় এদেশে যে বর্ষা বা শীত ঋতুর প্রাদুর্ভাব নাই একথা দেশের প্রাচীন লোকমাত্রেই অবগত আছেন। দেশে যে যথাকালে অথবা যথা পরিমাণে ফল পুষ্পের উদ্‌গম হয় না অথবা আহার্য্য দ্রব্য সকলের আস্বাদ, বীর্য্য বা বিপাকের যে অন্যথা ভাব ঘটিয়াছে কিম্বা জল ও বায়ু যে অনেক পরিমাণে বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন—একথা প্রাচীনগণ স্বীকার করিয়া থাকেন। এক্ষণে দেশের সর্ব্বত্রই রোগোৎপত্তির অসাধারণ কারণ সংঘটিত হইয়াছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। জনপদোদ্ধংসকারী ম্যালেরিয়া জ্বর, কলেরা, ডেঙ্গু, বসন্ত প্রভৃতি মহামারী রোগ সকল যে এক্ষণে ভীষণমূর্ত্তিতে গ্রামে গ্রামে বিচরণ করিতেছে, তাহা সকলেই জানেন। পূর্ব্বে এসকল রোগের নামও কেহ শুনে নাই!

ঋষিগণ বলিয়াছেন দেশ, কাল, জল এবং বায়ু বিগুণ হইয়া জনপদোধ্বংসকারী হইলেও ঔষধাদিদ্বারা প্রতিবিধান করিলে আর রোগের আশঙ্কা থাকে না। এবং জল বায়ু প্রভৃতির বিকৃতির লক্ষণও তাহার প্রশমোপায় ও বলিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন, যে জল যদি অতিশয় বিকৃত গন্ধ, বর্ণ, রস ও স্পর্শযুক্ত ও অতিশয় ক্লেদবিশিষ্ট হয় এবং মৎস্য, কচ্ছপ ও কুম্ভীর প্রভৃতি জন্তুগণ এবং পক্ষী সকল জলাশয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে গমন করে, জলাশয় শুষ্ক হইয়া যায়, জল অতৃপ্তিকর হয় এবং জলের শৈত্য ও মাধুর্য্য প্রভৃতি গুণের হ্রাস হইয়া থাকে, তবে সে জল রোগোৎপত্তির অসাধারণ কারণ। আমাদের এক্ষণে যেরূপ অবস্থা

দাঁড়াইয়াছে, তাহতে জলবায়ুর বিকৃতি লক্ষণ আর বুঝিতে হয় না। গ্রামের আপামর সাধারণ সকলেই ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত সুতরাং জল বায়ুর লক্ষণ মিলাইয়া উহা প্রকৃত বা বিকৃত তাহা বুঝিতে হইবে না। জল বায়ু দূষিত না হইলে সমুদয় গ্রাম আর রোগগ্রস্ত হয় না। যাহা হউক্ ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত পল্লীতে যেরূপে জল শোধন করিলে উহা আর বিগুণ হয় না, অদ্য তাহাই বলিয়া এ প্রস্তাবের শেষ করিব।

আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি যে, ম্যালেরিয়া জ্বরাক্রান্ত দেশে যথায় কিছুতেই জ্বরের নিবৃত্তি হয় না, কুইনাইন বা জ্বরাঙ্কুশ বা সর্ব্বপ্রকার পেটেণ্ট ঔষধ প্রভৃতিতে কোন ফল পাওয়া যাইতেছে না, তথায় যদি অপরাপর চিকিৎসা কর্ম্মের সঙ্গে অথবা সর্ব্বপ্রকার ঔষধাদি বন্ধ করিয়া একমাত্র গরমজল খাওয়া এবং গরমজলে মধ্যে মধ্যে স্নানের ব্যবস্থা করা যায়, তাহা হইলে শীঘ্রই জ্বরাদি রোগের প্রতীকার হয়। একমাত্র জল উষ্ণ করিয়া পান বা স্নান করিলে জল বিকৃতি হইতে অনেক পরিমাণে রক্ষা পাওয়া যায়। উষ্ণজলের গুণ অনেক, উহাতে যে কেবল জলের দোষ সকল নিরাকৃত হয় এমন নহে, অধিকন্তু উষ্ণজল পাচক, অগ্ন্যুদ্দীপক, অম্লদোষ নিবারক, ঘর্ম্মনিঃসরণকারক এবং পিপাসার শান্তিকারক। যদিও উষ্ণজলে স্নান ও উষ্ণজল পান করা গৃহস্থের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে, তথাপি ম্যালেরিয়াক্রান্ত যে যে স্থলে আমরা ইহার ব্যবহার দেখিয়াছি, সর্ব্বত্রই আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়াছে। গরমজলের তুল্য ম্যালেরিয়াক্রান্ত স্থলে উপকারক ঔষধ আর নাই। জল যতই দূষিত, ঘোলা, লোণা বা কর্দ্দম ও কীটাদিমিশ্রিত হউক, সেই জল প্রথমতঃ বড় একটা হাঁড়িতে চড়াইয়া যখন তক্‌বক্ করিয়া ফুটিতে থাকিবে, তখন নামাইয়া প্রথমতঃ বড় একটুক্‌রা ফিটকারী কাঠির আগায় বাঁধিয়া লইয়া সেই গরমজলের মধ্যে বারকতক সেই ফিট্‌কারী ঘুরাইবে। তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাইবে যে, জলমধ্যস্থ সমস্ত ময়লা অর্থাৎ কর্দ্দমাদি জলের উপরে ভাসিয়া উঠিয়াছে। অনন্তর সেই জল ছাঁকিয়া উষ্ণাবস্থায় স্নান এবং শীতল হইলে পান করিবে। কিন্তু সকলের জানা উচিত যে, উষ্ণজল কদাচ মস্তকে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু আয়ুর্ব্বেদ বলিয়াছেন ;—

উষ্ণাম্বুনাধঃকায়স্য পরিষেকো বলাবহঃ।
তেনৈব তূত্তমাঙ্গস্য বলহৃৎ কেশচক্ষুষোঃ॥

অর্থাৎ উষ্ণজলদ্বারা শরীরের অধোভাগে পরিষেচন করিলে শরীরের বলাধান হয়। কিন্তু সেই উষ্ণজল মস্তকে দিলে কেশ ও চক্ষুর বল হ্রাস হইয়া থাকে। আশা করি, সহর বা মফঃস্বলবাসীর মধ্যে যাঁহারা পুনঃ পুনঃ জ্বরাক্রান্ত হন্, তাঁহারা উষ্ণজলের ব্যবহার করিতে ঔদাস্য করিবেন না।

ক্রমশঃ।

শ্রীঃ——

দেশীয় স্বাস্থ্যবিজ্ঞানে প্রাণের পর চাই ধন।

ধনোপার্জ্জনের অন্যান্য পন্থা।

পূর্ব্বে দেখান হইয়াছে যে, প্রাণ, ধন ও ধর্ম্ম এই ত্রিবর্গ লাভ করাই মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই ত্রিবিধ এষণার মধ্যে প্রাণৈষণাই সর্ব্বাপেক্ষা মুখ্য ইহাও বলা হইয়াছে। কেননা প্রাণের অভাবে ধন ও ধর্ম্মোপার্জ্জন হইতে পারে না। ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই ত্রিবিধ এষণাই পরস্পরের সহিত পরস্পর সংযুক্ত। কেননা প্রাণ না থাকিলে যেমন ধন থাকে না, তেমনি ধনের অভাবেও প্রাণকে সুস্থ রাখিতে পারা যায় না, অথবা ধর্ম্মের অভাবে ধন এবং প্রাণের স্থায়িত্বও থাকে না। একারণ এই ত্রিবর্গ লাভের চেষ্টাকরাই মানবজীবনের শ্রেয় বলিয়া চরক বলিয়াছেন। সামঞ্জস্যভাবে যে সমাজ বা যে মনুষ্য, এই তিনটী উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সেই সমাজই বা সেই মনুষ্যই ঋষিগণের মতে প্রকৃত সভ্য ও উন্নতিশীল ; সে সমাজে রোগ, শোক, দুঃখ ও দারিদ্র্য কোন মতেই থাকিতে পারে না। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজে যে, প্রাণ, ধন ও ধর্ম্মের দিকে সামাঞ্জস্যভাবে লোকের লক্ষ্য নাই অথবা প্রাণ, ধন ও ধর্ম্মের মুখ্য উপদেষ্টা ও সংস্থাপয়িতা চিকিৎসক, উকীল ও ব্রাহ্মণেরা যে স্ব স্ব লক্ষ্যভ্রষ্ট, তাহাই দেখান এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য। একবার হিন্দু-সমাজের কর্ম্মচেষ্টার প্রতি নিরীক্ষণ কর, দিবারাত্রি কোটী কোটী লোকের এই যে কর্ম্মচেষ্টা প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে, ইহার লক্ষ্য কি? তাহা একবার মনে মনে ভাব, দেখিবে যে এক অর্থ উপার্জ্জন করাই সকলের জীবনব্রত। প্রাণ বা স্বাস্থ্য উপার্জ্জন করা অথবা ধর্ম্মোপার্জ্জন করা কাহারও জীবনের লক্ষ্য নয়। যেরূপভাবে পরিশ্রম করিলে, যেরূপভাবে বিশ্রাম গেলে, যে ভাবে আহার বিহার ও শয়নাদি করিলে লোকের প্রাণ সুস্থির থাকে ও স্বাস্থ্যরক্ষা হয়, লোকের দৃষ্টি সে দিকে নাই পরন্তু যে ভাবে পরিশ্রম বা বিশ্রাম অথবা আহার বিহার ও শয়নাদি করিলে অর্থোপার্জ্জনের সুলভ হয়, লোকের দৃষ্টি এখন সেই দিকে, অর্থের লোভে লোকে অত্যধিক শ্রম করিতেছে, সুস্থির হইয়া আহার বিহার ও শয়নাদি করিতে পারিতেছে না, অত্যধিক রাত্রিজাগরণ করিতেছে, রোগে পড়িয়াও

তাড়াতাড়ি যাহাতে রোগ সারে, সেই জন্য উগ্রবীর্য্য চিকিৎসা করাইতেছে। সময়মত স্নান আহার নাই, শয্যা হইতে জাগরণ নাই, পরিষ্কৃত বায়ু বা জলসেবন নাই, মনের ও ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর অনুকুল শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস গ্রহণ নাই, আহারের বিচার নাই—শয়নের বিচার নাই—সংসর্গের দিকে দৃষ্টি নাই—সংক্ষেপে স্বাস্থ্যের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আজ্‌কাল লোকে কোন কার্য্যই করে না বা করিতেও পারে না, সুতরাং লোকের স্বাস্থ্য কি প্রকারে থাকিবে? প্রাণের জন্য যত্ন না করিলে কিরূপে প্রাণ থাকিবে? লোকে অর্থেরই কেবল চেষ্টা করিতেছে, অর্থও প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতেছে, বিচিত্র অট্টালিকা, বিচিত্র বেশভূষা, স্বর্ণরৌপ্যের অলঙ্কার, অশ্বযান প্রভৃতি বাহন, নানাবিধ রসনেন্দ্রিয়ের আকর্ষক খাদ্যদ্রব্য বিস্তর দেখিতে পাইবে, কিন্তু স্থূল সবলদেহ, নীরোগ শরীর, শতবর্ষ পরমায়ু হৃষ্ট পুষ্ট সন্তানসন্ততি, এসকল দেখিতে পাওয়া একালে প্রায়ই দুর্ঘট হইয়া উঠিয়াছে। অর্থ স্বচ্ছল-হেতু ভোগের সামগ্রী বিস্তর বাড়িয়াছে। কিন্তু প্রাণের দিকে দৃষ্টি না থাকায় ভোগায়তন দেহ রুগ্ন হইয়াছে। প্রাণ ও ধনের সামঞ্জস্য নাই বলিয়াই ধন বিফল হইয়াছে। প্রাণকে অগ্রাহ্য করিয়া লোকে যেমন ধন ভোগ করিতে সমর্থ হইতেছে না, আবার ধর্ম্মকে অগ্রাহ্য করিয়াও লোকে সেইরূপ দীর্ঘকাল ধনবান্ থাকিতেছে না। এইজন্য আজ রাজা মহারাজা, কাল দীন ভিখারি, এইজন্য আজ্ আট ঘোড়ার গাড়ী, কাল আহারাভাবে মৃত্যু। ধর্ম্মের অভাবে এইজন্য ধন লইয়া লোকের বাদ্‌বিসম্বাদ, মাম্‌লা, ঝগড়া, কলহ। এই তিনের সামঞ্জস্য সাধন না হইলে কোন কালেই মনুষ্যসমাজ রোগ, শোক, দুঃখ দারিদ্র্য হইতে মুক্ত হইতে পারে না। এই যে আজ্ কাল গৃহস্থাশ্রম রোগ-নিকেতনে পরিণত হইয়াছে অথবা সংসাররূপক্ষেত্র বিবাদক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, সে কেবল প্রাণ ও ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা করিয়া। কেবল যে সামাজিক বর্গ এইরূপে প্রাণ ধন ও ধর্ম্মের উপর উদাসীন থাকাতে সমাজে ও রোগ শোক দুঃখ দ্রারিদ্র্য ও বিবাদ বিসম্বাদের স্রোত প্রবাহিত হইতেছে তাহা নহে, প্রাণ ধন ও ধর্ম্মের উপদেষ্টা ও সংস্থাপয়িতা চিকিৎসক উকীল, এবং ব্রাহ্মণগণও আজকাল স্ব স্ব লক্ষ্যভ্রষ্ট। প্রাণের উপদেষ্টা চিকিৎসকের আর লোকের প্রাণ বা স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি নাই, ধনের উপদেষ্টা উকীলের ও আর সাধারণ ধন বিভাগ কিসে সুশৃঙ্খলে নির্ব্বাহিত হয়, তদ্দিকে যত্ন নাই

এবং ধর্ম্মের উপদেষ্টা ব্রাহ্মণেরও আর সাধারণের ধর্ম্মরক্ষার প্রতি দৃষ্টি নাই। সামাজিকবর্গের জীবনলক্ষ্যও যাহা, উপদেষ্টা বা রক্ষাকর্ত্তাগণের জীবনলক্ষ্যও তাহাই। ধনের প্রতি চিকিৎসকের এতই লক্ষ্য হইয়াছে, যে তিনি অপরের প্রাণের প্রতি লক্ষ্য রাখা দূরে থাকুক, নিজের প্রাণের প্রতিই তাঁহার দৃষ্টি নাই। তিনি দিবারাত্রি অর্থ চেষ্টায় ভ্রমণ করিতেছেন, তাঁহার আহার বিহারের সাবকাশ নাই। রোগীর প্রাণের দিকে তিনি দুদণ্ডকাল তাকাইতে পারেন না, তাঁহার দর্শনীর টাকাই মুখ্য উদ্দেশ্য। রোগীর স্বাস্থ্যরক্ষার উপদেশ তাঁহার মুখে নাই—কেননা তাহাতে তো অর্থা-গমের সম্ভব নাই। তিনি কেবল ঔষধ ও তাহার মূল্যেরই ব্যবস্থা করিতেছেন। উকীলেরও দেখ সত্যাসত্যের প্রতি বিচার নাই, ন্যায়পক্ষে থাকিয়া লোকে তাহার স্বোপার্জ্জিত বিষয় উপভোগ করিতে পারিতেছেনা, তিনি রাজদ্বারে তজ্জন্য বিচারপ্রার্থীনন্। পরন্তু নিজের যাহাতে অর্থোপার্জ্জন আছে—সে ন্যায়পক্ষই হউক্ বা অন্যায় পক্ষই হউক্, তিনি তাহাই সর্ব্বদা করিতে প্রস্তুত আছেন। তাঁহার মুখে বাদবিসম্বাদ্ মিটাইয়া দিবার কথা নাই, কেননা তাহাতে তাঁহার অর্থাগম নাই। তিনি বরং যাহাতে বাদবিসম্বাদ্ বাধে, আইনের এরূপ সূক্ষ্ম তত্ত্ব বাহির করিতেছেন। এইরূপে যাহারা প্রাণের রক্ষক, সমাজের শান্তিসংস্থাপক, তাহারাই প্রাণের হন্তা ও অবমন্তা এবং অশান্তির প্রশ্রয়দাতা হওয়াতে সমাজের যে কি অনিষ্ট সম্পাদিত হইতেছে, তাহা বলা যায় না। একারণ আমাদের শাস্ত্রে বা সমাজে বিদ্যা ব্যবসায়ের সহিত অর্থের সংস্রব অতি অল্পই রাখিয়াছেন। কেননা উপদেষ্টাগণ বা সমাজের শীর্ষস্থানীয় আদর্শ ব্যক্তিগণ যদি অর্থলুব্ধ হয়েন, তাহাতে সমাজের প্রভূত অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। এবং পক্ষান্তরে অর্থের লোভে দিবারাত্রি শ্রম করিতে বিদ্যাব্যবসায়ী গণের নিকট আর জ্ঞানের উন্নতির প্রত্যাশা করা যায় না। এক অর্থের লোভে গুরু শিষ্য উভয়ই পতিত, সুতরাং কে কাহাকে উদ্ধার করিবে? বা কে কাহাকে সৎপথ দেখাইবে? ধর্ম্মব্যবসায়ী সমাজের শীর্ষ-স্থানীয় ব্রাহ্মণ যে কি ভাবে আপনার আদর্শ ও সমাজ-রক্ষা করিতেছেন, তাহা পশ্চাৎ আলোচ্য।

ক্রমশঃ——

সম্পাদক।

প্রবাহিকা।

পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।

প্রবাহিকা পীড়ার প্রথমাবস্থায় মলনির্গম করান অতি উৎকৃষ্ট কল্প। **বিরেচন বিধি।** পীড়া প্রকাশ পাইবামাত্রেই উচিত মাত্রায় এরণ্ড তৈল কিম্বা হরীতকীর কষায় প্রয়োগে মল নিঃসরণ করাইতে পারিলে বিশেষ ফলোপধায়ক হয়। রোগী দুর্ব্বল না হইলে দুই চারি দিন পরেও বিরেচন ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। বিরেচনার্থ বিশুদ্ধ এরণ্ড তৈল ব্যবহার করিবে। ক্যাষ্টরঅইল নামে যে তৈল বিক্রীত হয়, তাহা অতি বিশুদ্ধ। বীজ রহিত শুষ্ক অথচ টাট্‌কা হরিতকী ২ তোলা ৩২ তোলা জল সহ সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা থাকিতে নামাইবে। ছাঁকিয়া তাহার সহিত ২০।৩০ বিন্দু ক্যাষ্টর আইল দিয়া পান করিলে বিশেষ ফল দর্শে। বিম্বা অর্থাৎ তেলাকুচার পাতার রসের সহিত প্রত্যহ ১০।২০ বিন্দু ক্যাষ্টর অইল প্রয়োগ করিলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়। স্থল বিশেষে অন্যবিধ বিরেচনও ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

প্রবাহিকা পীড়ায় অত্যন্ত রক্তস্রুতি থাকিলে কালতিলের শাঁস ১ তোলা **রক্ত সংগ্রাহক যোগ।** পরিষ্কার জলে পরিষ্কার দণ্ডদ্বারা উত্তমরূপে বাটিয়া তাহার সহিত ১ তোলা ইক্ষুচিনি মিশাইয়া ৮ তোলা ছাগদুগ্ধে গুলিয়া পান করিতে দিবে। বয়োভেদে মাত্রা কল্পনা করা বিহিত। এই যোগ প্রবাহিকার সকল অবস্থায় প্রয়োগ করা যায়।

প্রবাহিকা ব্যাধির আমাবস্থায় সংগ্রহণ অর্থাৎ ধারক ঔষধ প্রয়োগ করা **নিষিদ্ধ ক্রিয়াক্রম।** অতি গর্হিতকার্য্য। অন্ত্রস্থ ঝিল্লীজালের উত্তেজনাবশতঃ শ্লেষ্মস্রংশন, কলাভ্রংশ এবং রক্তাদি নির্গম হইতে থাকে। তজ্জন্য প্রকুপিত প্রতি লোম বায়ুর চেষ্টাবশতঃ স্বাভাবিক মল নিঃসরণ কার্য্য প্রায়শঃ বন্ধ থাকে। ধারক ঔষধ প্রয়োগে অন্ত্রসংকোচনবশতঃ প্রকুপিতবায়ু মলনির্গম কার্য্যের আরও প্রতিকূল হইয়া উঠে; এবং ক্ষতদেশ হইতে নিঃস্রব নির্গম কমাইয়া দেয়। ক্রুদ্ধ বায়ুর তাড়না প্রযুক্ত অন্ত্রক্ষত হইতে অতি কষ্টে রক্ত ও লসিকাদি সহ অল্প পরিমাণে কফ স্খলিত হইতে থাকে। কখন কখন তাজা রক্ত স্রুত হইতে দেখা যায়। সংকোচনকার্য্য বশতঃ দুষ্ট নিঃস্রব নির্গম হইতে

না পারায় শরীরে শোষিত হইয়া কোষ্ঠশূল, উদরাধ্মান, পিপাসা, বমন, এবং মুখমালিন্য প্রভৃতি উপদ্রব উপস্থিত করে, এবং পরিণামে শোথগ্রহণী প্রভৃতি রোগ জন্মাইতে পারে; তজ্জন্য প্রবাহিকা পীড়ায় বিশেষতঃ উক্ত পীড়ার আমাবস্থায় ধারক ঔষধ প্রয়োগ বিষয়ে বড়ই সতর্ক হওয়া আবশ্যক। সেস্থলে একান্তই ধারক না দিলে চলেনা, সেই স্থলে খুব সতর্কতার সহিত ঔষধ প্রয়োগ করিবে।

কুটজ বা কুর্চি একটী সঙ্কোচকঔষধ। প্রবাহিকা বিশেষতঃ সরক্ত প্রবাহিকারোগে এবং প্রদরাদি ব্যাধিতে দেশীয় চিকিৎসকেরা অনেক স্থলে নানা প্রয়োগরূপ কল্পনা করিয়া এই ঔষধ ব্যবহার করেন। ডাক্তারদিগের মুখেও কুটজ ব্যবহারের উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু আমি অনেক দেখিয়া শুনিয়া বুঝিয়াছি যে, কুটজ প্রয়োগে সুফল অপেক্ষা কুফলই অধিক। বিশেষতঃ অসময়ে প্রয়োগ করিলে হিতে বিপরীত হয়। বরং আফিং ঘটিত ঔষধ ভাল, যেহেতু তাহার সঙ্কোচনের পর অবসাদন ক্রিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য খুব সাবধান হওয়া আবশ্যক, যেন আমাবস্থায় কুটজ প্রয়োগ না হয়।

প্রবাহিকারোগের আমাবস্থায় ছর্দ্দি ও পক্বাবস্থায় হিক্কা অতি উৎকট **ছর্দ্দি ও হিক্কা।** উপদ্রব। কখন কখন আমাবস্থায় ছর্দ্দি প্রবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিয়া আরোগ্য কাল পর্য্যন্ত অনুসরণ করে। আমাবস্থায় হিক্কার সম্ভাবনা অতি অল্প, কিন্তু অত্যুৎকট সাতিসারিকা প্রবাহিকায় তাহাও দেখা যায়। কখন কখন বিবমিষা এত প্রবল হয় যে, বালকেরা অধীর হইয়া বমন করিবার জন্য গলাভ্যন্তরে হস্ত প্রবেশ করিয়া দিতে থাকে। বমন বিবমিষা ও হিক্কা নিবারণের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিলে আমাশয়ের উত্তেজনা নিবৃত্ত হয়, শ্লেষ্মধর কলাজরস প্রকৃতস্থ হয় এবং ক্ষত হইলে তাহা সারিয়া উঠে, তাহাই অবলম্বন করা বিহিত। যথোপযুক্ত মাত্রায় স্বর্ণসিন্দুর, স্নিগ্ধপানীয়, উদরোপরি মসিনার প্রদেহ এবং অত্যুৎকট স্থলে সর্ষপের পটী ব্যবস্থা করিলে হিক্কা, বমন ও বিবমিষার শান্তি হয়। নিম্নলিখিত পানীয় হিক্কাদি শান্তির জন্য ব্যবস্থা করিবে।

গঁদ, বেলশুঁঠ, মসিনা বা তিসি, ইছবগুল, যষ্টিমধু, ফুলখড়ি, হালিমদানা এবং তোকমারি প্রত্যেক দ্রব্য ॥০ অর্দ্ধ তোলা, মিছরি ৪ তোলা কুট্টিত টাট্‌কা আতপতণ্ডুল ৮ তোলা ৬৪ তোলা পরিষ্কার শীতল জলে ২-

প্রহর ভিজাইয়া রাখিবে। ইহার উপরের স্বচ্ছাংশ মাঝে মাঝে পান করিতে দিবে।

আঁবের আটীর শাঁস ১ তোলা, বেলশুঁঠ ১ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় পান করিলে ছর্দ্দি ও অতীসারাদি নষ্ট করে।

পক্কক্রম।

শুদ্ধপ্রবাহিকার পক্কাবস্থায় ঔষধ ও পথ্যাদি।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব অনুচ্ছেদবর্ণিত ক্রিয়াক্রম অবলম্বন করিয়া কালাপেক্ষা করিবে। পক্কাবস্থা উপস্থিত হইলে সংগ্রহণ ব্যবস্থেয়। সংগ্রহণৌষধের মধ্যে মহাগন্ধকনামক প্রসিদ্ধ ঔষধ প্রয়োগে শুদ্ধ প্রবাহিকা হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারে। দিবসে ২।৩ বার প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ আরোগ্য লক্ষণ প্রকাশ পায়। যদ্যপি উক্ত ঔষধ সেবনে আরোগ্য লাভে বিলম্ব হয়, তাহাহইলে কর্পূর রসের ব্যবস্থা করিবে। কর্পূর রস সর্ব্বপ্রকার প্রবাহিকায় পক্কাবস্থার অত্যাশ্চর্য্য ফলপ্রদ ঔষধ।

গব্যঘৃত ভর্জ্জিত টাট্‌কা ময়দার লুচী শুদ্ধ প্রবাহিকার পক্কাবস্থায় ঔষধ ও পথ্যের কাজ করে। কিন্তু জ্বর ও কোষ্ঠের গুরুতা থাকিলে প্রয়োগ অবিধেয়। গব্যঘৃত পক্ক লুচীর ন্যায়, ত্রিকোণনামক পিষ্টক, পলান্ন এবং লবণ ও সর্ষপ তৈলযুক্ত দগ্ধ চিংড়ীমাছ শুদ্ধ প্রবাহিকার পক্কাবস্থায় হিতকর। কিন্তু এই সকল দ্রব্য রোগীর কোষ্ঠাদির অবস্থা বুঝিয়া প্রয়োগ করিবে।

আমাবস্থায় স্নান নিষিদ্ধ। পক্কাবস্থায়, শুদ্ধ প্রবাহিকারোগে ঈষদুষ্ণজলে স্নান ব্যবস্থা করিবে। যোগ্যতানুসারে তপ্তজলে বস্ত্রখণ্ড ভিজাইয়া তপ্ত তপ্ত অবস্থায় গাত্র মার্জ্জনা করিয়া দিবে।

সাতিসারিকা প্রবাহিকার পক্কাবস্থায় ঔষধ ও পথ্যাদি।

সাতিসারিকা প্রবাহিকায় রস-রক্ত-লসিকা প্রভৃতি ধাতুক্ষয় নিবন্ধন শরীর, অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ভ্রাজক নামক পিত্তের অবভাসিক বিকারবশতঃ ত্বকপারুষ্য উপস্থিত হয়। কখন কখন অবভাসিকা ত্বগ্‌গত কোষময় বিধানধ্বংশ হইয়া যায়। তজ্জন্য খোস উঠিতে থাকে। চিকিৎসক অতি সতর্কতার সহিত রোগীর বল রক্ষা করিতে এবং ত্বক পারুষ্য প্রভৃতি দোষ পরিহার করিতে চেষ্টা করিবেন। ছাগ, কুক্কুট, পারাবত প্রভৃতি পশু পক্ষীর মাংসের অচ্ছতর যূষ ব্যবস্থা করিলে বল ও লাবণ্য রক্ষা হইতে পারে। টাট্‌কা সর্ষপতৈল অল্প পরিমাণে লইয়া মর্দ্দন করতঃ উষ্ণজলে কাপড় ভিজাইয়া তপ্ত তপ্ত অবস্থায় গাত্রমার্জ্জনা করিয়া তৎক্ষণাৎ শুষ্কবস্ত্রদ্বারা মুছাইয়া দিবে। প্রত্যহ বা দুই এক দিন অন্তর এইরূপে গাত্রমার্জ্জনা করিলে অবভাসিকা ত্বগ্‌গত কৈশিকধমণী জালে রক্ত প্রবাহিত হইয়া ত্বক্ পারুষ্যাদি দূর করে। পথ্যার্থে বল্‌কাদুগ্ধ পরিষ্কার চূণের জল বা সোডা অটারের সহিত মিলাইয়া উচিত মাত্রায় পান করিতে দেওয়া যায়। বিল্ব অতি উৎকৃষ্ট পথ্য। শুদ্ধ বা সাতিসারিকা, আম বা নিরাম প্রবাহিকা সকলস্থলেই বিল্ব পথ্যরূপে ব্যবহার করা যায়। আষাঢ় মাস হইতে অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত ছয় মাস কাল প্রবাহিকা রোগে বিল্ব ব্যবহারের প্রশস্ত সময়। তৎপর মধ্যাবস্থ বিল্ব ব্যবহারে উদরের গুরুতা জন্মিতে পারে; পক্কবিল্ব নিষিদ্ধ। কচিবেল কাদা মাথাইয়া পোড়াইয়া লইবে। এই দগ্ধবিল্ব ইক্ষুগুড় ও ইক্ষুচিনিসহ উচিত মাত্রায় ব্যবস্থা করা যায়। ছাগদুগ্ধ সরক্ত প্রবাহিকায় খুব ভাল পথ্য। পূর্ব্বোক্ত ক্রমানুসারে পথ্য প্রস্তুত করিয়া ব্যবস্থা করিবে।

জ্বর রোগের এবং দোষাদির তারতম্য বুঝিয়া মৃত্যুঞ্জয়, কস্তুরীভৈরব, কস্তুরীভূষণ, হিঙ্গুলেশ্বর, ঔষধ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। প্রবাহিকা শান্তির জন্য মহাগন্ধক এবং কর্পূর রস ব্যবস্থা করিবে। প্রত্যহ ২ বার মহাগন্ধক এবং ২।৩ বার মলত্যাগের পর এক এক মাত্রা কর্পূর রস ব্যবস্থা করিবে। ২ রতি মাত্রায় রস পর্পটী দিবসে ১ বার প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। অনুপানার্থে নিম্নলিখিত কষায় ব্যবহার করিবে। গন্ধভাদুলিয়া বা গাঁদালির পাতা ১ তোলা বেলশুঁঠ ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা গঁদ ॥০ অৰ্দ্ধ তোলা জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা। শরীরের লঘুতা, জ্বরের প্রশমতা, মলনিঃসরণের অল্পতা, হরিদ্রাবর্ণের মল প্রবর্ত্তন, পূঁযের ন্যায় আস্রাব নির্গম, মল-দৌর্গন্ধ হ্রাস ইত্যাদি আরোগ্যের পূর্ব্বরূপ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে অন্ন মণ্ডাদি পথ্য ব্যবস্থা করিবে।

গুদভ্রংশ।

গুদভ্রংশ উপস্থিত হইলে, অর্থাৎ হালিশ বাহির হইলে ইঁদুরের মাংস্ পুট্টলিবদ্ধ করিয়া স্বেদপ্রদান করিয়া কিম্বা গোবসা মাখাইয়া স্বেদ দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করাইয়া দিয়া গোফণা নামক বন্ধন বা ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিবে। পুরাতন হইলে পানে ও স্থানিক প্রয়োগে মুষিকাদ্যতৈল ব্যবহার করিবে। মূষিকাদ্যতৈলের প্রস্তুতপ্রণালী;—ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগপ্রণালীগ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

ক্রিমি কোষ্ঠতাবশতঃ কখন কখন মূলাধারে ক্ষত হইয়া রক্তমিশ্রিত পুঁয সতর্কতা। নির্গম হইতে থাকে এবং প্রবাহিকার ন্যায় কুন্থনাদি লক্ষণ বিদ্যমান থাকে। বিমার্গগ ক্রিমিবিশেষ মূলাধারের অন্তর্বলিদেশে ব্রণোৎপাদন করিলে উক্তরূপ লক্ষণ প্রকাশ পায়। বিশেষ প্রণিধান না করিয়া অনেক চিকিৎসক প্রবাহিকাভ্রমে তদ্রোগোক্ত ক্রিয়াক্রম বিধান করিয়া অনর্থ ঘটাইয়া থাকেন। উক্তরোগে ক্রিমিঘ্নঔষধ প্রয়োগ এবং এরণ্ডতৈল বিরেচন ব্যবস্থেয়। ক্রিমিঘ্ন ক্বাথের সহিত ব্রণনাশক উপযুক্ত ঔষধ মিশাইয়া বস্তিপ্রয়োগ হিতকর। সতর্কতার জন্য এই স্থানে এই বিষয় উল্লেখ করা গেল।

ক্রমশঃ---

মাগুরা
বারুইপাড়া
(খুলনা) } কবিরাজ শ্রীশীতলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
কবিরত্ন।

কবিরাজ মহাশয়ের লিখিত এপ্রবন্ধের গুণপনার বিষয় পাঠকগণই বিচার করিবেন।

চি, স, স।

কোষ্ঠবদ্ধ বা কনষ্টিপেশন।

হোমিওপ্যাথি।

মল কঠিন হইয়া অল্প পরিমাণে এবং অসম্পূর্ণরূপে নির্গত হওয়াকে কোষ্ঠবদ্ধ বলা যায়। নানাকারণ বশতঃ এই রোগ হইয়া থাকে।

অন্ত্রের ক্ষমতারাহিত্য, আহারের অনিয়ম, প্রত্যহ রীতিমত মলত্যাগ করিতে না যাওয়া, যকৃৎ ওভেরি ও জরায়ুর নানা প্রকার পীড়া, অতিরিক্ত অহিফেনসেবন ও ধাতু দ্বারা পীড়িত হওয়া, নানা প্রকার জীবনক্ষয়কারী পীড়া, প্রভৃতি কারণে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। ধারাবাহিকরূপে বিরেচক ঔষধ সেবন করিলে অন্ত্রের অবস্থা দূষিত হইয়া কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হয়।

লক্ষণাদি—অন্ত্রমধ্যে মল সঞ্চিত থাকাতে নানাবিধ কষ্টকর লক্ষণ প্রকাশ পায়। মল সম্পূর্ণরূপ বাহির হইয়া না যাওয়া ইহার প্রধান লক্ষণ। স্থানিক লক্ষণের মধ্যে চাপবোধ, মলদ্বারের নিকট স্ফীততা ও বেদনা, পেট-ফাঁপা, পেটকামড়ানি, মানসিক শক্তির হ্রাস, মাথাধরা, দুর্ব্বলতা, হৃৎস্পন্দন, জিহ্বা ফাটা, নিশ্বাসে দুর্গন্ধ, ক্ষুধারাহিত্য, বমনোদ্রেক এবং অপাকলক্ষণ।

মলত্যাগের সময় অতিশয় বেগ দেওয়াতে অর্শঃ ও মস্তিষ্কের রক্তাধিক্য হইতে পারে, কখন কখন মলদ্বার ফাটিয়া রক্ত নির্গত হইতে দেখা যায়, ক্রমে রক্তাল্পতা ও শরীরক্ষয় হইয়া মৃত্যু উপস্থিত হইতে পারে।

আমাদের দেশের অনেক লোকের মানসিক ভাব এতদূর বিকৃত হইয়া যায় যে, অনেকবার ও অধিক পরিমাণে পাতলা মলত্যাগ না হইলে তাহাদের মনস্তুষ্টি হয় না, জিজ্ঞাসা করিলে প্রথমেই বলে কোষ্ঠ সাফ হয় না, যত মলত্যাগই হউক না কেন, তাহারা কিছুতেই সন্তুষ্ট হয় না এবং এই জন্য বার বার মলত্যাগ করিতে যায়। এই অবস্থাকে কবিরাজেরা কোষ্ঠাশ্রিতবায়ু এবং এলোপেথিক চিকিৎসকেরা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া নাম দিয়া থাকেন। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা কিছুই নহে, প্রথম অবস্থায় মনোমালিন্য বশতঃ একপ্রকার কুঅভ্যাস হয়, এবং পরিণামে অধিক পরিমাণে জোলাপের ঔষধ সেবন ও অন্যান্য উপায় অবলম্বন করাতে রীতিমত রোগ জন্মিয়া যায়।

চিকিৎসা—হোমিওপেথিক চিকিৎসায় প্রকৃত পক্ষে কোষ্ঠবদ্ধ আরাম হইয়া যায়। জোলাপের ঔষধে যেমন উদরাময় জন্মে, হোমিওপেথিক ঔষধে তাহা হয় না; প্রকৃত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া দিলে সঞ্চিত মল বাহির হইয়া যায় এবং কোষ্ঠবদ্ধ আর হইতে পারে না। কেহ কেহ নিয়মিতরূপে বিরেচক ঔষধ সেবন করিয়া থাকেন, তাহাদের অবস্থা বড়ই মন্দ বলিতে হইবে। ইহাতে অন্ত্রের ক্ষমতা এত নির্জীব হইয়া পড়ে যে, সহজে আরোগ্য কার্য্য বাধিত হয় না। ইহাদিগকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া, প্রকৃত ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহার করিতে হয়।

যদি মল সঞ্চিত হইয়া এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, তখনই মল নির্গত করিয়া না দিলে অধিক যন্ত্রণা ও বিপদ হইতে পারে, তাহা হইলে গরম জলের পিচকারী বা অল্প পরিমাণে গ্লিসিরিণের পিচকারী দিলে তৎক্ষণাৎ মল বাহির হইয়া যায়। প্রত্যহ নিয়মিতরূপে মলত্যাগ করিতে যাওয়া উচিত, মলত্যাগকালে অধিকক্ষণ বসিয়া বেগ দেওয়া উচিত নহে। মলনিঃসরণ না হইলে চলিয়া আসিলে অল্প সময়ে ও অল্প আয়াসেই কার্য্য সাধিত হইতে পারে। ঔষধনির্ব্বাচন করিতে হইলে কেবল যে মল বাহির করিবারই উপায় লইয়া ব্যস্ত থাকিতে হইবে এরূপ নহে, রোগীর শারীরিক ও মান-

সিক লক্ষণ সমুদায় বিশেষরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। অদ্য আমরা এই স্থলে অবস্থা বিশেষে যে যে ঔষধ আবশ্যক হয়, কেবল তাহাদেরই উল্লেখ করিলাম। বিস্তৃত লক্ষণাদি পরিশেষে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিব।

অভ্যাসজনিত কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে—এলিউমিনা, ব্রাইওনিয়া, ক্যাল্‌-কেরিয়া, কলিন্‌সোনিয়া, গ্রাফাইটিস, ল্যাকেসিস্‌, লাইকোপোডিয়ম্‌, সিপিয়া, সল্‌ফর।

অলস ও নির্জ্জনবাসী লোকের কোষ্ঠবদ্ধে—এলোজ, ব্রাইওনিয়া, আই-রিস, হাইড্রাষ্টিস, লাইকোপোডিয়ম, নক্সভমিকা, ওপিয়ম্‌, প্লাটিনা, পডফাইলম্‌ এবং সল্‌ফর।

জোলাপের ঔষধ সেবনের পর বা উদরাময়ের পর কোষ্ঠবদ্ধ হইলে—এণ্টিমোনিয়ম ক্রুড, ব্রাইওনিয়া, ল্যাকেসিস, নক্সভমিকা, এবং রুটা।

মদ্যপায়ীর পক্ষে—এগারিকস, ল্যাকেসিস্‌, নক্স, ওপিয়ম, সলফর।

বৃদ্ধদিগের পক্ষে—এলোজ, এলিউমিনা এণ্টি ক্রুড, ব্যারাইটা, ব্রাইও-নিয়া, ল্যাকেসিস্‌, ওপিয়ম, ফস্ফরস, ফাইটালেক্কা, রসটেক্স এবং রুটা।

বার বার বৃথা মলত্যাগের চেষ্টায়—ক্যাপ্‌সিকম, কোনায়ম, ল্যাকেসিস্‌, লাইকোপোডিয়ম্‌, মার্কিউরিয়স্‌, নক্সভমিকা, সিপিয়া সল্‌ফর্‌।

মলত্যাগের চেষ্টায় সম্পূর্ণ অভাবে—ইথিউজা, এলিউথিল-, চায়না, হিপার, সল্‌ভর, নেট্রম্‌ মিউ, নক্সভমিকা, সিপিয়া, সল্‌ফর।

গুটলে হইলে—এলিউমিনা, ম্যাগ্‌নিসিয়া মিউরি, মার্কিউরিয়স, ওপিয়ম, সিপিয়া সাইলিসিয়া, সল্‌ফর।

অনেক প্রকার মুষ্টিযোগে উপকার হইতে পারে; তন্মধ্যে যে গুলিতে বিপদ হইবার সম্ভাবনা, সে সকল কখনই ব্যবহার করা উচিত নহে। আমাদের দেশের অনেক লোক এরূপ মূর্খ যে, যে যাহা বলে তাহাই করিতে প্রবৃত্ত হয়, ইহাতে অনেক সময়ে ভয়ানক বিপদ উপস্থিত হইতে পারে। প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক গ্লাস্‌ শীতল জল পান করিলে কোষ্ঠবদ্ধ দূর হইতে পারে, ইহা আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি। ফল মূল আহার করা কোষ্ঠবদ্ধের পক্ষে উত্তম। পেয়ারা, পেঁপে, আঙ্গুর, আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি ফল তেজস্কর ও কোষ্ঠবদ্ধনাশক বলিয়া বিখ্যাত। কোষ্ঠবদ্ধজনিত রক্তা-

ল্পতার পক্ষে কমলালেবু, কলা অতি উপাদেয় ও উপকারপ্রদ খাদ্য। মৎস্য, মাংস বা গরম দ্রব্য এ রোগে বড় ভাল নহে; এই সমুদায় পরিত্যাগ করাই উচিত। হোমিওপ্যাথিক রিভিউ।

ডাক্তার শ্রীপ্রতাপচন্দ্র মজুমদার এম, ডি।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

কোষ্ঠবদ্ধ এদেশের ভদ্রলোকের পক্ষে বিশেষতঃ এই কলিকাতা সহরবাসীদের পক্ষে যেন যথার্থই একটা নূতন সংক্রামক রোগ হইয়া উঠিয়াছে। এই কলিকাতা সহরের মধ্যে এমন ভদ্রলোক খুব কমই আছেন, যাঁহার প্রাতে উঠিবামাত্রই দাস্তটী বেশ খোলসা হয়। তবে যে ২।৪ জনের হয়, অবশ্যই অনেকের মতে তাঁহারা ভাগ্যবান্‌। যাহা হউক, এই কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণের জন্য এই সহরের কত লোকে যে প্রত্যহ কত কাণ্ডই করিয়া থাকেন, তাহার আভাস একটু দিই,—কেহ প্রাতে উঠিয়া গরম গরম চা পান করেন, কেহ প্রত্যহ ২।৩ টা সোডা লেমনেড পান করেন, কেহ বা কাঁচা পেপের তরকারী বা পাকা পেঁপে প্রত্যহ ভক্ষণ করেন; আবার কেহ বা ক্রমান্বয়েই দুগ্ধের মাত্রার বৃদ্ধি করেন। বলা বাহুল্য যে, এত ব্যাপার করিয়াও কিন্তু অতি কম লোকের ভাগ্যই এসকল উপায়ে এক্ষেত্রে প্রসন্ন হইয়া থাকে। আমাদের একজন সম্ভ্রান্ত ধনশালী রোগী এক দিন বড় দুঃখেই বলিয়াছিলেন যে, "আমার এই কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি, এবং স্ত্রী পুত্র কন্যাদি আত্মীয় স্বজন লইয়া আমি যে সুখে আছি, আমার বিশ্বাস যে, প্রত্যহ প্রাতে উত্তমরূপে দাস্ত পরিষ্কার থাকিলে আমি ইহা অপেক্ষাও অধিকতর সুখী হইতে পারিতাম।" পাঠক। কথাটী অতিরঞ্জিত মনে করিবেন না, যেহেতু রীতিমত কোষ্ঠ পরিষ্কারের অভাবে কত কত লোক যে, কত শত রোগ যন্ত্রণা ভোগ করেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

এহেন যন্ত্রণাপ্রদ প্রায়শঃ অসাধ্য রোগের শান্তির জন্য উপরোক্ত হোমিওপ্যাথি প্রবন্ধে অনেকগুলি ঔষধের উল্লেখ করা হইয়াছে। প্রবন্ধটী পড়িলে বিশেষতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা নিবারণের ঔষধগুলির নাম শুনিলে যেন সত্য সত্যই মনে হয় যে, আর বুঝি কোষ্ঠবদ্ধ রোগে কোনই ভয় নাই। আসল কথা কিন্তু তা নয়, কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু-জন্য যে কোষ্ঠবদ্ধ, এবং শারীরিক পরিশ্রম-বিহীন ভদ্রলোকের শরীরস্থ সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রের দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া যে কোষ্ঠবদ্ধ জন্মে, তাহা প্রকৃতই অসাধ্য। সেই স্থলে কোনপ্রকার ঔষধেই যে কার্য্য করে, এবিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। তবে হাঁ নানাপ্রকার ফল ও ওল ও মানকচু আদি উদ্ভিজ্য খাদ্য ব্যবহারে কোন কোন স্থলে আংশিক ফললাভ করিতে দেখা গিয়া থাকে। কিন্তু ঐসকল স্থলে সর্ব্বাপেক্ষা অব্যর্থ উপায় এই যে, কোষ্ঠবদ্ধ রোগী যদি প্রত্যহ দুই বেলা যথারীতি ব্যায়াম করিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে অতি সহজেই কোষ্ঠবদ্ধতার শান্তি হইয়া থাকে। পরিশেষে একটা কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। প্রবন্ধ লেখক লিখিয়াছেন যে, "কবি-রাজেরা যাহাকে কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু বলেন, সেটা কিছুই নহে"। একথাটা যে কতদূর বাল-কোচিত, তাহা পাঠকগণই বিচার করিবেন।

চি, স, স।

সর্পবিষ এবং তাহার চিকিৎসা।

সম্প্রতি সর্পবিষ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে পৃথিবীর সর্ব্বত্রে এতদূর উৎসাহের সহিত আলোচনা করা হইতেছে যে, তদ্বিষয়ের কোন প্রবন্ধ ভিষক্-দর্পণে পাঠকদিগের অপ্রীতিজনক হইবে বলিয়া আশা করা যায় না।

একমাত্র ভারতবর্ষে সর্পদষ্ট মৃতের সাম্বৎসরিক সংখ্যা গণনা করিলে আতঙ্ক উপস্থিত হয়। প্রতি বৎসর বিশ সহস্রের অধিক সংখ্যক লোক বিষধর সর্প কর্ত্তৃক হত হইতেছে, অথচ এপর্য্যন্ত ইহার ঠিক প্রতিষেধ (Antidote) কিছু আবিষ্কৃত হয় নাই।

পৃথিবীতে অনেক জাতীয় সর্প আছে—তন্মধ্যে অনেক গুলির বিষ নাই এবং যত প্রকার বিষাক্ত সর্পের কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে ভারতবর্ষের গোখুরা ও কেউটে এবং আমেরিকা দেশের র‍্যাটেল সাপ বড় ভয়ঙ্কর। ইহাদিগের দ্বারা আহত হইয়াই প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে।

গোখুরা সাপের বিষ এত তীক্ষ্ণ যে, তিন গ্রেণ মাত্র মনুষ্য শরীরে প্রবেশ করিলে তাহার আর নিস্তার নাই।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট এই ভয়াবহ সর্পবিষের প্রতিষেধ (Antidote) আবিষ্কৃত করার জন্য বিচক্ষণ প্রাণীতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতদিগের অধ্যক্ষতায় নানাস্থানে প্রাণীতত্ত্বশালা স্থাপন করিয়া প্রতি বৎসর বহুল অর্থ ব্যয় করিতেছেন।

উপরোক্ত পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে সময় সময় এক একটি ভাল ঔষধ আবিষ্কার করিলেও তাহা নিশ্চিত প্রতিষেধ রূপে নির্দ্ধারণ করিতে পারেন নাই। কিছুদিন হইল, প্রফেসারটি, আর ফ্রেসার এম্, ডি, এল্, এল্, ডি, এফ্, আর, এস, সর্পবিষ ও তাহার চিকিৎসা সম্বন্ধে, স্বকীয় এবং সেইগণ (Saigon) নামক স্থানের প্রাণীতত্ত্বশালার অধ্যক্ষ ডাক্তার কলমটী সাহেবের (Dr Colmette) অনুসন্ধান ও চর্চ্চার ফল স্বরূপ কয়েকটী ঔষধের বিবরণ প্রবন্ধাকারে এডিন বর্গের রয়েল সোসাইটীতে প্রেরণ করেন। উক্ত প্রবন্ধ মেডিক্যাল জার্ণেল নামক পত্রে বাহির হয়, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ মাত্র নিম্নে দেওয়া গেল।

(১) প্রাণনাশক না হয় এরূপ পরিমাণ সর্পবিষ ক্রমে ক্রমে অধিক মাত্রায় অভ্যস্ত করাইয়া যদি কোন জন্তুর শরীরে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রবেশ করাইয়া দেওয়া যায় এবং দ্বিতীয় কোন প্রাণী সর্পদষ্ট হইলে (সর্পদষ্ট বলিতে প্রত্যেক স্থলেই বিষাক্ত সর্পদষ্ট বুঝিতে হইবে, কারণ নির্ব্বিষ সর্প দংশনে কোন অনিষ্ট হওয়ার আশঙ্কা নাই) যদি প্রথমোক্ত জন্তুর রক্তের সিরাম লইয়া দষ্টপ্রাণীর শরীরে পিচকারী দ্বারা প্রবেশ করান যায় তাহা হইলে বিশেষ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা।

(২) ক্লোরাইড্ অব গোল্‌ডের উইক্ সলিউসন (Weak solu tion of chloride of Gold) এবং হাইপো ক্লোরাইড্ অব্ লাইম্ (Hypo chloride of Lime) সর্পবিষের সহিত মিশ্রিত হইলে উহার কার্য্যকারিতা নষ্ট হইয়া যায়। কিন্তু উক্ত তিন প্রকার ঔষধও যে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হয় নাই, তাহা ডাক্তার কানিংহাম মহামহোদয়ের রিপোর্টে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

ডাক্তার ডি, ডি কনিংহাম মহোদয় ভারতবর্ষে গোখুরা সর্পের বিষ লইয়া উপরোক্ত ৩ শ্রেণীর ও আরও যে যে ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহার সংক্ষেপ বিবরণ আমরা প্রয়োজনীয় মনে করিয়া দিলাম।

তিনি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অনেক গুলি গোখুরা সর্পের কার্য্যকারী ও সমান গুণশালী বিষ লইয়া উহা শুষ্ক করণান্তর উত্তম চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া উহার মারাত্মক পরিমাণ ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন।

তিনি পূর্ব্বোক্ত তিন (১, ২, ৩,) রকম ঔষধ ভিন্ন (৪) সল্টস্ অব্ ষ্ট্রীকৃনিয়া (Salts of strychnia) ৫ হেমলিনস্ নেটেল রিমেডি (Hamlins natal remedy) ৬ কেপ্‌কলনি হইতে প্রেরিত হানিবল্ (Haniballs remedy from cape colony) এবং দুইটি (৭, ৮) এতদ্দেশীয় ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন।

শেষোক্ত দুইটির মধ্যে একটি অমৃত সরের একজন উকীল পাঠাইয়াছিলেন। এবং অপরটি সার্জ্জন মেজর জেনারেল হার্ব্বি সাহেব মধ্যপ্রদেশ (Central provinees of India) হইতে সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

(১) ক্লোরাইড্ অব্ লাইম—অথবা ব্লিচিং পাউডার (Bleaching powder) ইহা কেলসিয়াম্ ক্লোরাইড্ এবং কেলসিয়াম্ হাইপো ক্লোরাইড্ দ্বারা প্রস্তুত হয়।

ষোলটি জীবশরীরে মারাত্মক পরিমাণ বিষ প্রবেশ করাইয়া ইহা পরীক্ষা করা হয়। তন্মধ্যে ৯টী রক্ষা পাইয়াছে সুতরাং ইহার অনেক কার্য্যকারিতা শক্তি বর্ত্তমান থাকা স্বীকার করিলেও ইহার উপকারিতা নিশ্চিত ও ব্যাপক নহে।

(২) ক্লোরাইড্ অব্ গোল্ড, ইহাও ক্লোরাইড অব্ লাইমের ন্যায় কার্য্যকারী এবং তদ্রূপ যে স্থান দ্বারা বিষ প্রয়োগ করান হইয়াছে—সেই স্থান দ্বারা ঔষধ প্রবেশ করাইলেই ফল হইতে পারে, নতুবা বিষের শক্তির লাঘব দৃষ্ট হয় নাই।

(৩) ব্লাড্ সিরাম দ্বারা পরীক্ষা ভালরূপ নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় তাহার কোন রিপোর্ট দেন নাই।

(৪) সল্টস্ অব্ ষ্ট্রীক্‌নিয়া—এই ঔষধটীর বিশেষ কার্য্যকারিতা শক্তি নষ্ট করার কোন ক্ষমতা দেখা যায় নাই। বরং সুস্থ শরীরে সল্টস্ অব্ ষ্ট্রীক্‌নিয়া প্রয়োগ করিলে যে উত্তেজক ক্রিয়া উপস্থিত হইতে পারে—তাহা গোখুরা বিষে নষ্ট হয়।

যে পরিমাণ ষ্ট্রীক্‌নিয়া সুস্থ শরীরে প্রয়োগ করিলে—উহার ক্রিয়া প্রকাশ পাইতে পারে; বিষ প্রবিষ্ট শরীরের মত্ততার অবস্থায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ষ্ট্রীক্‌নিয়া দ্বারা ইহার সামান্য লক্ষণ মাত্র প্রকাশ হয়।

দষ্ট ব্যক্তির মূল স্নায়বিক যন্ত্রের (Central nervous apparatus) কার্য্যশক্তি নষ্ট হইয়া থাকে। তদবস্থায় অধিক পরিমাণ ষ্ট্রীক্‌নিয়া প্রয়োগ দ্বারা উক্ত যন্ত্রের উত্তেজন করা যাইতে পারে। তদ্ভিন্ন উভয় প্রকার বিষের পরস্পর বিপরীত শক্তি আছে বলিয়া বোধ হয় না।

(৫) হেমলিনস্ এবং হানিবলের ঔষধ দ্বয়ের কোন কার্য্যকারিতা পরীক্ষা দ্বারা দেখা যায় নাই।

(৬) এতদ্দেশীয় ঔষধ দুটীর মধ্যে অমৃত সরের উকীলের প্রেরিত ঔষধ ও পরীক্ষা দ্বারা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হইয়াছে।

(৭) সার্জ্জন মেজর জেনারেল হার্ব্বি মহোদয় মধ্যপ্রদেশ হইতে যে ঔষধটী পাঠাইয়াছিলেন, তাহা অনেকটা উপকারক বলিয়া পরীক্ষায় স্থিরীকৃত হইয়াছে। উহা সাপুড়িয়া (Snake charmer) বিষ প্রতিষেধ রূপে

ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহা (Pericam pylus miamus miers) পেরিকেম্ পাইলস্ মাইয়ামস্ মাইয়ারস্ নামক বৃক্ষের শুষ্ক মূল। বাঙ্গালা।—এই ঔষধটীও ক্লোরাইড্ অফ্ লাইম এবং গোল্ডের ন্যায় দষ্ট স্থানে পিচ্‌কারী দ্বারা প্রয়োগ করিতে হইবে, নতুবা বিশেষ ফল হয় না এবং ইহারও শক্তিব্যাপক নহে।

আমাদের দেশে একটি প্রবাদ আছে যে, অভ্যস্ত অহিফেনপায়ীর শরীরে গোখুরা বিষ কার্য্যকারী হয় না; কিন্তু একটী বাঁদরকে এক বৎসর কাল ক্রমান্বয়ে অধিক মাত্রায় অহিফেন অভ্যাস করাইয়া পরে বিষ প্রয়োগদ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঐ প্রবাদ অমূলক, কারণ বাঁদরটী ৩ ঘণ্টার মধ্যেই মরিয়াছিল।

অতএব দেখা যাইতেছে এ পর্য্যন্ত সর্পবিষের যে সমস্ত ঔষধ ও চিকিৎসা বাহির হইয়াছে, তাহার কোনটীর উপরেই নির্ভর করা যায় না। যে সকল গুলি আরাম হয়, তাহাতে হয়ত উপযুক্ত পরিমাণ বিষ নিক্ষিপ্ত হয় নাই; কিম্বা বিষ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বে আকর্ষণদ্বারা তাহা তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল। এই আকর্ষণ বিষয় পরে লেখা যাইতেছে।

এতৎসম্বন্ধে আমাদের অতি পুরাতন ও প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় চরক নামক গ্রন্থে যে চিকিৎসাপ্রণালী লিপিবদ্ধ আছে তাহা অতি সুন্দর এবং অত্রস্থ বহুসংখ্যক ঔষধরাশি হইতে পরীক্ষাদ্বারা বোধ হয়, কোন একটী ভাল প্রতিশেষ—(Antidote) বাহির হইতে পারে। চরকসংহিতায় চিকিৎসাপ্রণালীর সংক্ষেপ আভায় আমরা পাঠকদের অবগতির জন্য দিলাম।

ইহার চিকিৎসাপ্রণালী প্রধানতঃ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে যথা—(ক) বন্ধন ক্রিয়া অর্থাৎ দষ্ট স্থানের বিষ তত্রস্থ রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া দেহের অন্যান্য রক্তস্রোতে প্রতিসর্পিত হইতে না পারে, তজ্জন্য বন্ধনদ্বারা রক্তের গতিরোধ করা হয়।

কিন্তু বন্ধনের পূর্ব্বে অর্থাৎ দংশন মাত্রই তৎক্ষণাৎ আর একটী প্রক্রিয়া করার উপদেশ আছে যথা—

"দষ্ট মাত্রং দশেদাশু তং সর্পং লোষ্ট্রমেববা উপর্য্যরিষ্টাং বধ্নীয়াদ্দংশং ছিন্দ্যাৎ দহেৎ তথা'

চঃ সঃ ১৯১ শ্লোক।

বিষচিকিৎসা।

অর্থাৎ যদি দংশনকারী সর্পকে তাড়াতাড়ি ধরে ফেলা সম্ভব হয়, তবে ধৃত মাত্র উহার শরীরে দংশন করিয়া মুখ নিঃসৃত লালা (তৎসহ অবশ্যই সর্প শরীরে রক্ত প্রভৃতি কোন পদার্থ থাকিবে) আহত স্থানে ত্যাগ করিতে হইবে। সর্পকে ধরিতে না পারিলে, নিকটবর্ত্তী প্রস্তরখণ্ড, লোষ্ট্র কিম্বা কোন ফল যাহা সাময়িক লভ্য হইবে তাহাই দংশন করিবে।

সর্পকে দংশন করিয়া লালা ক্ষতস্থানে নিক্ষেপ করা কতকটা ব্লাডসিরাম ইনজেক্সনের ন্যায় কার্য্যকারী হওয়ার সম্ভাবনা এবং প্রস্তর লোষ্ট্রাদি দংশনদ্বারা বিষের শক্তি কতক পরিমাণ প্রতিহত হওয়ার সম্ভাবনা।

(খ) চোষন ক্রিয়া—দষ্টস্থান হইতে যদি রক্তপাত না হয় এবং ক্ষত স্পষ্ট না হয়, তবে ঐ স্থান ছেদন করিয়া রক্ত সহিত বিষ চুষিয়া ফেলিতে হইবে।

ইহা বিষশান্তির একটী অতি উত্তম ও প্রধান উপায়।

"মন্ত্রারিষ্টোৎকর্ত্তন নিষ্পীড়ন চূষণাগ্নি পরিকোঃ ইত্যাদি।
চঃ সঃ বিষচিকিৎসিতম্ ২৫ শ্লোক।

ঐ প্রাচীন সময়ে মুখ দিয়ে চোষা ভিন্ন অন্য কোন যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তৎস্থলেও সাবধানতার জন্য মুখ বালু কিম্বা যবের ছাতুদ্বারা পুরণ করিয়া লইবার বিধি আছে। মুখ দিয়া চুষিতে হইলে বিশেষ সাবধান হইতে হয় কারণ চোষণকারীর দন্তের মারি শিথিল হইলে ঐ বিষ ইহার রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া প্রাণনাশক হইতে পারে স্নতরাং সাবধান হইয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য। যদি মর্ম্মস্থান না হয়, তবে চোষণ না করিয়া মাংস উৎকর্ত্তন করিয়া বিষ তুলিয়া লওয়ারও বিধি রহিয়াছে।

কুক্কুট প্রভৃতি পাখীদ্বারা ক্ষতস্থান হইতে বিষ আকর্ষণ করিয়া লওয়ার ও তদভিপ্রায়ে ঐ সমস্ত পাখী গৃহে পালন করারও উপদেশ আছে।

ধার্য্যং খগাশ্চে শারিকা ক্রৌঞ্চ শিখিহংসশুকাদয়ঃ"
"দক্ষকাক ময়ূরাণাং মাংসাস্থক্ মস্তকে ক্ষতে"
চঃ সঃ বিষচিকিৎসিতম্ ১৯২। ১৩৯ শ্লোক।

কিছুদিন হইল উত্তর পশ্চিম প্রদেশে কোন একটী পথিক ভদ্রলোককে বিষাক্ত সর্পে দংশন করে, তাহার সহচর চোষণ করিয়াও ক্রমাগত কুক্কুট ছানা লাগাইয়া তাহার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। বিষাক্ত স্থানে কুক্কুট ছানা

আহত করিয়া সংযোগ দ্বারা ক্রমান্বয়ে ৫।৬ টী মরিয়াছিল, পরে যখন আর মরিল না, তখন বন্ধ করা গেল এবং বিষের শক্তি অপহৃত হইয়াছে জানা গেল।

সম্প্রতি বঙ্গের সংবাদপত্রে কোন এক ভদ্রলোক কুক্কুটদ্বারা বিষ আকর্ষণে ২।৩ টী রোগী আরাম হওয়ার কথা লিখিয়া চোষণই (Suction) একমাত্র সর্পবিষের প্রতিশেধ (Antidote) বলিয়া লিখিয়াছেন।

সর্ব্বত্র তৎক্ষণাৎ কুক্কুট প্রভৃতি সংঘটন অসম্ভব মনে করিয়া তিনি ব্রেষ্ট পম্পের ন্যায় (Breast pump) আকর্ষণকারী কোন একটী যন্ত্র আবিষ্কার করার জন্য সাধারণের নিকট আবেদন করিয়াছেন।

বিষ আকর্ষণই যে প্রধানতঃ তাহার নাশের পক্ষে প্রকৃষ্ট উপায়, তৎসম্বন্ধে চরক আরও লিখিয়াছেন যে, বৃক্ষের মূলচ্ছেদ হইলে যেমন উহা আর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, দষ্টস্থান ছেদন করিলে বিষ বর্দ্ধিত হইতে পারে না, আর আচুষণদ্বারা উদ্ধৃত হইয়া থাকে এবং বাঁধ যেরূপ জলের বেগ নিবৃত্ত করে, বন্ধনও সেইরূপ বিষবেগ নিবৃত্ত করিয়া থাকে, তৎপর দাহদ্বারা ত্বগগত ও মাংসগত বিষ দগ্ধ হইয়া থাকে, আর রক্তমোক্ষণদ্বারা রক্তগত বিষ নিঃসারিত হয়।

"তরুরিব মূলচ্ছেদাদ্দংশচ্ছেদান্ন মুপযাতি বিষম্
আচুষণমানয়ণং জলস্য সেতুর্যথা তথারিরিষ্টা"
"ত্বঙ্মাংসগতো দাহো দহতি বিষং স্রাবনং হরতি রক্তাৎ"
চঃ সঃ বিষচিকিৎসিত ৩২ শ্লোক।

এই দুইটী প্রক্রিয়া খ শীর্ষক প্রস্তাবে বিস্তারিতরূপে উল্লেখ হইয়াছে।

(গ) রক্তপাত ও দগ্ধ প্রক্রিয়া অর্থাৎ বন্ধনের পর আচুষণ করিয়া পরে দগ্ধ ও রক্তপাত করিতে হইবে।

কিন্তু চুষণাদি ব্যতিরেকে উক্তরূপ বন্ধনের পর কেবল রক্তপাত করিয়া আরোগ্য লাভ করিতে শোনা গিয়াছে।

এই রক্তপাত হেতু রক্তক্ষয় জন্য কোন উপদ্রবের আশঙ্কা নাই, কারণ ইহাতে মাত্র বন্ধনের অন্তর্গত স্থানের রক্ত বাহির হইবে, তদ্ভিন্ন অপরাপর স্রোতের রক্তপাত হওয়ার আশঙ্কা নাই এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত স্বাভাবিক বাহির না হয়, ততক্ষণ রক্তপাত করিতে হয়। এই প্রণালী কেবল হস্তপদ দংশনস্থলেই সম্ভবপর, তদ্ভিন্ন মর্ম্মস্থানে দংশন করিলে চলিতে পারে না।

(ঘ) বাহ্য ও আভ্যন্তরিক ঔষধ প্রয়োগ—নস্য, ধূম, প্রলেপ, পান প্রভৃতি নানাপ্রকারের ঔষধ প্রক্রিয়া এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতে হইবে।

চরকে এই চিকিৎসা সম্বন্ধে বহুবিধ ঔষধের সংগ্রহ আছে, কিন্তু তাহার কোন্‌টী ঠিক্ ফলপ্রদ হইবে, পরীক্ষা ভিন্ন তাহা এক্ষণে আমরা বলিতে পারি না, কারণ গুরু পরম্পরায় কখনও আমাদের সর্পদষ্ট রোগী আসে নাই।

উহাতে ক্ষারগদ নামক একটী ঔষধ আছে, তাহা ক্লোরাইড অফ্ লাইমের সহিত তুলনা করা যায়।

আমরা বহু দ্রব্যের সংমিশ্রনে প্রস্তুত ঔষধগুলি বাদ দিয়ে দুই একটি সামান্য ঔষধ উল্লেখ করিলাম যথা—

(১) তগর পাদুকা, কুড়, ঘৃত, মধু, উপযুক্ত সমপরিমাণে লইয়া উত্তমরূপ চোষণ করিয়া সেবন করিলে তক্ষকের বিষও নষ্ট হয়।

(২) গৃহধূম, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা ও মূল সমেত কাঁটানটে একত্রে পেষণ করিয়া দধি এবং ঘৃতে মিশাইয়া পান করিলে বাসুকির বিষও নষ্ট হয়।

তক্ষক ও বাসুকি গোখুরা এবং কেউটে জাতীয় ভিন্ন আরও কিছু বলিয়া বোধ হয় না, তদ্ভিন্ন শিরীষ বৃক্ষের (L. Albezzia Lebo) lee acacia Sirish) মূল, ছাল, পাতা, ফুল ও ফল সর্ব্বপ্রকার বিষের একটী প্রধান ঔষধ বলিয়া কথিত হইয়াছে। এবং স্বর্ণভস্ম ও স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি সকল জাতীয় বিষের একটী শ্রেষ্ঠ ঔষধ বলিয়া পরিকির্ত্তিত হইয়াছে।

এই স্বর্ণভস্ম বর্ত্তমান ক্লোরাইড অফ্ গোল্ডের সহিত তুলনা করা যায়।

সংহিতাকার লিখিয়াছেন—পদ্মপত্রের উপরে যেরূপ জল দাঁড়াইতে পারে না, তদ্রূপ স্বর্ণপায়ীর শরীরে বিষ স্থির থাকিতে পারে না যথা—;

"হৃদিশুদ্ধে ততঃ শানং হেম-চূর্ণস্য দাপয়েৎ
হেম সর্ব্ববিষাণ্যাশু গরাংশ্চ বিনিযচ্ছতি
হেমপস্য সজত্যঙ্গে নহি পদ্মেহম্বুবদ্বিষম্"

চঃ সঃ বিষচিকিৎসিতম্ ১৮৭

ইহাতে তখনকার মতানুযায়ী স্বর্ণভস্ম অর্দ্ধতোলা ব্যবহার হইলেও এক্ষণ ৵০ আনার অধিক ব্যবহার হইতে পারে না।

চরক পরে আরও লিখিয়াছেন, যদি ঐ সমস্ত প্রক্রিয়া কার্য্যকারী না হয়, তবে জঙ্গম বিষে স্থাবর বিষ ও স্থাবর বিষে জঙ্গম বিষ প্রয়োগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। কারণ বিরুদ্ধ শক্তিহেতু উভয় বিষ পরস্পর বিনাশ করিয়া থাকে যথা—

"জঙ্গমং স্যাদধোভাগ মূর্দ্ধভাগঞ্চ মূলজম্
তস্মাদ্দংষ্ট্রবিষং মৌলং হন্তি মৌলঞ্চ দংষ্ট্রীজম্।"
"বিষপালং দষ্টানাং বিষপীতে দংশনঞ্চান্তে"

গোখুরা বিষে কেবল ষ্ট্রকনিয়া বিষ প্রয়োগদ্বারা পরীক্ষার ফল আমরা জানিয়াছি।

অন্য কোন স্থাবর বিষ প্রয়োগে পরীক্ষা করা হইয়াছে কি না জানি না।

চরকের এইরূপ প্রক্রিয়া ও ঔষধ এবং পরবর্ত্তী তন্ত্র গ্রন্থের ঔষধগুলি বর্ত্তমান প্রণালীতে পরীক্ষা করিলে দুই একটী যথার্থ প্রতিষেধ (Antidote for snake Poison) আবিষ্কৃত হইবার আশা করা যায়। বর্ত্তমান আয়ুর্ব্বেদ ব্যবসায়ীদিগের দ্বারা এই সমস্ত পরীক্ষা হওয়া অসম্ভব, কারণ ইহাতে প্রভূত অর্থব্যয় ও বিস্তর সংগ্রহের আবশ্যক। গভর্ণমেণ্ট সাহায্য ভিন্ন সংঘটিত হওয়ার আশা করা যায় না।

ডাক্তার ক্যানিংহাম প্রভৃতির ন্যায় মহোদয়গণের মনোযোগ ভিন্ন এই পুরাতন গবেষণার চর্চ্চা ও সত্য নির্দ্দেশিত হওয়া আশাতীত। ভিষক্-দর্পণ।

ডাক্তার শ্রীললিতকুমার গুপ্ত।

প্রবন্ধটী ডাক্তার-কর্ত্তৃক ডাক্তারী চিকিৎসা-শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও পাঠক দেখিবেন যে, ইহাতে আমাদের চরক হইতে অনেক প্রয়োজনীয় কথাও স্থান পাইয়াছে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, এই বিষ চিকিৎসা সম্বন্ধে চরকাদি গ্রন্থ হইতে এস্থলে আরও প্রয়োজনীয় কথা উদ্ধৃত করিয়া দিই। কিন্তু মন্তব্যে তাহা ঘটে না। যাহা হউক্, ভিষক্ দর্পণে যে, ক্রমশঃ দেশীয় চিকিৎসার সহিত বিদেশীয় চিকিৎসার তুলনা করিয়া প্রবন্ধ বাহির হইতেছে, ইহা প্রকৃতই আনন্দের বিষয়। কেবল তাহাই নহে, ভিষক্ দর্পণকে ক্রমশঃ চিকিৎসা সম্মিলনীতে পরিণত হইতে দেখিয়া আমরা যারপর নাই পরিতুষ্ট হইয়াছি। কিন্তু যখন দেখিব, ভিষক্-দর্পণ ক্রমশই বিদেশীয় চিকিৎসাকে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশের বৈদ্য ও হাকিমী চিকিৎসার প্রতি মনঃসংযোগপূর্ব্বক তাহাদেরই অধিকতর আলোচনা আরম্ভ করিয়াছেন, তখনই আমরা প্রকৃতই সুখী হইব। তখনই বুঝিব যে, আমাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। কিন্তু আমাদের ন্যায় পরপদদলিত দাসত্বোপজীবী জাতির ভাগ্যে তাহা ঘটিবে কি ?

চি, স, স।

ঔষধ প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

নবজ্বরে জ্বরচূড়ামণী।

"নীলাম্বরের বড়ী ও গণিমিয়ার ঘড়ী"।

*　　*　　*　　*　　*

পাঠক! নবজ্বরে জ্বরচূড়ামণী যে কিরূপ অপূর্ব্ব ও অমোঘ ঔষধ, তাহা ইতিপূর্ব্বে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। অনুপানভেদে একমাত্র জ্বরচূড়ামণীর সাহায্যে যে প্রায় সর্ব্বপ্রকার নূতন জ্বরের চিকিৎসা কিরূপ সুকৌশলে চলিতে পারে, তাহাও সবিস্তার লিখিতে ত্রুটী করি নাই। বস্তুতঃ আমাদের দেশের নবজ্বরীগণ যদি নূতন জ্বরের প্রথমাবস্থায় একটু ধৈর্য্য ও কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক আবশ্যকমত ২।৪ দিন লঙ্ঘন দিয়া তাহাতে জ্বরের শান্তি না হইলে পরে ২।৪ দিন যথারীতি অনুপান ও সুপথ্য সহ জ্বর-চূড়ামণী ঔষধটী সেবন করেন, তাহা হইলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, এদেশের লোক পুরাতন বা বর্ত্তমান ম্যালেরিয়া জ্বরের জন্য কখনই এতদূর কষ্টভোগ করেন না।

অথবা জ্বরচূড়ামণী কেন? "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" কেবল মাত্র এই ঋষিবাক্যের অনুসরণ করিয়া চলিলেই, যে জ্বর সারিবার, তাহা প্রায়ই ২।৪ দিন ৫।৬ বা ৭।৮ দিনে যখন নিশ্চয়ই সারে, তখন সেই সঙ্গে জ্বরচূড়ামণী চলিলে ত নিশ্চয়ই সোণায় সোহাগা হইয়া থাকে। তবে যে জ্বর না সারিবার, যে জ্বর বাড়িবার এবং যে জ্বর জোরপূর্ব্বক মৃত্যু আনিবার, তাহাতে জ্বর-চূড়ামণীই হউক্, আর পৃথিবীর যে কোন ঔষধই হউক্, কেহই কিছু করিয়া উঠিতে পারে না বলিয়াই আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস।

দুঃখের বিষয় এই যে, বাজার যেরূপ পড়িয়াছে, তাহাতে "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" প্রভৃতি ঋষিবাক্য কিংবা জ্বরচূড়ামণী প্রভৃতি ঔষধ সকল এবাজারে আর কোন মতেই খাটিতে পারে না। কেননা সহরবাসী-গণের ত চাকুরীর বা কার্য্যাধিক্যের দায়ে এক দিনের অধিক উপবাস করাই চলে না, সুতরাং সেখানে আর ঋষিবাক্য বা জ্বরচূড়ামণী খাটিবে কেন? আবার পাড়াগাঁয়ের লোকদের চাকুরীর তাড়া না থাকিলেও তাহারা এতই অজ্ঞ ও অধীর যে, তাহারাও আর কোন মতেই অন্ততঃ ২।৩ দিন মাত্রও উপবাস করিতে রাজী হয় না; আশু প্রলোভনে আপাতরম্য কুইনাইন্

খাইয়া ফলও তেমনি হাতে হাতে তথৈব চ ঘটিয়া থাকে। ফল কথা, সেই "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনং পথ্যং" আদি পুরাতন ঋষিবাক্যে পদাঘাত করিয়াই যে ভারতবাসী আজ্ দিন দিন এত দুঃখে ও ম্যালেরিয়া জ্বরাদিতে পতিত হইতেছে, ইহাতে আর কিছুমাত্রই সন্দেহ নাই।

জ্বরচূড়ামণী কেবল নূতন জ্বরেরই অমোঘ ঔষধ নহে।

জ্বরচূড়ামণী যে কেবল নূতন জ্বরেরই অমোঘ ঔষধ, তাহা নহে। পরন্তু পাঠকগণ! শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন এবং কেহ বা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেননা যে, এই জ্বরচূড়ামণী, অন্য কতকগুলি জ্বরসংযুক্ত রোগের পক্ষেও ঠিক্ ব্রহ্মাস্ত্র-সদৃশ! যথা—(১) জ্বরসংযুক্ত শোথরোগে। নূতনজ্বরে ডাক্তারী কুইনাইন বা কবিরাজী কোন বিষাক্ত ঔষধ সেবনে অনেক সময়েই দেখা যায় যে, তাহার উপর স্নানাহারাদি অত্যাচারে অচিরাৎই রোগীর হাতে পায়ে পেটে ও চোখে মুখে অথবা কেবল মাত্র হাতে পায়ে শোথের অর্থাৎ ফুলার সঞ্চার হইয়া থাকে। পাঠক! সত্য সত্যই জোরপূর্ব্বক বলিতেছি যে, জ্বর-চূড়ামণী সেইরূপ শোথসংযুক্ত জ্বরে ধন্বন্তরি-সদৃশ। অর্দ্ধ বা এক ছটাক আদার ও বেলপাতার রস এবং অল্প মধুর সহিত প্রাতে ও বৈকালে এক এক বড়ী জ্বরচূড়ামণী ৪।৫ দিন সেবনেই প্রায় রোগীর শোথ ও জ্বরের অর্দ্ধেক শান্তি হইয়া আইসে এবং ২।৩ সপ্তাহে প্রায়ই আরোগ্যলাভ করিয়া থাকে। বালক বা শিশুর পক্ষে জ্বরচূড়ামণীর মাত্রার বিষয় পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। একবার একটী ১৫।১৬ বৎসরের বালককে ঠিক্ তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রবল শোথজ্বরের শান্তি হইতে দেখা গিয়াছিল। তদ্ভিন্ন সহস্র সহস্র জ্বরভুক্ত শোথরোগীতে ইহার অভাবনীয় মহিমার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা পাইয়াছি। কোন কোন কবিরাজ ঐরূপ অবস্থায় প্রাতে এক বড়ী বেলপাতা ও মধুসহ এবং বৈকালে শ্বেতপুনর্নবার রস ও মধুসহ সেবন করিতে দিয়াও আশানুরূপ ফললাভ করিয়া থাকেন। আবার রোগীর অধিক কোষ্ঠবদ্ধতা ও শোথের আধিক্য থাকিলে ঐ স্থলে জ্বরচূড়ামণীর সহিত পুনর্নবাষ্টক পাঁচনেরও ব্যবস্থা করা উচিত, কেন না তদ্দ্বারা শীঘ্র শীঘ্রই সুফললাভের অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু এইরূপ জ্বরভুক্ত শোথের সহিত রোগীর পাতলা দাস্তাদি বা অধিক দুর্ব্বলতা কিংবা রক্তাল্পতা থাকিলে তত্তৎস্থলে জ্বরচূড়ামণী কোনমতেই ব্যবস্থেয় নহে, সে সে স্থলে পর্প্পটী আদি ঔষধেরই ব্যবস্থা করা আবশ্যক। পাঠক! এই উপ-লক্ষে আর একটা অতীব সত্য রহস্য শুনিয়া রাখুন যে, ঐরূপ জ্বরসংযুক্ত শোথ

রোগের শান্তির জন্য অনেক কবিরাজ মহাশয় ঐ জ্বরচূড়ামণীকেই আবার জ্বরচূড়ামণী নাম না দিয়া "রামবাণ" নামেই উহার ব্যবহার করিয়া থাকেন। তা করিলেনই বা? তাহাতে আর আপত্তি কি? আসল কথা রোগের শান্তি হইলেই ত হইল? যাহা হউক, গৃহস্থই হউন, আর ডাক্তারই হউন, কবিরাজের সম্বন্ধে ত আর কথাই নাই, সকলেই আমাদের লিখিত জ্বরচূড়ামণী-মহিমার সত্যাসত্য অনুসন্ধান করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।

জ্বরসংযুক্ত বাতরোগ অথবা কেবল বাতরোগে।

জ্বরচূড়ামণী যে কেবল নবজ্বরেরই মহৌষধ, শুধু যে জ্বরসংযুক্ত শোথ-রোগেরই শান্তিকারক, তাহা নহে; পরন্তু জ্বরসংযুক্ত বাতরোগের শান্তির পক্ষে ইহার শক্তি যে কতদূর অসীম, তাহা পাঠকগণ শুনুন। গরমিজন্য হউক, আর পারাজন্যই হউক, প্রমেহ অর্থাৎ ধাতের পীড়াজন্য হউক, কিম্বা কোনরূপ আঘাতাদি জন্যই হউক, অথবা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা আদি তিথি-গতই হউক, অনেক সময় দেখা যায় যে, কাহারও শরীরের সন্ধিস্থল (হাত-পায়ের গিরা আদি) অণ্ডকোষ অথবা অঙ্গবিশেষে ভয়ানক বা অল্পবেদনা ও ফুলার সহিত জ্বর হইতে থাকে। এরূপ স্থলে জ্বরচূড়ামণী প্রকৃতই ধন্বন্তরিসদৃশ। সাহসপূর্ব্বক বলিতে পারি যে, ঐ সকল স্থলে প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে এক একটী জ্বরচূড়ামণী প্রত্যেকবারে আদার রস অর্দ্ধছটাক ও বেলপাতার রস অর্দ্ধছটাক ও অল্প মধুর সহ সেবন করিলে ৪।৫ দিন বা ৫।৭ দিনে নিশ্চই রোগীর সমূহ উপকার দর্শিবেই দর্শিবে। পাঠক! এপর্য্যন্ত কত সহস্র ব্যক্তির যে ঐ অবস্থায় জ্বরচূড়ামণীদ্বারা আশাতীত উপকার দর্শিতে দেখিয়াছি, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কেবল জ্বরসংযুক্ত বাতেই জ্বরচূড়ামণী মহৌষধ নহে, পরন্তু জ্বর ভিন্ন অন্যান্য সাধারণ বাতে বেদনা ও ফুলা থাকিলেও ইহাদ্বারা অসাধারণ উপকার দর্শে। ফল কথা, বাতব্যাধির অধিকাংশ অবস্থাতেই যে, জ্বরচূড়ামণীর দ্বারা সমূহ উপকার দর্শে, ইহা যেন পাঠকগণের বেশ স্মরণ থাকে। পাঠক! শুনিয়া হাস্য করিবেন যে, এই জ্বরচূড়ামণীকেই অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয় বাতরোগের ঐ ঐ স্থলেই বাতগজাঙ্কুশ ও বৃহদ্বাতগজাঙ্কুশ নামে অভিহিত করিয়া প্রয়োগ করিয়া থাকেন। কিন্তু সে কথা ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইহাতে বড় একটা হানি নাই।

প্লীহা ও যকৃৎসংযুক্ত জ্বরে।

জ্বরচূড়ামণী যে কেবল নূতনজ্বরেরই মহৌষধ, শুধু জ্বরসংযুক্ত শোথের বা জ্বরসংযুক্ত বাতের বা কেবল বাতেরই শান্তিকারক, তাহাও নহে, সকলে শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন যে, প্লীহাসংযুক্ত নূতন বা পুরাতন জ্বরের অথবা কেবল প্লীহার এমন কি যকৃতের শান্তির পক্ষেও ইহা একটী অব্যর্থ মহৌষধ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্লীহা বা যকৃৎসংযুক্ত জ্বররোগী অথবা কেবল প্লীহা বা কেবল যকৃৎগ্রস্ত রোগীকে প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে এক একটী জ্বরচূড়ামণী অর্দ্ধছটাক মনসাপাতার রস ও অর্দ্ধছটাক আদার রস এবং অল্পমধুর সহিত সেবন করিতে দিলে সপ্তাহমধ্যেই দেখা যায় যে, তাহার প্লীহা নরম ও আয়তনে হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে। ছোট ছোট বালক বালিকার প্লীহা যকৃৎ শান্তির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত অনুপানে জ্বরচূড়ামণী প্রকৃতই মহৌষধ মধ্যে গণ্য। অনেক স্থলেই গুড়পিপ্পলী ও লোকনাথরস ব্যবহারে যে প্লীহা যকৃতের শান্তি না হইয়াছে, একমাত্র জ্বরচূড়ামণী ব্যবহারে তদপেক্ষা অল্পসময়ে অধিক উপকার দর্শিতে দেখা গিয়া থাকে। জ্বরচূড়ামণী প্লীহা যকৃতের শান্তির পক্ষে এতাদৃশ গুণশালী বলিয়া কোন কোন কবিরাজ ইহাকে প্লীহাজ্বরচূড়ামণী ও যকৃতান্তক বটীকা নামেও অভিহিত ও প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ফলকথা, এই জ্বরচূড়ামণী ঔষধটী যে পূর্ব্বোক্ত রোগসমূহের পক্ষে কিরূপ ধন্বন্তরি সদৃশ, তাহা পাঠকগণ একটু ধীরভাবে মনঃসংযোগপূর্ব্বক ইহার ব্যবহার করিলেই জানিতে পারিবেন বলিয়া সম্যক্ আশা করিতে পারি!

পরিশেষে এই জ্বরচূড়ামণীর যিনি স্রষ্টা, যাঁহার ব্যবহার-কৌশলে এই একই জ্বরচূড়ামণী প্রয়োগে পূর্ব্বলিখিত রোগসমূহের আশ্চর্য্যরূপে শান্তি হইতে পারে, সেই প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যাত্মা ৺নীলাম্বর সেন মহোদয়ের নামোল্লেখ এস্থলে না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কলিকাতার বর্ত্তমান প্রাচীন ও বিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের পিতৃদেব ৺নীলাম্বর যখন ঢাকাসহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিরাজরূপে উপরোক্ত জ্বরচূড়ামণী আদি ঔষধের বলে সুচিকিৎসাদ্বারা সহস্র সহস্র রোগীর রোগমোচন করিতেন, তখন ঢাকাসহরের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই তাঁহার চিকিৎসাকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন; এমন কি কতকাল অতীত হইল, তাঁহার সেই

পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে লীন হইয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও ঢাকাবাসীগণ কথায় কথায় উপমাস্থলে বলিয়া থাকেন যে :—

"নীলাম্বরের বড়ী ও গণিমিয়ার ঘড়ি"

ইহার ভাবার্থ এই যে, ৺নীলাম্বর সেনের বড়ীর ন্যায় উৎকৃষ্ট বড়ী এবং গণিমিয়ার ঘড়ির ন্যায় উৎকৃষ্ট ঘড়ি আর দ্বিতীয় নাই।

কিন্তু কেবল জ্বর চূড়ামণি বলিয়া নহে। ৺ নীলাম্বর সেনের অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা-কৌশলের মধ্যে উপরে একমাত্র জ্বরচূড়ামণি ঔষধেরই আভাসমাত্র দেওয়া হইল। কিন্তু তাঁহার আবিষ্কৃত জ্বরান্তক রস আদি ঔষধ, নানাবিধ মুষ্টিযোগ, পাঁচন ও তৈল ঘৃতাদির যথাযথ পরিচয় যতই পাঠকগণ পাইবেন, আমাদের ন্যায় ততই তাঁহাদিগকে অবাক্ হইতে হইবে। কেননা এমন অল্প ব্যয়-সাধ্য ঔষধদ্বারা এত অধিক উপকার ও উপার্জ্জন-প্রণালী ভারতের ঋষিগণ ভিন্ন আর কোন কবিরাজদ্বারা আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না। যেহেতু অন্যান্য কবিরাজগণ ১০৲ টাকা ব্যয়ের ঔষধ প্রস্তুত করিয়া যে রোগীর উপকার দর্শাইতে না পারিবেন, ৺নীলাম্বরের চিকিৎসাপ্রণালীতে তত্তৎস্থলে শিকিপয়সার ঔষধদ্বারা তদপেক্ষা নিশ্চয়ই অধিক উপকার দর্শাইবেই দর্শাইবে। অবশ্যই পাঠকগণ সে সকল গূঢ়রহস্যমূলক অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসাকৌশল ক্রমশঃ জানিতে পারিবেন; কিন্তু প্রথমেই বলিয়া রাখি যে, ব্যস্ত হইলে চলিবে না। পরিশেষে এস্থলে আহ্লাদের সহিত একটী সুসংবাদ পাঠকগণকে জানাইতেছি যে ৺নীলাম্বরের অত্যাশ্চর্য্য চিকিৎসা-কৌশল লিখিতে গিয়া তাঁহার গূঢ়রহস্য সকল ক্রমশঃ বাহির হইলে পাছে তাঁহার বর্ত্তমান জ্যেষ্ঠপুত্র কবিরাজকুল-তিলক শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় বা তাঁহার আত্মীয় স্বজন কোনরূপ দুঃখিত বা সঙ্কুচিত হন, এই ভাবিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমি শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করি। আনন্দের বিষয় এই যে, তিনি তৎক্ষণাৎ আহ্লাদের সহিত সম্মতি দিয়া বলিয়াছেন যে,

"এ জগতে যে কার্য্যে সাধারণের উপকার দর্শে, এমন কোন কার্য্যে আমার কোনই আপত্তি নাই।"

বলা বাহুল্য যে, তাঁহার এই উদারভাব ও সৎসাহস, এই প্রবন্ধ লেখার পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য করিবে। কেননা এপ্রবন্ধে ক্রমশঃ সে গৈরিক মৃত্তিকা, সে সিদ্ধমকরধ্বজ, ৺সে গুড়ূচ্যাদি তৈল, সে সিদ্ধ প্রাণেশ্বর প্রভৃতি কিছুরই ত আর বাদ পড়িবে না। অপরন্তু যাঁহারা অর্থাৎ যে সকল কবিরাজ মহাশয়েরা সেই সকল প্রকৃত সত্য, সেই স্বর্গীয় ঋষিবাক্য গোপন করিয়া দেশোদ্ধার অর্থাৎ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার পুনরুদ্ধার করিতে চাহেন, এপাপ কলিকালে তাঁহারা যে কিরূপ দেশহিতৈষী, সে পরিচয় দিতেও চিকিৎসা-সম্মিলনী কুণ্ঠিত, লজ্জিত বা কিছুমাত্রও ভীত হইবে না। যাহাহউক্, আগামীবারে জ্বরান্তকরসের কথা বলিব।

সম্পাদক।

ভৈষজ্য-তত্ত্ব।

বাকস।

(JUSTCIA ADHATODA.)

বৈদ্যক নাম।

বাসকো বাসিকা বাসা ভিষঙ্মাতাচ সিংহিকা।
সিংহাস্যো বাজিদন্তঃ স্যাদাটরুষোঽ টরূষকঃ॥
অটরুষো বৃষো নাম্না সিংহপর্ণশ্চ স স্মৃতঃ॥

জাতি—Acanthaceae.

ব্যবহার্য্য অংশ—পত্র, বল্কল, মূল, (শিকড়) এবং পুষ্প।

ক্রিয়া—কফ নিঃসারক ও আক্ষেপ নিবারক।

ইপিক্যাকুয়ানহা, স্কুইল, সেনেগা প্রভৃতি কফ নিঃসারক ঔষধ অপেক্ষা ইহার ক্রিয়া শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হয়। দেখা গিয়াছে অপরাপর ঔষধ নিষ্ফল হইলে ইহাদ্বারা আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়; বিশেষতঃ ইহা শ্লেষ্মা-জনন ক্রিয়া স্থগিত করে। ইহা স্নায়ুমণ্ডলের উপর বলকর ও উত্তেজক হইয়া কার্য্য করে, এই উত্তেজন ক্রিয়া অতি মাধুর্য্যভাবে সম্পাদিত হয়। ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে নিম্নলিখিত ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বাসকো বাতকৃৎস্বর্য্যঃ কফপিত্তাস্রনাশনঃ।
তিক্তস্তুবরকো হৃদ্যোলঘূঃ শীত স্তৃড়র্ত্তিহৃৎ॥
শ্বাস কাস জ্বরচ্ছর্দ্দি মোহকুষ্ঠক্ষয়াপহঃ॥

আময়িক প্রয়োগ—ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে ইহাদ্বারা আশ্চর্য্য ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। পাঁচটী রোগীতে প্রয়োগ করা হইয়াছিল, সকলেই শীঘ্র প্রতীকার লাভ করে। সম্প্রতি একটী অতি কঠিনতর ব্রঙ্কাইটিস্ রোগে প্রয়োগ করিয়া আশানুরূপ ফল লাভ হইয়াছে। কাশী সর্ব্বদাই থাকিত অধিকন্তু রাত্রি বারটার পর হইতে এরূপ ভয়ানক কাশী জন্মিত যে তজ্জন্য নিদ্রা হইতে পারিত না। সমস্ত রাত্রিতে উদ্গত শ্লেষ্মার পরিমাণ প্রায়

এক পোয়া হইবে ও তাহা দুর্গন্ধযুক্ত, শরীর জীর্ণ—ফলতঃ ইহাতেই মৃত্যুর আশঙ্কা হইয়াছিল। কয়েক দিবস মাত্র পশ্চাল্লিখিত যত প্রকার চূর্ণ সেবনেই নিঃশেষে আরোগ্য লাভ করে।

কবিরাজগণ ইহা কম্পজ্বরে প্রয়োগ করেন, এবং বলেন ইহাদ্বারা শীঘ্রই জ্বরারোগ্য হইয়া থাকে। আমরা জ্বররোগে ব্যবহার করিয়াছি, কিন্তু কুত্রাপি কুইনাইন বা অপরাপর ঔষধের তুল্য ফলপ্রাপ্ত হই নাই। ইহাঁরা বলেন শ্বাস কাস রোগে ইহার ধূমপান মহোপকারী ব্যবস্থা।

রাজ-নির্ঘণ্ট গ্রন্থপ্রণেতা রক্ত, পিত্ত, কামলা (Jaundice) জ্বর, শ্বাস (Asthma) রোগে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন এবং ইহার পুষ্প ক্ষয়কাশ নাশক বলেন।

ডাক্তার এন্, জ্যাক্শন (Dr. N. Jackson) এবং সব এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন উদয়চাঁদ দত্ত অনেকবার ইহার ঔষধীয় ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন। ক্রনিক ব্রঙ্কাইটিস, এজমা, ফুস্ফুসের পীড়া এবং কফবৈরূপ্য হেতু পীড়ায় যখন জ্বর সহবর্ত্তী না থাকে, ইহা প্রয়োগ করিয়া কৃতকার্য্য হইয়াছেন। এমন কি কফনিঃসারক ক্রিয়া থাকায় যক্ষ্মারোগে উপকারী হইতে পারে, এরূপ সপ্রমাণ করিয়াছেন। ১৪৬৫ খৃঃ অব্দে মিঃ উদয়চাঁদ দত্ত উল্লিখিত ব্যাধিগ্রস্ত অনেকগুলি রোগীর বিবরণ প্রকাশ করেন। ফলতঃ ইহা কাশাদি রোগের যে একটী সুফলপ্রদ ঔষধ তাহা নিশ্চিত।

পিপ্পলি সহযোগে প্রয়োগ করিলে ইহার ক্রিয়া বৃদ্ধি হয়।

মাত্রা—কাশাদি রোগে ইহার তরল সার (Aqueous extract) ৪—১০ গ্রেণ; কিন্তু যেরূপে ইহার তরলসার প্রস্তুত হয়, তাহা ব্যবহার পক্ষে এই আপত্তি হইতে পারে যে উহা অধিক দিবস স্থায়ী হয় না, শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যায়। নিম্নলিখিত প্রকারে ইহার সার প্রস্তুত হয়।

ইহার ডাঁটা সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করণান্তর তলদেশে ছিদ্রযুক্ত একটী হাঁড়ীতে পূর্ণ করিতে হইবে; অনন্তর হাঁড়ীর মুখে একটী আবরণ (যথা সরা) দিয়া তাহা এরূপে আবদ্ধ করিতে হইবে, যেন তন্মধ্য হইতে বাষ্প বাহির হইতে না পারে। হাঁড়ীর তলদেশেও একটি পাত্র (যথা ভাঁড়) ঐ প্রকারে আবদ্ধ করিতে হইবে। অনন্তর একটী গর্ত্ত করিয়া এই প্রস্তুতীকৃত হাঁড়ীর কিয়দংশ প্রোথিত করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুঁটা দিয়া অগ্নিসংযোগ করণান্তর

দ্বাদশ ঘণ্টান্তর উঠাইয়া নিম্নস্থ পাত্রে সঞ্চিত পদার্থ (Aqueous extract) গ্রহণ করিবে। মাত্রা ৪—১০ গ্রেণ।

এলকোহল সহযোগে একপ্রকার সার প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। মাত্রা ৩ গ্রেণ।

টিংচার অব বাকস—আট ভাগ এলকোহলের সহিত দেড় ভাগ তরল সার দ্রব করিয়া লইতে হয়। মাত্রা ½ হইতে ১ ড্রাম।

পল্ভ অব বাকস—বাকস বৃক্ষের পত্র ও শিকড়ের ছাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কর্ত্তন করিয়া উত্তম গব্যঘৃতে এরূপে ভর্জ্জন করিতে হইবে যেন উহা দগ্ধ হইয়া না যায়, অথচ উত্তমরূপ সূক্ষ্ম চূর্ণ হইতে পারে। এবম্প্রকারে চূর্ণীকৃত বাকস উৎকৃষ্ট ফলপ্রদ। রসেন্দ্র সারসংগ্রহ কর্ত্তা এই চূর্ণ কাশ ও শ্বাস কাশ রোগে ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন।

ডাক্তার কুঞ্জবাবু, এলোপ্যাথিক ও কবিরাজী এই উভয় মতের অনুসরণ করিয়া উপরে বাকসের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার বেশ গুণপনা প্রকাশ পাইয়াছে। বস্তুতঃ বৈদ্য-শাস্ত্রমতে কাস, শ্বাস ও যক্ষ্মা রোগের শান্তির পক্ষে বাকস একটী যথার্থই মহৌষধ মধ্যে গণ্য। শাস্ত্রকার বাকসের অনেক গুণ গাহিয়া শেষটা জোরপূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে;—"বাসায়াং বিদ্যমানায়াং আশায়াম্ জীবিতস্য চ। রক্তপিত্তী ক্ষয়ী কাশী কিমর্থমবসীদতি?" অর্থাৎ জগতে বাসক বিদ্যমান থাকিতে এবং রক্তপিত্ত, ক্ষয় অর্থাৎ যক্ষ্মা ও কাসরোগীর জীবনের আশা থাকিতে কেন তাহারা অবসন্ন হয়? চি, স, স,

---

তিল।

(SESAMUM OR OIL SEED.)

জাতী—Sesameae.

শ্রেণী—Sesamuma.

তিল বঙ্গের সর্ব্বজন পরিচিত। ভ্রষ্ট তিল এক প্রকার সুগন্ধ প্রযুক্ত অনেকেই মুড়ি বা চা'ল ভাজার সহিত খাইয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে যে বিশেষ গুণ, বোধ হয় অনেকেই তাহা পরিজ্ঞাত নহে। শ্বেত ও কৃষ্ণ ভেদে তিল দ্বিবিধ। কিন্তু উভয় প্রকার তিলই সমতুল্য ক্রিয়াবিশিষ্ট। কৃষ্ণতিল ভক্ষণে সুখদ।

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল, বীজ এবং পত্র।

ক্রিয়া—আবরক, স্নিগ্ধকারক, রজোনিঃসারক এবং জরায়ু সঙ্কোচক।

আয়ুর্ব্বেদমতে তিল স্বাদু, স্নিগ্ধ, কফপিত্তকারী, কেশহিতকর, অল্প মূত্রকারী, গ্রন্থিবাতঘ্ন, ব্রণে হিতকারী প্রভৃতি বিবিধ গুণ উল্লিখিত হইয়াছে। অপিচ ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে,—

কৃষ্ণঃ শ্রেষ্ঠতম স্তেষু শুক্লো মধ্যমঃ স্মৃতঃ।
অন্যে হীনতা প্রোক্তা স্তজ্জ্ঞৈরক্তাদয়স্তিলাঃ॥

বেঙ্গল ডিস্‌পেন্‌সারী গ্রন্থপ্রণেতা বলেন বিশুদ্ধ তিলতৈল দ্বারা এসিড অইলের সমতুল্য ঔষধীয় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

ডাক্তার এ, বার্ণ (A. Burn) ক্ষতাদি চিকিৎসায় তিল তৈলের ড্রেসিং একটী উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি বিবেচনা করেন। তিনি বলেন, তাঁহার হস্পিটালে যে কোন প্রকার ক্ষতগ্রস্ত রোগী উপস্থিত হইলেই একখণ্ড সাধারণ বস্ত্র বিশুদ্ধ তিলতৈলে নিমজ্জিত করিয়া তদুপরি প্রয়োগ করা তাহার স্বভাব ছিল। সাধারণতঃ গ্রীষ্মকালেই এই মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা করিতেন। ইনি লিনিমেণ্টাম ক্যালসিস প্রস্তুত করিতে অলিভ অইলের পরিবর্ত্তে অনেক দিবস পর্য্যন্ত এই তৈল ব্যবহার করিয়াছেন, এবং উত্তম ফল পাইয়াছেন। লেখক কার্ব্বলিক অইল প্রস্তুত করিতে এই তৈল প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা অলিভ অইলের সুন্দর প্রতিনিধি এবং নারিকেল তৈল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

স্নিগ্ধকরণাভিপ্রায়ে ইহার পত্রের পোলটিস বিশেষ উপযোগী। শুষ্ক পত্র সকল উষ্ণ জলে ভিজাইয়া আক্রান্তস্থানে প্রয়োগ করিবে।

প্রদাহগ্রস্ত ক্ষতে তিলের পোলটীস অতি উপাদেয় ব্যবস্থা। ইহাদ্বারা প্রদাহ প্রশমিত হয় ও ক্ষতের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

রাজ-নির্ঘণ্ট গ্রন্থকার বলেন চুলকাণিযুক্ত ব্রণ ও কণ্ডুরোগে তিলতৈল প্রয়োগ ও ম্রক্ষণ হিতকর এবং কেশ ও শরীরের কান্তি প্রদায়ক।

অনেকে ইহার রজোনিঃসারক ক্রিয়ার বিষয় পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, ইহা একটী ক্ষমতাশালী রজোনিঃসারক ঔষধ। কেহ কেহ বিশ্বাস করেন যে, অধিক মাত্রায় ভক্ষিত হইলে গর্ভপাত হইয়া থাকে।

ডাক্তার এড্‌োয়ার্ডজন ওয়ারিং উত্তমরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, এক মুষ্টি তিল সূক্ষ্মরূপে চূর্ণ করিয়া উষ্ণজলে নিক্ষেপ করণান্তর তাহাতে

উপবেশন করাই এমেনোরিয়া রোগের সফলপ্রদ চিকিৎসা। তিনি ইহাও বলেন তিলে রজোনিঃসারক ধর্ম্মের বিষয় আরও পরীক্ষিত হওয়া আবশ্যক।

তিল সম্বন্ধে উপরে যতগুলি কথা বলা হইয়াছে, তাহাতেও বেশ বিচক্ষণতা প্রকাশ পাইয়াছে। তিল বিশেষতঃ কৃষ্ণতিল যে বিশেষ বলকারী ও অতিশয় স্নিগ্ধকারক, একথা এদেশের প্রায় সকলেই সম্যক্ অবগত আছেন, কিন্তু এই কৃষ্ণতিলের একটা বিশেষ গুণের কথা উপরোক্ত প্রবন্ধে স্থান না পাওয়াতে যেন প্রবন্ধটী নিতান্তই অসম্পূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ ইহার শাঁস ।০ চারি আনা, ।৵০ বা ॥০ আট আনা মাত্রায় সমপরিমাণ ইক্ষুচিনি সহ অর্শ রোগের পক্ষে একটী অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ বলিয়া পরিগণিত। তাহা ছাড়া ভারতীয় অনেক বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির দৃঢ় বিশ্বাস যে, এলোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথির পটাশ আদি ঔষধ দীর্ঘকাল ব্যবহারে যে বায়ু ও শিরোঘূর্ণন রোগের শান্তি না হয়, একমাত্র কৃষ্ণ তিলের তৈলে তত্তৎস্থলে অতি শীঘ্রই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া প্রকাশ পায়। চি, স, স,

—০—

বটগাছ।

(FICUS BENGALENSIS.)

জাতি—Urticae.

শ্রেণী—Ficus.

ব্যবহার্য্য অংশ—আঠা, বল্কল ও ঝুরি।

ক্রিয়া—বলকর, পাচক, মূত্রকারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক।

ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে বটের এইরূপ ক্রিয়া উল্লিখিত হইয়াছে;—

বটঃ শীতো গুরুর্গ্রাহী কফপিত্ত ব্রণাপহঃ।
বর্ণ্যো বিসর্প দাহঘ্নঃ কষায়ো যোনিদোষহৃৎ॥

ইহাতে দুগ্ধবৎ এক প্রকার আঠা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই আঠাকে বটক্ষীর কহে। বটক্ষীরে শতকরা ৭০.৮৩ অংশ জল প্রাপ্ত হওয়া যায় ও অবশিষ্ট সৌত্রিক পদার্থ। এই পদার্থই উহার ক্রিয়ার মূল।

ইহার বলকর ক্রিয়া অন্যান্য বিটার টনিকস এবং কেহ কেহ বলেন কডলিভর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। বিশেষতঃ ইহাদ্বারা শরীরের স্থূলতা বৃদ্ধি হয়। কডলিভর অইল দুই মাস সেবনে যে উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়, বটক্ষীর দুই সপ্তাহ সেবনে সেই ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা সেবন করিতে আরম্ভ

করিয়া কয়েক দিবস পরে গাত্রে অল্প বেদনা বোধ হয়, শারীরিক পরিশ্রম করিলেই এই বেদনা অন্তর্হিত হইয়া যায়। ইহা স্নায়ু সকলের উপর বিশেষ বলবিধান করে এবং মনের একরূপ প্রফুল্লতা জন্মাইয়া দেয়।

ইহা সেবন করিলে মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়া বৃদ্ধি হইয়া মূত্রের পরিমাণ অধিক ও উহার বিকৃত ক্রিয়ার সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া থাকে। পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে ইহা সেবনের পর প্রস্রাবের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১০২০ হয়। মূত্রের পরিমাণাধিক্য বশতঃ কোষ্ঠস্থ মল শুষ্ক হইয়া কঠিন হয়, অথচ কোষ্ঠ-বদ্ধ হয় না।

কর্পূর, গঞ্জিকা, মৃগনাভি প্রভৃতি কামোদ্দীপক ঔষধদ্বারা যেমন ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য জন্মাইয়া থাকে, বটক্ষীর সেবনে সেরূপ ঘটে না, ইহা সেবনে কামেন্দ্রিয়ের উপর শক্তি সঞ্চারিত হইয়া উহাকে বলশালী করে, এবং অণ্ডদ্বয় পুষ্ট হইতে থাকে।

ডাক্তার এন্সলাই (Ainslie) বলেন ইহার বল্কল একটী ক্ষমতাশালী টনিকধর্ম্মক ঔষধ।

আময়িক প্রয়োগ। পদতলের ফাটায় ইহার জিলাটিনস্ আঠা বিস্তর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কথিত আছে যে, ইউরোপীয় অপরাপর ঔষধ এই অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিয়া নিষ্ফল হইতে পারে, কিন্তু ইহা কখন নিষ্ফল হয় না। ফাটের প্রান্তদ্বয় দৃঢ়রূপে সংযুক্ত হইয়া যায়।

প্রমেহ রোগে ১০—১৫ ফোঁটা মাত্রায় বটক্ষীর কিঞ্চিৎ চিনির সহিত দিবসে দুইবার সেবন করিলে বিশেষ উপকার হইতে দেখা গিয়াছে।

দীর্ঘকাল জননেন্দ্রিয়ের পরিচালনা হেতু অথবা প্রমেহ বশতঃ কখন কখন প্রস্রাবাধিক্য রোগ জন্মে, তাহাতে বটবৃক্ষের ঝুরি গন্ধ দ্রব্য সকল সহযোগে দুগ্ধের সহিত পাক করিয়া প্রত্যহ দুইবার অর্দ্ধ ড্রাম মাত্রায় সেবন করিলে শীঘ্রই রোগারোগ্য হইয়া থাকে।

এটনিক ডিস্পেপ্সিয়া রোগে ইহা প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়। এ রোগে বটক্ষীর প্রয়োগে দুইটী উপকার সংসাধিত হইয়া থাকে, পরিপাক শক্তিকে তেজস্বিনী করে, এবং মলের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়।

ব্রণাদি প্রদাহিত স্থানোপরি বটক্ষীর কিঞ্চিৎ গোলমরিচ চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রয়োগ করিলে অশেষ উপকার প্রাপ্ত হওয়া যায়; প্রদাহ

দমিত হয় ও ব্রণাদি উত্থিত হইতে পারে না। বাঘির প্রথমাবস্থায় ইহার প্রয়োগে কখন কখন প্রভূত উপকার হইয়া থাকে।

বটবৃক্ষের গুণ প্রকৃতই অসংখ্য। পথশ্রান্ত রৌদ্র-তাপিত ক্লান্ত পথিক, কেবল যে বটবৃক্ষের সুশীতল ছায়ায় বসিয়া ক্লান্তি দূর করিয়া অনির্ব্বচনীয় আনন্দ পায়, তাহা নহে; পরন্তু ইহার পত্র, শাখা, বল্কল, মূল ও ক্ষীর অর্থাৎ আঠা প্রত্যেকটীই যারপর নাই উপকারী বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। বটবৃক্ষ এইরূপ অসাধারণ গুণশালী বলিয়া হিন্দুগণ বহুকাল হইতে ইহার পূজা করিয়া আসিতেছেন। সুতরাং এ অধঃপতিত ভারতে সেই বৃক্ষরাজ বটবৃক্ষের সম্বন্ধে যিনি দুকথা বলেন, আমরাও তাঁহাকে অন্তরের সহিত পূজা করি। বটক্ষীরের অন্যান্য গুণের মধ্যে ইহা যে বলকারী, প্রমেহনাশক বিশেষতঃ বীর্য্যবর্দ্ধক, তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমরা অনেক স্থলেই পাইয়া থাকি। আমাদের একজন প্রবীণ মাননীয় বন্ধু বলেন যে, বটক্ষীর এতই বীর্য্যবর্দ্ধক ও উত্তেজক যে, অর্দ্ধ ছটাক বা তদধিক ক্ষীর প্রত্যহ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কিছু ইক্ষুচিনি ও উষ্ণদুগ্ধ সহ ৩।৪ দিবস সেবন করিলে এতই কামোদ্বেগ হয় যে, অধিকবার স্ত্রীসহবাস করিলেও আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হয় না। তিনি আরও বলেন যে, ধ্বজভঙ্গের পক্ষেও বটক্ষীর মহৌষধ। চি, স, স,

---

নারিকেল।

(COCO-NUT)

জাতি—Palmaceoe.

শ্রেণী—Cocos nusifera.

ব্যবহার্য্য অংশ—তৈল, শস্যের দুগ্ধ এবং জল।

নিম্নবঙ্গ, চট্টগ্রাম বিভাগ, লঙ্কাদ্বীপ ও সমুদ্রতীরস্থ অধিকাংশ স্থলে জন্মে।

ক্রিয়া—নারিকেল তৈল বলকারক ও পোষক, অধিক মাত্রায় বিরেচক। অল্প মাত্রায় দীর্ঘকাল সেবন করিলে উদরাময় উপস্থিত হয়। ইহার শস্য অধিক পরিমাণে ভক্ষণ করিলেও ভেদ হইতে থাকে। পাঁচ বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা প্রায় চারি আউন্স পরিমাণ নারিকেল শস্য ভক্ষণ করিয়াছিল, তাহাতে কলেরা তুল্য ভেদ ও পঞ্চত্ব পাইতে দেখা গিয়াছে। অপক্ক নারিকেল শস্য পোষক ও শুক্রবৃদ্ধিকারক; এবং এতন্মধ্যস্থ জল স্নিগ্ধকারক।

ভাব-প্রকাশ গ্রন্থে নারিকেলের নিম্নলিখিত গুণ উল্লিখিত হইয়াছে।

নারিকেলো দৃঢ় ফলো লাঙ্গলী কূর্চ্চ শীর্ষকঃ।
জুঙ্গস্কন্দ ফলশ্চৈব তৃণরাজঃ সদাফলঃ॥
নারিকেল ফলং শীতং দুর্জ্জরং বস্তিশোধনং।
বিষ্টম্ভি বৃংহনং বল্যং বাতপিত্তাস্রদাহনুৎ॥
বিশেষতঃ কোমলনারিকেলং, নিহন্তি পিত্তজ্বরমূত্রদোষান্।
তদেব জীর্ণং গুরু পিত্তকারি, বিদাহি বিষ্টম্ভি মতং ভিষগ্‌ভিঃ॥
তস্যাম্ভঃ শীতলং হৃদ্যং দীপনং শুক্রলং লঘু।
পিপাসাপিত্তজিৎস্বাদু বস্তি শুদ্ধিকরং পরং॥
নারিকেলস্য তালস্য খর্জ্জুরস্য শিরাংসিতু।
কষায় স্নিগ্ধমধুর বৃংহণানি গুরূণিচ॥

*　　*　　*　　*

বালস্য নারিকেলস্য জলং প্রায়ো বিরেচনং।

(রাজবল্লভ)

*　　*　　*　　*

স্নিগ্ধং স্বাদুহিমং হৃদ্যং দীপনং বস্তিশোধনং।
বৃষ্যংপিত্তপিপাসাঘ্নং নারিকেলোদকং গুরু॥

(সুশ্রুত)

*　　*　　*　　*

নারিকেলফলোদ্ভূতং তৈলং বাজীকরং গুরু।
পোষণং ক্ষীণধাতুনাং বাতপিত্তপ্রণাশনং॥
মূত্রাঘাতে প্রমেহেচ শ্বাসেকাশেচ যক্ষ্মনি।
মেধালোপেচ হিতদং ক্ষতান্তকরণং তথা॥

(আত্রেয় সংহিতা)

নারিকেল এবম্বিধ নানাগুণযুক্ত হওয়াতেই আর্য্যদিগের অতি আদরের বস্তু হইয়াছে। হিন্দুশাস্ত্রমতে নারিকেল অতি পবিত্র ফল। পূজাদি কোন ক্রিয়াকাণ্ডে অগ্রে নারিকেলের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। ইহার খোসা (ছোবড়া) ও বৃক্ষের কোন কোন অংশ গৃহস্থালীর অনেক কার্য্যে আবশ্যক হইয়া থাকে। এ সকল উল্লেখ করিতে হইলে অনেক লেখা যাইতে পারে, অতএব সে সমস্তের উল্লেখ না করিয়া আমাদিগের আবশ্যকীয় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করাই শ্রেয়ঃ।

স্বরূপ ও রাসায়নিক তত্ত্ব—নারিকেলের স্বরূপকথন নিষ্প্রয়োজন, কেন না, নারিকেল না দেখিয়াছেন, এরূপ কেহ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহার শস্য শুষ্ক করিয়া নিষ্পেষণ দ্বারা তৈল নির্গত করা হয়। বিশুদ্ধ তৈল ঈষৎ পাণ্ডু হরিদ্রাভ বর্ণ ও প্রায় গন্ধাস্বাদ-বিহীন। কিছু দিবস গত হইলে এই বর্ণের গাঢ়ত্ব জন্মে এবং দুর্গন্ধ ও এক প্রকার কদর্য্য আস্বাদযুক্ত হয়। এই তৈল ৭০০ ফার্ণ সন্তাপে রক্ষা করিলে সংযত হইয়া যায়। ইহাতে গ্লিসিরিণ কোকোষ্টারিক এসিড এবং ওলাইন (Oleine) প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আময়িক প্রয়োগ—পিত্ত জ্বরগ্রস্ত রোগীর পুনঃ পুনঃ বমন হইতে থাকিলে, অপক্ক নারিকেলের জল (ডাবের জল) কুল্যার্থ প্রয়োগ করিলে বিশেষ উপকার হইয়া থাকে। ইহার সহিত কোমল শস্যও সেবন করিতে দেওয়া যাইতে পারে।

জ্বর রোগে মুখের কদর্য্য আস্বাদ বিদূরিত করণাভিপ্রায়ে অপক্ক নারিকেলের শস্য কিঞ্চিৎ লবণ সহযোগে চর্ব্বণ করিলে, মুখের বিকট আস্বাদ তিরোহিত হইয়া যায়।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগে নারিকেলের জল অতি সুন্দর পানীয়; ইহাদ্বারা মলের কঠিনতা বিদূরীত হইয়া কোষ্ঠের সারল্য সম্পাদিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-দর্শন সম্পাদক বলেন, একটী লোকের উৎকাশি জন্মিয়া তাহাতে বিশেষ কষ্টানুভব করিতে থাকে। একটী ডাবের (অপক্ক নারিকেল) মুখে সূক্ষ্ম ছিদ্র করিয়া কয়েক ঘণ্টা পর্য্যন্ত ঐ জল চুষিয়া পান করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছিল, এরূপ করাতে এক দিবসের মধ্যেই রোগী ঐ উৎকাশি হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। পরে বহুস্থলে এই প্রক্রিয়ার পরীক্ষা করা হইয়াছে, সর্ব্বত্রই সন্তোষজনক ফল প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বিবিধ লিনিমেণ্ট প্রস্তুত করণার্থ ও বাহ্য প্রয়োগের জন্য ইহার তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে; কিন্তু জলপাই ও তিল তৈল হইতে ইহাকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিতে হইবে। কার্ব্বলিক অইল প্রস্তুত করণার্থ অলিভ অইলের পরিবর্ত্তে বিস্তর ব্যবহৃত হয়। এইরূপ প্রয়োগে অলিভ অইল অপেক্ষা ইহার ফল কোন অংশেই ন্যূন দৃষ্ট হয় না।

কেশসমূহের পোষণ, বলবিধান ও শ্রীসম্পাদনার্থ নারিকেল তৈল বিশেষ উপযোগী এবং মস্তকের খুস্‌কী ও পিটিরায়েসিস রোগে ইহা ব্যবহার করিলে

উপকার পাওয়া যায়। এলোপেসিয়া (Alopecia) ইহা এক প্রকার ব্যাধি, ইহাতে শরীরের লোমাদি সমুদায় উঠিয়া যায় (জ্বরের পর চুল উঠিয়া যাওয়া এবং যে সকল দৌর্ব্বল্যকর ব্যাধিতে চুল উঠিয়া যায়, তাহাতে ইহা অবাধে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং আশানুরূপ ফললব্ধ হইয়া থাকে)। এক্ষণে যে সমস্ত সুবাসিত তৈল দৃষ্ট হয়, প্রায় তৎসমস্তই এই তৈল দ্বারা প্রস্তুত হয়। নারিকেল তৈল কেশে ম্রক্ষণ করিলে কেশের অকালপকতা দোষ নিবারিত হইয়া যায় ও উহার শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়।

নারিকেল তৈল কড্‌লিভার অইলের উৎকৃষ্ট প্রতিনিধি। বহুপূর্ব্বে ডাক্তার থিওফিলস টমশন (Dr. Theophelus Thompson) এই তৈলকে কডলিভার অইলের প্রতিনিধি বলিয়া প্রস্তাব করিয়াছেন। তাহার পর হইতে ক্রমিক পরীক্ষা দ্বারা ইহার এই ধর্ম্মের বিষয় একরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে। ডাক্তার জে, এইচ, ওয়ারন্ (Dr. J. H. Warran) এবং অপরাপর ভিষক্ প্রবরেরা ইহার এই ধর্ম্মের পরীক্ষা করিয়া অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহারা সাধারণতঃ বাজারে যে তৈল বিক্রিত হয়, পরীক্ষার্থ তাহা প্রয়োগ করেন নাই, নূতন তৈলকে উত্তমরূপে পরিষ্কার ও পরিশ্রুত জলদ্বারা পুনঃ পুনঃ ধৌত করিয়া ব্যবহার করিয়াছিলেন। ডাক্তার টমশন (Thompson) থাইসিস (যক্ষ্মারোগে) প্রয়োগ করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, লেট্‌স্ মিয়ান (Lettsmian lectnre) লেকচার প্রদান কালে তদ্বিষয় প্রকাশ করিয়া বলেন যে, এতদ্দ্বারা ৫৩ টা যক্ষ্মারোগগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা করিয়াছিলেন, প্রথমে ত্রিশটী রোগীকে প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উনিশটি রোগী অতি সুন্দররূপ আরোগ্য হইয়া যায়, পাঁচটী রোগীর ব্যাধি হ্রাস বা বৃদ্ধি কিছুই হয় নাই এবং অবশিষ্ট ছয়টী রোগীর ব্যাধি বৃদ্ধি হইতে থাকে। দ্বিতীয় বারে তেইশ জন রোগীকে এই ঔষধ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে পনরটী আরোগ্য হইয়া যায়, তিন জনের ব্যাধি সমতাভাবে ছিল এবং পঁচজনের অবস্থা মন্দ হইয়াছিল।

ডাক্তার গ্যারড দেখাইয়াছেন যে, ইহা শরীরের ভার বৃদ্ধি করণার্থ কড্‌লিভার অইলের সহিত প্রায় সমতুল্য ফলবিশিষ্ট।

ইহা দীর্ঘকাল প্রয়োগের এক প্রধান অসুবিধা এই যে, এতদ্দ্বারা পরিপাক সম্বন্ধীয় যন্ত্রের গোলযোগ এবং উদরাময় উপস্থিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বোল্লিখিত

ভিষকগণ এবং ডাক্তার এডোয়ার্ড জন ওয়ারিং (Edward John warring) বহু পরীক্ষা দ্বারা এই বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই অসুবিধা না থাকিলে ইহা যক্ষ্মারোগের বাস্তবিক একটী মহৌষধ। কড্‌লিভার অইলের ন্যায় ইহা বিকট দুর্গন্ধবিশিষ্ট না হওয়ায় সেবন সুখদ অথচ ব্যাধি নাশার্থ সমতুল্য ফলবিশিষ্ট। দুর্গন্ধাতিশয্যপ্রযুক্ত বালকেরা কড্‌লিভার অইল সেবনে অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে, এই হেতুবশতঃ তাহাদিগের পক্ষে নারিকেল তৈল নিরাপত্যে ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ইহার দুগ্ধও একটী সুন্দর বলকর ও পোষক ঔষধরূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে। দৌর্ব্বল্যকর পীড়া আরব্ধ ক্ষয়কাশ এবং ক্যাকেকৃটিক পীড়ায়, নারিকেল নিষ্পেষিত দুগ্ধ ৪—৮ আউন্স মাত্রায় দিবসে দুই কিম্বা তিনবার সেবন করিলে অতি সন্তোষজনক ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। ডাক্তার ভ্যান সমারেন (Dr van someren) অসওয়াল্ড্ (Oswald) মিষ্টার জে, উড, (J Wood) ডাক্তার শর্ট (Dr shorth) এইরূপ প্রয়োগ অনুমোদন করেন।

নারিকেল দুগ্ধ অতি সুস্বাদু পদার্থ। গো দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কাফির সহিত মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এইরূপে বালকদিগকেও ইহা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করাইতে পারা যায়। অধিক পরিমাণে সেবিত হইলে উদরভঙ্গ হইয়া পুনঃ পুনঃ মল নিঃসৃত হইতে থাকে এবং কখন কখন উগ্র বিরেচকের ন্যায় ক্রিয়া প্রকাশ করে। ইহার এইরূপ ক্রিয়া সন্দর্শন করিয়া মিষ্টার উড কহেন, ইহা ক্যাষ্টর-অইল ও অন্যান্য কুৎসিত বিরেচকের ন্যায় কার্য্যকারী।

তাল ও খর্জ্জুরের ন্যায়, এই বৃক্ষ হইতে এক প্রকার রস নির্গত করা যাইতে পারে, তাহা সুমিষ্ট ও মাদক গুণবিশিষ্ট। ইহা তাড়ী রূপে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু তাল ও খর্জ্জুরের তাড়ী অপেক্ষা ইহাতে ব্যয় বাহুল্য বলিয়া বোধ হয় কেহ ব্যবহার করে না। তাড়ী পোলটিস (Toddy Poultice) প্রস্তুত করণার্থ অন্যান্য তাড়ী অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ।

নারিকেল বৃক্ষের রস হইতে একপ্রকার সুরা (Arrock) সির্কা (Vrngar) এবং এক প্রকার অপরিষ্কার শর্করা (Jogery) প্রস্তুত হয়।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগে নারিকেল বৃক্ষের কোমল শিকড়ের রস পান করিলে

প্রস্রাব সরল হয় ও প্রভৃত উপকার দর্শিয়া থাকে। এবং পক্ক শিকড় দগ্ধ করিয়া যে ক্ষার প্রস্তত হয়, ঐ ক্ষার সেবন করিলে মূত্রকারক ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া থাকে। ভিষক্-দর্পণ। ডাক্তার শ্রীকুঞ্জবিহারী দাস।

সম্পাদকীয় বক্তব্য।

নারিকেল, স্বর্গীয় অমৃত বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। ফল, ফুল, মূল, পাতা, ডাঁটা আদি নারিকেলের সমস্ত দ্রব্যই মনুষ্যগণের পক্ষে অসাধারণ মঙ্গলজনক। এহেন অসীম কল্যাণকর নারিকেলের বিষয় উপরে ডাক্তার কুঞ্জবাবু যেরূপ দক্ষতার সহিত লিখিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে প্রাণের সহিত অগণ্য ধন্যবাদ দিই। বাস্তবিকই এ অধঃপতিত ভারতে নারিকেলের ন্যায় এমন জিনিষ বিস্তর আছে, যাহা পৃথিবীর আর কোন দেশেই বহু চেষ্টাতেও পাওয়া যায় না। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, মানুষ কিন্তু ভারতে আর নাই! সে উদ্ভিদ, সে জলজ, সে স্থলজ, সে খনিজ, সে পশু, সে পক্ষী সকলেরই কিছু না কিছু অস্তিত্ব দ্বারা এখনও ভারতের অতীত ইতিহাসের সম্পূর্ণ সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে কিন্তু একমাত্র যথার্থ মানুষের অভাবে সবই মাটী হইয়াছে। সে যাহা হউক, একজন সাহেব বিলাত হইতে এদেশে নূতন আসিয়া ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় একটী নারিকেলগাছ হইতে একটী শাঁসওয়ালা সুবৃহৎ নারিকেল পাড়িয়া এবং তাহার জলপান ও শস্য গুলি সমস্তই ভক্ষণকরতঃ শ্রান্তি ও ক্ষুধা দুর করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"ভারতের ন্যায় পৃথিবীতে এমন দেশ আর নাই, যেখানে ভগবান্ একটী মাত্র পদার্থেই দুই টুকরা রুটী ও এক গ্ল্যাস্ জল রাখিয়া দিয়াছেন।"

প্রকৃতপক্ষেই নারিকেল যে কি জিনিষ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করি, এমন ক্ষমতা আমাদের নাই। কলিকাতার রাস্তার দুই ধারে সারি সারি সোডালেমনেডের দোকান দেখিয়া এবং এদেশীয় লোক ক্রমশঃ সোডালেমনেডে আসক্ত হইতেছে জানিয়া এই কলিকাতা সহরেরই একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তার বড়ই গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন যে, "এদেশে এমন সুখাদ্য ও সুমিষ্ট নেওয়াপাতি ডাব থাকিতে এদেশবাসীরা কি জন্য কি সুখের ও উপকারে প্রত্যাশায় অধিক মূল্য দিয়া যে সোডালেমনেড সেবন করেন, তাহা কিছুই বুঝিতে পারি না।" বস্তুতঃ কচি নেওয়াপাতি ডাবের স্থলে যে ক্রমশঃ লেমনেড, এবং নারিকেলমুড়ীর স্থলে যে বিলাতি বিস্কুট ক্রমেই আধিপত্য লাভ করিয়া ভারতের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতেছে, ইহা কি স্বপ্নেও কেহ চিন্তা করিয়া থাকেন ?

চি, স, স।

রসায়ন-তত্ত্ব।

শিবনাথ রস। *

পারদ	১	গন্ধক	১	মিঠাবিষ	২	গোদন্ত	২
লৌহ	১	হরিতাল	৪	অভ্র	১	তুতিয়া	১
গোরক্ষ চাকুলিয়া	১	মুদ্রাশঙ্খ	২	তাম্র	২	কড়ি	১
শটী	১	পিপুল	১	রৌপ্য	১	——	

প্রথমতঃ বিশুদ্ধ পারদ গন্ধককে কজ্জলী করিয়া লইবে। তাহার পর উপরোক্ত দ্রব্য গুলি ঐ কজ্জলীর সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। উপরে যে প্রকার পরিমাণ লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেকটী দ্রব্য ঐ পরিমাণে অথবা উহার কোন আনুপাতিক অংশে ওজন করিয়া লইবে। এই ঔষধ মধ্যে যে মিঠাবিষ হরিতাল প্রভৃতি কয়েকটী উপকরণের বিষয় লিখিত হইয়াছে, এক্ষণে তৎসমুদায়ের বিশেষ শোধনবিধি কথিত হইতেছে। ঐ কয়েকটী উপকরণ সাধারণ নিয়মানুসারে শোধন করিয়া কখনও এই ঔষধে প্রয়োগ করিবে না।

বিষগুলি প্রথমতঃ চক্রাকারে কর্ত্তন করিয়া বহিস্থ কৃষ্ণবর্ণ ত্বক্‌সমূহ

* শুদ্ধসূতং তথা গন্ধং প্রত্যেকং তোলসম্মিতম্।
দ্বয়োস্তুল্যং বিষং দদ্যাৎ কটু তৈলেন্ ভর্জ্জিতম্॥
গোদন্তং কর্ষমানন্তু তদর্দ্ধং লৌহমেবচ।
যামার্দ্ধরক্ষিতং তালং চূর্ণোদকে প্রযত্নতঃ॥
সংগৃহ্যার্দ্ধপলং তালং যোজয়েৎ কুশলোভিষক্।
অভ্রং তুথ্যং গবেধুকং প্রত্যেকং তোলকন্মিতং॥
মুদ্রাশঙ্খং কর্ষমাত্রং তালবৎ শোধয়েৎ সুধীঃ।
তাম্রভস্মং তথাভাগং বরাটী ভস্ম তোলকং॥
শটীসত্বং পিপ্পলীঞ্চ তোলকং রৌপ্যমেবচ।
এতেষাং চূর্ণমাদায় চতুর্দ্র বৈর্বিভাবয়েৎ॥
হস্তিশুণ্ডী তথা মেদী আদ্রক পর্ণমেবচ।
বাসরমেকবিংশত্যা মুদ্গমানাং বটীঞ্চরেৎ॥

নির্ম্মুক্ত করিবে। তাহার পর কিঞ্চিৎ কটু তৈলে এমনভাবে ভাজিয়া লইবে যে, বিষগুলি একবারে দগ্ধ হইয়া না যায় এবং তৈল বিন্দুও কিছু কিছু করিয়া উহার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। এইরূপে শোধিত বিষ চূর্ণ করিয়া অথবা শিলায় উত্তমরূপ পেষণ করিয়া কজ্জলীর সহিত মিশাইয়া লইবে। ইহাতেও বংশপত্র হরিতাল প্রয়োগ করিতে হইবে। পিণ্ড হরিতালদ্বারা কখনও কার্য্য সিদ্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। বংশপত্র হরিতাল প্রথমতঃ স্তরমুক্ত করিয়া অর্দ্ধপ্রহর পর্য্যন্ত চূণের জলে ভিজাইয়া রাখিবে। তাহার পর রৌদ্রে শুকাইয়া ঔষধে প্রয়োগ করিবে। মুদ্রাশঙ্খ ও ঠিক্ এই নিয়মানুসারে শোধন করিয়া লইতে হইবে। এক্ষণে যে নিয়মে শটীসত্ব বহিষ্কৃত হয় তাহাও বলা যাইতেছে। সচরাচর পসারি দোকানে যে সকল শুষ্ক শটী প্রাপ্ত হওয়া যায়, তৎসমুদায় চূর্ণ করিয়া কখনও এই ঔষধে প্রয়োগ করা যায় না। সদ্য উত্তোলিত সতেজ শটীই ইহাতে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। কতকগুলি পরিস্কৃত শটীমূল উত্তমরূপে পেষণ করিয়া মৃৎপাত্রস্থিত জলের মধ্যে কিয়ৎকাল আলোড়ন করিবে। অনন্তর জলগুলি ছাকিয়া লইয়া তদবস্থায় রাখিয়া দিবে। তাহার পর জল মিশ্রিত শটীর দানাসমূহ নিম্নে পতিত হইলে, উপর হইতে জলগুলি ফেলিয়া দিবে এবং পাত্রের সহিত সংলগ্ন শ্বেতবর্ণ যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে, তাহাই গ্রহণ করিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া লইবে। ইহাকে শটী সত্ব কহে। প্রস্তাবিত ঔষধে এই শটীসত্ব প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

যাবতীয় উপকরণ একত্রিত হইলে নিমোক্ত পদার্থের সহিত যথাক্রমে ভাবনা প্রদান করিবে। সমূলপত্র হাতী শুড়ার রসে একবিংশতি বার, মেদীর পাতার রসে একবিংশতি বার, আদার রসে একবিংশতি বার, এবং পানের রসে একবিংশতি বার ভাবনা দেওয়া হইলে অবশেষে মুগের ন্যায় এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। ইহাকে "শিবনাথরস" কহে। এই শিবনাথ রসের প্রয়োগ প্রণালী এক্ষণে কথিত হইতেছে।

১ তোলা আদার রস ও ১ তোলা নিসিন্দাপত্রের রস সহ বটী মাড়িয়া ৩।৪ রতি পিপুলচূর্ণ তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে এবং সন্নিপাত-সাগরে নিমগ্ন রোগীকে নিম্নলিখিতরূপে সেবন করাইবে। যখন বাক্‌শক্তি, দর্শনশক্তি এবং শ্রবণশক্তি ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতে থাকে, যখন জ্ঞানেন্দ্রিয় ও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যায়, সেই সময় উপরোক্ত সহপানের সহিত একটী করিয়া বটী এক

এক বার সেবন করিতে দিবে। রোগীর চেতনাসঞ্চার না হওয়া পর্য্যন্ত প্রত্যেক অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর এইরূপে ঔষধ সেবন করাইবে। যদি সাত বারে সাত বটী পর্য্যন্ত সেবন করাইলেও রোগীর জ্ঞানোদয় না হয়, তাহাহইলে দধিমণ্ডের সহিত ১০ রতি পরিমাণ কজ্জলী সেবন করিতে দিবে। তাহাতেও জ্ঞানোদয় না হইলে কিছুতেই রোগীর আশা করা যাইতে পারে না। তবে এই ঔষধের পরে কৃষ্ণসর্প-বিষ ঘটিত ঔষধ দুই এক বার সেবন করিতে দেওয়া যায়, তদ্দ্বারা রোগীর জীবন রক্ষা হইলেও হইতে পারে। এই ঔষধ সেবন করাইলে যদি রোগীর চেতনাসঞ্চার হয়, তাহাহইলে প্রথমতঃ কণ্ঠদেশে তৈল মর্দ্দন করিবে। ঐ তৈল শুকাইয়া গেলে আরও তৈল প্রদান করিবে। অনন্তর মস্তকে তৈল মর্দ্দন ও শীতল জল সেচন করিবে। ইক্ষু বেদানা ও সরবত প্রভৃতি আহারার্থ প্রদান করা কর্ত্তব্য। রোগীর ক্ষুধাবোধ হইলে দধির সহিত মণ্ড ও পেয়াদি প্রস্তুত করিয়া দিবে। ইহাতে কিছুমাত্র ভয়ের সম্ভাবনা নাই। পরদিন শীতল জলে স্নান ও দই ভাত প্রভৃতি আহার করিতে দিবে। এইরূপে রোগী ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলে একবিংশতি দিন পর্য্যন্ত ককারাদি কোনও দ্রব্য তাহাকে আহার করিতে দিবে না। ককারাদি শব্দে ;—কদলী, কুষ্মাণ্ড অর্থাৎ যে সমস্ত দ্রব্যের প্রথমে ক, অক্ষর আছে সেই সমস্ত দ্রব্য বুঝিতে হইবে। প্লীহা শোথযুক্ত কোন রোগী এতদ্দ্বারা ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিলে তাহাকে কদাচ লবণাক্ত কোনও দ্রব্য আহার করিতে দিবে না। নিঃসংশয়িতরূপে আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল দুগ্ধান্নই ভোজন করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য।

—০—

যমদণ্ড রস। *

অহিফেণ	১	শিমূলক্ষার	১	মনঃশিলা	১	পারদ	১
গন্ধক	১	মিঠাবিষ	১	গোদন্ত	১	রসসিন্দুর	৩।০

* ফণিফেণং শঙ্খবিষং শিলাসূতং গন্ধকঞ্চ
শৃঙ্গীবিষং গোদন্তঞ্চ প্রত্যেকং তোলকং শুভম্।
সর্ব্বার্দ্ধং রসসিন্দুরঞ্চ ভাবয়েদার্দ্র করসৈঃ।
দ্বিগুঞ্জা ফলমাণতঃ সর্ব্বাময়ে পরিদাপয়েৎ॥

BLEED THROUGH.

রসসিন্দুর ভিন্ন উপরোক্ত সমস্ত গুলি দ্রব্যই শোধন করিয়া লওয়া কর্ত্তব্য। অহিফেণ প্রভৃতি প্রথমোক্ত ৭টী দ্রব্য সমভাগে গ্রহণীয়। এই সাতটী দ্রব্যের পরিমাণ যত হইবে, রসসিন্দুর তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে প্রয়োগ করিবে। প্রথমতঃ পারদ গন্ধকে কজ্জলী করিয়া পরিশেষে অহিফেণাদি অবশিষ্ট দ্রব্য-গুলি তাহার সহিত মিশাইয়া লইবে। এইরূপে সমস্তগুলি উপকরণ একত্রিত হইলে আদার রসে ৭ দিনে ৭ বার ভাবনা দিয়া দুই রতি প্রমাণ এক একটী বটী প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধের নাম যমদণ্ড রস। যম অর্থাৎ মৃত্যুকে পরাজয় করিতে ইহার ক্ষমতা আছে বলিয়াই বোধ হয় ইহাকে উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

সন্নিপাত জ্বর জ্বরাতিসারে অথবা অতীসাররোগগ্রস্ত রোগীর ঘোরতর বিকারের সময় এই ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। ঔষধ সেবন করাইবার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে ২।৩ তোলা মুদ্গ যূষের সহিত ২।৩ খানি ইক্ষু বাতাসা গুলিয়া রোগীকে সেবন করিতে দিবে। তাহার পর সন্নিপাতজ্বরে আদার রস, জ্বরাতীসারে বা অতীসারে তুলসীপত্রের রসসহ একটী মাত্র বটী সেবন করিতে দিবে। পরদিন প্রাতঃকালে আবার এই নিয়মে আর একটী বটী সেবন করাইবে। এইরূপ দুইদিনে দুইটীমাত্র বটী ভিন্ন আর অধিক প্রয়োগ করিতে হয় না। প্রথম দিন ঔষধ সেবন করাইলে যদি বৈকারিক লক্ষণ ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে, তাহাহইলে আহারার্থ রোগীকে দধিযুক্ত খই প্রদান করিবে। দ্বিতীয় দিন আর একবার ঔষধ সেবন করাইয়া মৎস্যান্ন প্রদান করিবে। তৃতীয় দিন আর ঔষধ প্রয়োগ করিবার কোনও প্রয়োজন হয় না। কিন্তু রোগীকে তৈল মাখাইয়া শীতল জলে স্নান করাইয়া দিবে এই সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে কোনও অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই। যদি

অনুপানং প্রদাতব্যং দোষানুযায়িনং ভিষক্।
লাজযুক্তং দধিপথ্যং প্রথমে দিবসে হিতম্॥
দ্বিতীয় দিবসে সুধীঃ মৎস্যান্নং পরিদাপয়েৎ।
তৃতীয়েতু তৈলাভ্যঙ্গং স্নানঞ্চ সমাচারয়েৎ॥

দিবসদ্বয়ে বটিকাদ্বয়ং দাপয়েৎ। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাহ্নে ইক্ষুবাতাসাযুক্তং মুদ্গযূষং কিম্বা তজ্জলং সেবয়েৎ॥

দুই দিনে দুইটি বটী সেবন করাইলেও রোগীর বৈকারিক লক্ষণসমস্ত দূরীভূত না হয়, তাহা হইলে কখনও উপরোক্ত কার্য্যাদির অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য নহে।

ক্রমশঃ—

নাকালীয়া, পাবনা। } কবিরাজ শ্রীপ্রসন্নচন্দ্র মৈত্রেয়।

কি ইতর, কি ভদ্র, ভারতবর্ষীয় বিশেষতঃ বঙ্গদেশীয় লোকের শরীর দিন দিন যেরূপ হীনবল ও জীর্ণ শীর্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহাতে ঐ সকল রসায়ন ঔষধ নবজ্বর ও জ্বর-বিকার শান্তির পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র হইলেও কালে এ সকল বিষাক্ত ঔষধের তেজ আর কেহ সহ্য করিতে পারিবে না বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। চি, স, স।

চ্যবনপ্রাশের প্রস্তুত ও প্রয়োগ-প্রণালী।

মনে করিয়াছিলাম, চ্যবনপ্রাশের সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে যাহা যাহা লিখিয়াছি তাহাই যথেষ্ট; এক কথা লইয়া আর বার বার পাঠকগণকে অনর্থক বিরক্ত না করাই সঙ্গত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, আমাদের সে ধারণা ঠিক্ নহে। এখন বুঝিতেছি এ অধঃপতিত ও পর-পদ-দলিত দেশে বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় বিষয়ের যতই আন্দোলন আলোচনা হয়, ততই দেশের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং দেশীয় লোকের পক্ষেও আনন্দজনক। বলা বাহুল্য যে, এই চ্যবনপ্রাশের আন্দোলন উপলক্ষে দেশীয় লোকের সেই আনন্দ ও আগ্রহের পরিচয় পদে পদে প্রাপ্ত হইয়াই আজ্ আবার চ্যবনপ্রাশ-সংবাদ লইয়া পাঠকগণের সমক্ষে উপস্থিত হইলাম। চ্যবনপ্রাশের উপাদান ও গুণ কি, অর্থাৎ কি কি দ্রব্যদ্বারা চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং কোন্ কোন্ রোগে চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার্য্য, তাহা ইতিপূর্ব্বে বিশদরূপে লিখিয়াছি। অতঃপর কেমন করিয়া পূর্ণমাত্রায় চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই নিম্নে লিখিতেছি। কেননা কেবল চ্যবনপ্রাশ বলিয়া নহে, সকল ঔষধই পূর্ণমাত্রায় না হইলে তাদৃশ গুণদায়ক হয় না।

ইতি পূর্ব্বলিখিত চ্যবনপ্রাশোক্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে প্রথমে বেলছাল, শোণাছাল, গণিয়ারি ছাল, গাম্ভারীছাল, পারুলছাল, শ্বেতবেড়েলার মূল, শালপাণি, চাকুলে, মুগানি, মাষানী, ব্যাকুড়, কণ্টকারী, ভূম্যামলকী, গুলঞ্চ,

BLEED THROUGH.

শঠী, মুথা, শ্বেতপুনর্নবা, নীলোৎপল, নীলশুঁদি, ভূমিকুষ্মাণ্ড, বাসকমূলের ছাল এবং কাকনাসিকা (কেওঠুঠী) এই একুশখানি দ্রব্য কাঁচা সংগ্রহ করিতে হইবে। দেখিবে, যেন এই সকল কাঁচা দ্রব্যের মধ্যে কোন ছাল, কোন মূল বা ডাঁটা কীটদষ্ট বা নিতান্ত কাচ গাছের না হয়, অর্থাৎ বেশ সুপুষ্ট গাছ হইতেই ছালাদির সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। তারপর এই সকল কাঁচা দ্রব্যের প্রত্যেকের পরিমাণ শাস্ত্রে একপল অর্থাৎ ৮ আট তোলার উল্লেখ থাকিলেও দ্রব্যগুলি কাঁচা বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যই অন্ততঃ দ্বিগুণ মাত্রায় গ্রহণ ও পৃথক্ পৃথক্ ওজন এবং ছোট ছোট করিয়া কাটীয়া একখানি বড় মাটীর গামলায় পূর্ব্বরাত্রে আবশ্যকমত জলের সহিত একত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। তারপর নিম্নলিখিত শুষ্কদ্রব্যগুলি অর্থাৎ পিপুল, গোক্ষুর, কাঁকড়াশৃঙ্গী, কিস্‌মিস্, জীবন্তী, কুড়, অগুরু, হরীতকী (আঠীবাদে), ছোটএলাচি (খোসাসহ), রক্তচন্দন ও কাকোলী এই ১১ এগার খানি শুষ্কদ্রব্য প্রত্যেকে একপল অর্থাৎ ৮ আট তোলা ওজনে লইয়া প্রত্যেকে পৃথক্ পৃথক্ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটীয়া একত্রে পৃথক্ পাত্রে আবশ্যকমত জলের সহিত পূর্ব্বদিবস রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। এ সকল শুষ্ক দ্রব্যের আর দ্বিগুণমাত্রায় লইবে না। শাস্ত্রে যে মাত্রার নির্দ্দেশ আছে, সেই মাত্রাতেই সর্ব্বত্র শুষ্কদ্রব্য গ্রহণ করিবে।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, চ্যবনপ্রাশের বচনোক্ত দ্রব্যসমূহের মধ্যে ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক ও মেদ এই দ্রব্যচতুষ্টয়ের উল্লেখ থাকিলেও উপরে তাহার কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। না করার কারণ এই যে, এই চারিখানি দ্রব্য এবং মহামেদাদি আরও কতকগুলি দ্রব্য বৈদ্যশাস্ত্রের অনেক ঔষধে উল্লেখ থাকিলেও এখন তাহা কেবল নামমাত্রেই অবস্থিতি করিতেছে। কি মেদ, কি মহামেদ, কে জীবক, কেই বা ঋষভক, তাহা স্বপ্নে ও কল্পনায় আনিবার ক্ষমতা এখনকার কবিরাজ মহাশয়দিগের কাহারও নাই; সুতরা অগত্যা ঐ সকল ঔষধের পরিবর্ত্তে এখন অন্যান্য ঔষধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা;—"জীবকর্ষভকাভাবে হয়গন্ধাবিধীয়তে। মেদাভাবে তথা কুষ্ঠং মহামেদে চ শারিবা॥ ঋদ্ধ্যভাবে বলা গ্রাহ্যা বৃদ্ধ্যভাবে মহাবলা।" অর্থাৎ জীবক ও ঋষভকের অভাবে অশ্বগন্ধা, মেদাভাবে কুড়কাষ্ঠ, মহামেদের অভাবে অনন্তমূল, ঋদ্ধির অভাবে বেড়েলার মূল এবং বৃদ্ধির অভাবে গোরখচাকুলে ব্যবহার করিবে। শাস্ত্রকার বলেন যে, এইরূপ পরিবর্ত্তনজন্য ঔষধের কিছুমাত্রই

গুণের হ্রাস হয় না। সে যাহা হউক, চ্যবনপ্রাশোক্ত ঋদ্ধি, জীবক, ঋষভক ও মেদ এই চারিখানি দ্রব্যের অভাবে যথাক্রমে বেড়েলার মূল, অশ্বগন্ধা ও কুড় এই তিনখানি দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত মাত্রায় লইয়া উপরিলিখিত ঔষধের সহিত রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে।

পরদিন প্রাতে ঐ উভয় পাত্রস্থ কাঁচা ও শুষ্ক দ্রব্য পৃথক্ পৃথক্ উত্তমরূপে কুট্টিত করিয়া একত্রে রাখিবে। অনন্তর একখানি খুব্ বড় মাটীর খুলীতে ঐ কুট্টিত ঔষধ, জল ৬৪ শের সহ চড়াইবে এবং কাশীর সুপক্ক পাঁচশত আমলকী একখানি নূতন কাপড়ে পুটুল বাঁধিয়া সেই পুটুলী খুলির জলে ডুবিয়া থাকে অথচ খুলীর তলায় না লাগে এমনভাবে রাখিয়া অল্পে অল্পে জ্বাল দিতে থাকিবে। অনন্তর যথন দেখিবে যে, আমলকীগুলি বেশ সুসিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ হাত দিয়া টিপিলে বেশ নরম বোধ হয়, সহজেই ভাঙ্গিয়া গিয়া মধ্যস্থ বীচি বাহির হইয়া যায়, অথচ ঐ ৬৪ শের জলের সিকি পরিমাণ অর্থাৎ ১৬ শের জল অবশিষ্ট আছে, তখন খুলী নামাইয়া ও আমলকীর পুটুলী উঠাইয়া ঐ ক্কাথ ছাকিয়া একটী পাত্রে রাখিয়া দিবে এবং আমলকীগুলি একখানি বিস্তৃত পাত্রে রাখিয়া উহার আঠি ও আঁশ গুলি ফেলাইয়া দিয়া শাঁসগুলি উত্তমরূপে চট্‌কাইয়া যেমন আঁব হইতে আমসত্ত্ব বাহির করে, তদ্রূপ ঐ আমলকীর মজ্জাগুলি ন্যাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া লইয়া রাখিবে।

যে ষোল সের ক্কাথ অবশিষ্ট থাকিবে, উহাতে মিছরি চূর্ণ অথবা কাশীর চিনি ৵৬৷৹ সোয়া ছয়সের ভিজাইয়া রাখিবে। অনন্তর তিন পোয়া তিলতৈল ও তিন পোয়া গব্যঘৃত একত্রে মিশ্রিত করিয়া একটী বড় খুলীতে চড়াইবে। তারপর ঐ মিশ্রিত তৈল ঘৃত ঠিক্ হইয়া আসিলে উহাতে ঐ সমুদায় আমলকীর সত্ত্ব বা মজ্জা আস্তে আস্তে ঢালিয়া দিবে। তারপর বিলম্ব না করিয়া একখানি তাড়ু দ্বারা উহা অনবরত নাড়িতে থাকিবে। নাড়িবার সময় বিশেষ সতর্ক থাকিতে হইবে। কেননা উহা হইতে ফোস্কা উঠিয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে ও উহা চক্ষুতে লাগিলে চক্ষু নষ্ট হইতে পারে। নাড়িতে নাড়িতে যথন ঐ মজ্জাগুলীন ভাজা ভাজা হইয়া আসিবে অর্থাৎ আমলকীর ঐ সত্ত্ব বা মজ্জাগুলি দশসেরের স্থলে অন্ততঃ আড়াইসের হইয়া আসিবে এবং উহার বর্ণ ঈষৎ লাল্‌চে হইয়া আসিবে অথচ হাতে করিয়া তুলিলে কর্‌করে বা কঠিন বোধ না হইয়া তুলার মত নরম বোধ হইবেক এবং উহার তৈল ঘৃত সমস্ত

উহা হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবে, তখন বুঝিতে হইবেক যে, আমলকীর মজ্জা অতি উৎকৃষ্টরূপে ভাজা হইয়াছে। অতঃপর আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া পূর্ব্বোক্ত চিনি বা মিছ্‌রি মিশ্রিত ক্বাথ ঐ খুলীতে সমস্তই ঢালিয়া দিবে এবং মৃদু অগ্নি-দ্বারা জ্বাল দিতে থাকিবে। জ্বাল দিতে দিতে যখন দেখিবে যে, জল সমস্ত মরিয়া গিয়া ক্রমেই ঘন হইয়া আসিতেছে, তখন সতর্কতার সহিত তাড়ু দ্বারা অনবরত নাড়িবেক এবং যখন বুঝিবে যে, ঔষধগুলিন বেশ কাদা কাদা মত নরম আছে, অথচ নামাইয়া প্রক্ষেপের চূর্ণগুলি দিলে ঔষধটী শক্ত হইবে না, এমন বুঝিয়া তৎক্ষণাৎ চুল্লী হইতে নামাইয়া নিম্নলিখিত দ্রব্যের চূর্ণ সকল উহাতে প্রক্ষেপ দিবে। এবং প্রক্ষেপ চূর্ণগুলিন যতক্ষণ ইহার সহিত ভালরূপে না মিশে, ততক্ষণ তাড়ু দিয়া অনবরত নাড়িতে থাকিবেক। প্রক্ষেপের চূর্ণ যথা ঃ—বংশলোচনচূর্ণ—৩২ তোলা, পিপুলচূর্ণ—১৬ তোলা, দারুচিনি—২ তোলা, ছোটএলাচি—২ তোলা, তেজপাতাচূর্ণ—২ তোলা ও নাগেশ্বরফুল চূর্ণ—২ তোলা। অতঃপর পাত্রে উঠাইয়া রাখিবে।

চ্যবনপ্রাশের পাকসম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা আর অধিক লিখিবার কিছুই নাই। তবে ইহার উপাদান সম্বন্ধে আমরা যে সকল কাঁচা জিনিষের উল্লেখ করিয়া তাহাদের দ্বিগুণ দিতে লিখিয়াছি, ইহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ। যেহেতু শাস্ত্রে কুড়ব অর্থাৎ অর্দ্ধসের হইতেই কাঁচা দ্রব্যের দ্বিগুণ দেওয়ার বিধি আছে। রতি, আনা বা তোলা আদিতে কোন দ্রব্যের দ্বিগুণ দেওয়ার বিধি নাই। তবে যে আমরা দ্বিগুণ দিতে বলিয়াছি, ইহা আমাদের গুরুপরম্পরা ব্যবহার-সিদ্ধ। পরীক্ষাদ্বারাও অনেকবার দেখিয়াছি যে, কাঁচা দ্রব্যগুলি দ্বিগুণ দিলে বিস্তর উপকার পাওয়া যায়। চ্যবনপ্রাশসম্বন্ধে আর একটী বিশেষ কথা এই যে, প্রক্ষেপ দেওয়ার পর উহাতে তিন পোয়া মধু দিবার বিধি আছে। কিন্তু আমরা অথবা অনেক কবিরাজেই উহাতে মধু দেন না। না দেওয়ার কারণ এই যে, মধু দিলে উহা শীঘ্রই পচিয়া যায়, দুর্গন্ধ হয় এবং উহাতে পোকা জন্মিয়া থাকে। এইজন্য আমরা সেবনকালেই মধু দিয়া খাইতে দিয়া থাকি।

চ্যবনপ্রাশের উল্লেখে এস্থলে আরও বলা আবশ্যক যে, আমরা বহুবার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমলকীগুলি বাঙ্গালা দেশীয় হইলে চ্যবন-প্রাশের উপকারিতা যেরূপ দর্শে, কাশী অঞ্চলের বা উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের আম-

লকীর দ্বারা উপকার তদপেক্ষা অধিক হইয়া থাকে। চরক সেই জন্যই বলিয়াছেন—

"ওষধীনাং পরা ভূমির্হিমবান্ শৈলসত্তমঃ। তস্মাত্তজ্জানি ফলানি গৃহ্লীয়াৎ কুশলো ভিষক্।"

অর্থাৎ পর্ব্বতরাজ হিমালয়ই ওষধিসকলের শ্রেষ্ঠক্ষেত্র; একারণ বিচক্ষণ বৈদ্য সেই হিমালয়জাত ঔষধিই গ্রহণ করিবেন। পাঠক! হিমালয়জাত ঔষধাদি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তদ্রূপ এই বাঙ্গালা দেশের জলাভূমিজাত ওষধি সকল যে হীনবীর্য্য ও যাহার পর নাই নিকৃষ্ট, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং কাশী প্রভৃতি স্থান উচ্চ ও শুষ্কভূমি, তথাকার জলবায়ুও উৎকৃষ্ট বিধায়ে তদ্দেশজাত ওষধি সকল যে বঙ্গদেশ হইতে অনে-কাংশেই উৎকৃষ্ট হইবেক, এবিষয়ে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। হিমালয়স্থ আমলকী সংগ্রহ করা দুরূহ হইলেও অন্ততঃ পক্ষে কাশীপ্রভৃতি অঞ্চলের আমলকী সংগ্রহ করা বিবেচনাসঙ্গত এবং আমরা তাহাই করিয়া থাকি।

চ্যবনপ্রাশের প্রবন্ধ চিকিৎসা-সম্মিলনীতে বাহির হওয়ায় এপর্য্যন্ত অনেক পাঠক ও গ্রাহক ইহার প্রস্তুত প্রণালী প্রকাশ করিবার জন্য আমাদিগকে বারম্বার অনুরোধ করিয়া আসিতেছেন। বোধহয় অনেকের ইচ্ছা, ইহায় প্রস্তুত-প্রণালী জানিতে পারিলে ইহা ঘরে ঘরে আপনাপনি প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিতে পারেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি, কেবল চ্যবনপ্রাশ বলিয়া নহে, পাকের ঔষধমাত্রেই স্বহস্তে শত শতবার পাক না করিতে পারিলে কোন ঔষধই নির্ব্বিঘ্নে প্রস্তুত হইতে পারে না। এমন কি, আমাদের বিশ্বাস যে, যে কবিরাজ কেবল পুথিগত দিগ্‌গজ পণ্ডিত অথচ ঔষধাদি স্বহস্তে সর্ব্বদা প্রস্তুত করা যাঁহার পক্ষে ঘটিয়া উঠে না, এমন কি যে সকল কবিরাজের খুব্ কম পশারের জন্য ঔষধাদির কাট্‌তিও অতি কম, তাঁহারাও চ্যবনপ্রাশের ন্যায় পাকের ঔষধ যে সুচারুরূপে পাক করিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদের আদৌ নাই। কিন্তু কেবল আমাদের বিশ্বাসের উপর আমরা কথা কহিতে চাহি না এবং আমাদের বিশ্বাসকেও আমরা তাদৃশ মূল্যবান্‌ও মনে করিতে চাহি না, স্বয়ং চরকই এ সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, শুনুন ঃ—

"অভ্যাসাৎ প্রাপ্যতে দৃষ্টিঃ কর্ম্মসিদ্ধিপ্রকাশিনী।
রত্নাদি সদ্‌সজ্‌জ্ঞানং ন শাস্ত্রাদেব জায়তে॥"

অর্থাৎ কার্য্যমাত্রকে নিঃসন্দেহরূপে সম্পাদন করা যায়, এরূপ দৃষ্টি বা

শক্তি, ক্রমশঃ অভ্যাস হইতেই আসিয়া থাকে। নচেৎ কেবল শাস্ত্রজ্ঞানে হয় না। যেমন রত্নাদির অর্থাৎ মণিমুক্তাদির ভালমন্দ জ্ঞান, বহুল ব্যবহার ব্যতীত কেবল শাস্ত্রালোচনায় ঘটে না।

চ্যবনপ্রাশ যে প্রকৃতই কিরূপ অসাধারণ গুণদায়ক ঔষধ, অতঃপর তাহা আগামীবারে বলিব। ক্রমশঃ—

সম্পাদক।

আবার চ্যবনপ্রাশ।

গত বর্ষে ঠিক্ এমনই সময় এই শীতকালে চিকিৎসা-সম্মিলনীতে যে কি শুভক্ষণেই চ্যবনপ্রাশের প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল, তাহা মনে করিলেও আজ্ আনন্দে শরীর পুলকিত হইয়া উঠে। চিকিৎসা-সম্মিলনীর ন্যায় একখানি ক্ষুদ্র মাসিকপত্রিকায় চ্যবনপ্রাশের আন্দোলনআলোচনায় যে এ নিদ্রিত জাতির দুই দশ জনও জাগরিত হইবে, একথা স্বপ্নেও মনে করি নাই। কেননা যখন চিকিৎসা-সম্মিলনীতে চ্যবনপ্রাশের প্রথম প্রবন্ধ বাহির হয়, তখন মনে করিয়াছিলাম যে, হয়তো বা একথা কাহারও খবরেই আসিবে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একমাস সময় যাইতে না যাইতেই চ্যবনপ্রাশ অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শুদ্ধ বাক্যে নয়, অবিলম্বেই দেখিলাম যে, শত শত লোক চ্যবনপ্রাশের প্রার্থী হইয়া আমাদের নিকট চ্যবনপ্রাশ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শুদ্ধ আমাদের নিকট নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, গত বৎসর হইতে আমাদের ন্যায় অনেক কবিরাজের নিকটেই চ্যবনপ্রাশের অধিক কাট্‌তি হইয়াছে। এমন কি, গত বর্ষের চৈত্রের শেষে আমলকী অভাবে আমরাও যেমন চ্যবনপ্রাশ নাই বলিয়া লিখিয়াছিলাম, অনুসন্ধানে জানিয়াওছিলাম যে, কলিকাতার অনেক বড় বড় কবিরাজের নিকট চ্যবনপ্রাশ এক বিন্দুও ছিল না। যিনি যত বড় পশার-ওয়ালা কবিরাজই হউন্, বৎসরে ১০।১৫ পনর সের মাত্র চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত করিলেও তাহার অর্দ্ধেক বিক্রী অভাবে যাঁহাদের পচিয়া যাইত, তাঁহাদেরও ঔষধালয়ে চৈত্র মাস গত হইতে না হইতেই গত বর্ষে যে, চ্যবনপ্রাশ ফুরাইয়া গিয়াছিল, ইহা চিকিৎসা-সম্মিলনীরই সৌভাগ্যের কথা। সে যাহা হউক্, গত বর্ষে চৈত্র মাস হইতে গত কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত যে সকল পাঠক আমাদের নিকট চ্যবনপ্রাশ চাহিয়া প্রাপ্ত হন্ নাই, এক্ষণে আমরা আহ্লাদের

সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে, আমাদের নিকট এক্ষণে প্রচুর পরিমাণে উৎকৃষ্ট চ্যবনপ্রাশ প্রস্তুত হইয়াছে। প্রতি সেরের মূল্য ৮৲ আট টাকা। এক মাসের ব্যবহারোপযোগী চ্যবনপ্রাশের মূল্য ২৲ দুই টাকা। পনর দিনের মূল্য ১৲ এক টাকা এবং সাপ্তাহিক মূল্য ॥০ আট আনা হিসাবে বিক্রয় হইতেছে। সর্দ্দি কাশীর সংস্রব যাঁহাদের কিছুতেই ঘুচে না, যাঁহারা হাঁপানি-গ্রস্ত, যাঁহাদের যক্ষ্মা বা কাস আছে, প্রমেহ ও মূত্রদোষ আছে বা শুক্রদোষ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য আছে, তাঁহারা একবার চ্যবনপ্রাশ ব্যবহার করেন, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

এস্থলে ইহাও বলা আবশ্যক যে, দেশীয় আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রোক্ত চ্যবনপ্রাশ ও মহামাষ তৈলাদি উৎকৃষ্ট ঔষধ সমূহ বর্ত্তমান সময়ে নিতান্ত অধিক মূল্যে বিক্রয় হইতে থাকায় সাধারণ লোকে প্রায়ই এসকল ঔষধ ব্যবহার করিতে সমর্থ হন্ না। অথবা আমরা ইতিপূর্ব্বে "দেশীয় চ্যবনপ্রাশ ও বিলাতি কড্‌ লিভার" নামক প্রবন্ধে সে সকল কথা সবিস্তার লিখিয়াছি। এবং চ্যবন-প্রাশের মায়ফর্দ্দ দিয়া বিশদরূপেই বুঝাইয়াছি যে, যে চ্যবনপ্রাশের প্রতি শেরের ব্যয় ১৲ টাকা হইতে ২৲ টাকা বা ৩৲ টাকার অধিক কিছুতেই পড়ে না, তাহাই বর্ত্তমান সময় ১৬, ২৪, ৩২, ৩০৲ এমন কি ৫০৲ ও ৬৪৲ টাকা পর্য্যন্ত দরে বিক্রয় হইতেছে। যাহা হউক্, সাধারণের পক্ষে এইরূপ মহান্ অন্তরায় দূর হইয়া যাহাতে সকলেই সুলভ মূল্যে দেশীয় উৎকৃষ্ট ঔষধ সকল গ্রহণ করিয়া রোগমুক্ত হইতে পারেন, এ ইচ্ছা বহুকাল হইতেই আমাদের অন্তরে আছে। এবং সেইজন্যই কিছু দিন হইতে সে উদ্যোগ আয়োজনও আমরা রীতিমত করিতেছি। এবং নমুনাস্বরূপ কিছু দিন পূর্ব্বে এই চিকিৎসা-সম্মিলনীতেই চ্যবনপ্রাশ ও অভয়াবলণ এই দুইটী মাত্র ঔষধের মায় খরচ হিসাব দেখাইয়া উহাদের প্রত্যেক শের ৮৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছি। বিক্রয়ও হইতেছে যথেষ্ট; এমন কি সত্য বলিতে গেলে আমরা ঐ সকল ঔষধ প্রস্তুত করিয়াই কুলাইয়া উঠিতে পারিতেছি না। অবশ্যই সাধারণে যে উপকার পাইয়াই আমাদের এখান হইতে আগ্রহের সহিত ঔষধাদি গ্রহণ করিতেছেন, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগকে এরূপ শস্তাদরে ঔষধ বিক্রয় করিতে দেখিয়া দেশীয় কবিরাজ মহাশয়গণের অনেকেই একবারেই অগ্নিশর্ম্মা হইয়া

উঠিয়াছেন। ভিতরকার গূঢ় রহস্য সকল ব্যক্ত হইতেছে জানিয়া তাঁহারা যে কত কথাই বলিতেছেন, তাহা আর অনর্থক লিখিয়া চিকিৎসা সম্মিলনীর কলেবর পূর্ণ করিতে চাহি না। তবে কথা এই যে, আমাদের ঔষধালয়ের সর্ব্বাপেক্ষা শস্তাদরের ঔষধসমূহ বিশেষতঃ চ্যবনপ্রাশ ভাল কি মন্দ, কৃত্রিম কি অকৃত্রিম, উপকারী কি অনুপকারী, নরমপাক কি কড়াপাক, পচা কি দুর্গন্ধ-ওয়ালা ইহাই সংক্ষেপে পাঠকগণকে জানাইবার জন্য নীতি ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ-হইলেও এস্থলে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিম্নে আমাদের চ্যবনপ্রাশের সম্বন্ধে একখানি মাত্র প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হইল। অন্যান্য ঔষধ ও চিকিৎসাসম্বন্ধে যে সকল প্রচুর প্রশংসাপত্র আছে, তাহাও ক্রমশঃ মুদ্রিত হইবে।

কলিকাতা হাটখোলার সুবিখ্যাত জমীদার প্রাচীন দত্তবংশের নাম ভদ্রলোকমাত্রেই বোধ হয় সবিশেষ অবগত আছেন। সেই দত্তবংশেরই অন্যতম বংশধর ডাক্তার ক্ষীরোদকুমার দত্ত এম্, বি (যিনি এখন কলিকাতা সুকীয়া-ষ্ট্রীট্ বাহিরবাগানে গভর্ণমেণ্ট হস্‌পিটালের প্রধান অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত আছেন) মহাশয়কেও বোধ হয় সহর মফঃস্বলের অনেকেই ভালরূপ জানেন, কেননা তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, ধীর সত্যবাদী অথচ কার্য্যদক্ষ ডাক্তার অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং তাঁহার ন্যায় একজন কলিকাতার উচ্চ-শ্রেণীর ডাক্তার আমাদের ঔষধালয়ের চ্যবনপ্রাশ দীর্ঘকাল সেবন করিয়া কি লিখিয়াছেন তাহাই পড়ুন:—

৪ ঠা জানুয়ারী, ১৮৯৬ সাল।

প্রিয়তম কবিরাজ মহাশয়,

আমি আপনার নিকট হইতে গত তিন বৎসর যাবৎ প্রতি শীতকালে অন্ততঃ তিন মাস ধরিয়া চ্যবনপ্রাশ সেবন করিয়া আসিতেছি। ইহার ন্যায় ফলপ্রদ ঔষধি আমার বোধ হয় ইংরাজী ঔষধের মধ্যে নাই। পুরাতন কাশী ও হাঁপানি দমন করিতে ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। আমি অনেকানেক ইংরাজী ঔষধ সেবন করিয়া এরূপ ফল পাই নাই। ইহা যে সুন্দর বক্ষঃস্থলগত রোগনাশক ঔষধ, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। আমি এই কলিকাতা সহরের আরও অন্যান্য খ্যাতনামা কবিরাজ মহাশয়দিগের নিকট হইতে চ্যবনপ্রাশ লইয়া সেবন করিয়া দেখিয়াছি, আপনকার চ্যবনপ্রাশের ন্যায় সুন্দর সুখাদ্য ও ফলপ্রদ চ্যবনপ্রাশ কাহারও নিকট হইতে পাই নাই।

ভরসা করি, সমাজের ব্যক্তিমাত্রেই আপনকার প্রস্তুত চ্যবনপ্রাশের উৎকর্ষতা অনুভব করিতে পারিলে নিতান্ত আহ্লাদিত হইবে।

সুকীয়াষ্ট্রীট্ ডিস্‌পেন্‌সারী, কলিকাতা। } শ্রীক্ষীরোদকুমার দত্ত, এম্, বি।

এখন পাঠকগণই বিচার করুন, আমাদের ঔষধালয়ের ঔষধ সকল বিশেষতঃ চ্যবনপ্রাশ ভাল কি মন্দ, কৃত্রিম কি অকৃত্রিম?

চ্যবনপ্রাশ ও কড্‌লিভার অয়েল।

কয়েক মাস হইল, সম্মিলনীতে চ্যবনপ্রাশ-সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ দেখিতে পাই। কড্‌লিভার অয়েল অপেক্ষা চ্যবনপ্রাশ (বিশেষতঃ এদেশবাসীদিগের পক্ষে) যে সহস্রাংশে উৎকৃষ্ট ফলপ্রদান করে, তাহাও প্রবন্ধে প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করা হইয়াছে। প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনে যুগপৎ কেমন একটু হিংসা ও ঘৃণার উদয় হইল, কারণ প্রথমতঃ আমাদের কবিরাজী ঔষধের প্রতি এক প্রকার বিশ্বাস অল্প, কেননা আমরা ভূমিষ্ঠ হইয়া পর্য্যন্ত এলো-প্যাথি ঔষধ সেবন করিতেছি, ইহা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, যে এলোপ্যাথি ঔষধই আজকাল আমাদের জীবন রাখিবার প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমরা একবার ভ্রমেও ভাবি না যে, এলোপ্যাথি ঔষধ ভিন্ন পৃথিবীতে জীবনরক্ষার জন্য অন্য কোন ঔষধ এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। কাজেই আমরা ইংরাজী ঔষধের সম্পূর্ণ পৃষ্ঠ-পোষক হইয়া উঠিয়াছি। কবিরাজী ঔষধে কোন পীড়া আরাম হইলে পাছে ডাক্তারী ঔষধের অবমাননা হয়, এজন্য সহজে আমাদের তাহা স্বীকার করিতে প্রবৃত্তি হয় না। আর ও আজকাল অনেকে ব্যবসার খাতিরে বিজ্ঞাপনে মিথ্যা আড়ম্বর করিয়া লোকের মনোমুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন; বিশেষ এই প্রবন্ধ পাঠ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কোন খ্যাতনামা কবিরাজ মহাশয় বিজ্ঞাপনে কোন একটী ঔষধের অকৃত্রিমতা প্রমাণ করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে,

ঔষধটী সদাসর্ব্বদা অকৃত্রিম অবস্থায় পাওয়া যায় না। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মন মুগ্ধ হইয়া গেল, পরীক্ষার জন্য কিয়ৎপরিমাণে আনান হইয়াছিল। ও হরি! যাহা আশা করিয়াছিলাম, সকলই তাহার বিপরীত হইয়াছিল। এই সকল কারণে প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া মনের গতি সহজে ঐ প্রকার হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যাহাহউক, কিন্তু মনে মনে স্থির করিলাম, যে কোন উপায়ে হউক, ঔষধটী একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, সুযোগ বিলক্ষণ হইল। টাকী গভর্ণমেণ্টস্কুলের বহুদর্শী হেডমাষ্টার মহাশয় প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া উক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। (সে সময়ে তাঁহার ch. Bronchtis মত হইয়াছিল)। আমরা ৪।৫ জন অংশীদার একত্রিত হইয়া কোন খ্যাত-নামা কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া লইয়াছিলাম। বলা বাহুল্য হেডমাষ্টার মহাশয় উক্ত ঔষধ সেবন করিয়া সম্পূর্ণরূপ আরাম হইয়াছেন। আমি পরীক্ষার জন্য ২ জনকে দিয়াছিলাম, এক জনের পুরাতন ব্রংকাইটীস্ এবং অপরের ধাতুদৌর্ব্বল্য ছিল। যাঁহার ধাতুদৌর্ব্বল্য ছিল, প্রথম ৩।৪ দিন ঔষধ সেবন করায় তাঁহার পেটে বায়ু হইতে আরম্ভ হইল কিন্তু ঔষধের মাত্রা অল্প করিয়া দেওয়াতে সে লক্ষণটী সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছিল।

লিখিতে আনন্দ হয়, যাঁহারা ৪।৫ মাস কড্‌লিভার অয়েল সেবন করিয়া ভাল উপকার পান নাই, তাঁহারা অল্পদিনের মধ্যেই অল্প ঔষধ সেবনে ঐ দুইটী কঠিন ব্যাধিরহস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন। এই অল্প সময়ের মধ্যে যে এরূপ উপকার পাওয়া যাইবে, ইহা স্বপ্নেও একবার কল্পনা করিতে পারি নাই। ধন্য চ্যবন ঋষি! আপনার চরণে শত সহস্র প্রণাম! আপনি জগতের জীবের মঙ্গলের জন্য যে মহৌষধ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া দূরে থাক্, বরং অন্তরের সহিত ঔষধের প্রতি ঘৃণা করিয়া থাকি। আমরা কি মূঢ়! নকল মুক্তার প্রলভনে মুগ্ধ হইয়া আসল জিনিষে তাচ্ছল্য করিতে বসিয়াছি! যে সকল বিজ্ঞ তত্ত্বদর্শী মহামুনি, কত শত-বৎসর পরিশ্রম করিয়া আমাদের জন্য এই অমূল্য আয়ুর্ব্বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন, আমরা অনায়াসে সেই অমূল্য রত্ন অবজ্ঞার সহিত পদদলিত করিতেছি! তাহা না হইলে বিদেশীয় তীব্র ঔষধ সেবন করিয়া দিন দিন রুগ্ন হীনবল ও অল্পায়ু হইতেছি কেন? চ্যবন-প্রাশ ও কড্‌লিভার অয়েল এই দুইয়ে তুলনা করিলে যে কত প্রভেদ হইবে, তাহা সাধারণে ব্যবহার করিয়া দেখিলে বুঝিতে

পারিবেন। চ্যবন-প্রাশ যে, উত্তম রক্ত পরিষ্কারক এবং স্নায়ুমণ্ডলের বলকারক (Nervaus Tonick) তাহার আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

টাকী দাতব্য চিকিৎসালয়। } ডাক্তার শ্রীবিহারীলাল রায়চৌধুরী।

টাকী গভর্ণমেণ্ট সংসৃষ্ট হস্‌পিটালের ভারপ্রাপ্ত সুযোগ্য ডাক্তার এলোপ্যাথি-প্রেমিক বিহারীবাবু যখন চ্যবনপ্রাশের সামান্যমাত্র গুণের পরিচয় পাইয়া বিদেশী কড্‌লিবরে তাচ্ছল্য করিয়া দেশীয় চ্যবনপ্রাশের প্রেমে এতদূর মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন, তখন আমরা আর আমাদের প্রাণের চ্যবনপ্রাশের সম্বন্ধে বার বার মাথা মুণ্ডু কি বলিয়া কি লিখিয়া পাঠকগণের ভক্তি বিশ্বাস ও প্রেম আকর্ষণ করিতে চেষ্টা পাইব? চি, স, স,

—০—

সুগভীর শোকসংবাদ;—কলিকাতা সহরের প্রাচীন সুবিখ্যাত কবিরাজ-শ্রেষ্ঠ আমাদের পিতৃস্থানীয় গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহোদয়ের সজ্ঞানে ৮গঙ্গাপ্রাপ্তির সংবাদ বোধ হয় বঙ্গের আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই অবগত হইয়াছেন। যেহেতু বঙ্গে এমন লোক খুব কমই আছেন, যিনি অন্ততঃপক্ষে উক্ত কবিরাজ মহোদয়ের নাম শ্রুত না আছেন; সুতরাং এ ডাক্তার-প্রধান বঙ্গভূমি এমন সময়ে গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ কৃতী কবিরাজসন্তান হারাইয়া যে কিরূপ শোকবিহ্বলা হইয়াছেন তাহা হৃদয়বান্ স্বদেশহিতৈবী ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতই ভাবিবার বিষয়। কবিরাজ মহোদয়ের জন্য শোক অনেকেই করিতেছেন, দেশ বিদেশ অনেকে স্থলেই হা হা রব উঠিয়াছে, চক্ষুজলে অনেকেরই বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে সত্য; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার অভাবে আজ আমাদের যেরূপ সুগভীর শোক, যেরূপ মর্ম্মান্তিক দুঃখ, ও যেরূপ অভাবনীয় অভাব ঘটিয়াছে, তাহা একমাত্র তাঁহার পুত্র ও সহোদরাদি ভিন্ন অন্য কাহারও বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

কবিরাজ মহাশয়ের মৃত্যুতে অনেকে অনেক কথাই বলিতেছেন। কেহ তাঁহার প্রচুর ধনোপার্জ্জনের কথা তুলিয়া তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিতেছেন, কেহ বা তাঁহার অসাধারণ চিকিৎসানৈপুণ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছেন এবং কেহ বা তাঁহার দানধ্যানাদির উল্লেখ করিয়া ধন্য ধন্য করিতেছেন। অবশ্য সকল বিষয়ে সর্ব্বপ্রকারেই যে তিনি এ বাজারে ধন্যবাদের পাত্র, তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই। তবে কথা এই যে, এসংসারে দাতা অনেকেই আছেন, প্রচুর ধনোপার্জ্জনও অনেকেই করিয়া থাকেন এবং চিকিৎসা-

বিষয়েও অনেকেরই সুখ্যাতি হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি কি গুণ থাকিলে তবে যথার্থ সুচিকিৎসক বলিয়া গণ্য হওয়া যায়, আসল দাতার লক্ষণই বা কি এবং সেই সেই লক্ষণের সহিত কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের কতদূর সামঞ্জস্য ছিল, এসকল কথা তলাইয়া অতি কম লোকেই বুঝিয়া থাকেন। প্রকৃতরূপে বুঝিয়া ওঠাও সকলের পক্ষে সহজ নহে। এজন্য আমাদের নিতান্তই ইচ্ছা আছে, উপরোক্ত মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিতে সে সকল কথা ক্রমশঃ প্রকাশ করিয়া পাঠকগণের কৌতূহল চরিতার্থ করিব। কেননা গঙ্গাপ্রসাদের ন্যায় একজন শ্রেষ্ঠ কবিরাজের আদ্যোপান্ত জীবনী সর্ব্বসাধারণের চক্ষে আঙুল দিয়া ভালরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিলে অন্ততঃ সাধারণের না হউক, কিন্তু কবিরাজবর্গের যে কতকটা উপকার দর্শিতে পারে, এবিশ্বাস আমাদের বিলক্ষণই আছে।

—০—

সমালোচনা ঃ—চিকিৎসক ও সমালোচক ঃ—মাসিকপত্র দ্বিতীয়বর্ষ। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সত্যকৃষ্ণ রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "চিকিৎসক ও সমালোচক" নামক মাসিক পত্রখানি এক বৎসর কাল নিয়মিত বাহির হইয়া এখন উহা দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। আমরা প্রথম হইতেই ইহা যথারীতি প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এই দীর্ঘকাল মধ্যে উক্ত পত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ভিন্ন কোন রূপ সমালোচনা করিবার অবসর আমাদের ঘটে নাই। এপর্য্যন্ত সমালোচনা না করার কারণও বিস্তর ছিল। পাঠকগণ সকলেই জানেন যে, আজকালকার সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্রিকার অর্থাৎ মাসিকপত্রিকার জীবন প্রকৃতই ক্ষণভঙ্গুর। প্রতি মাসে প্রতি বর্ষে কত শত পত্র ও পত্রিকা জন্মগ্রহণ করিয়া যে, অকালে জীবনলীলা সাঙ্গ করে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। সুতরাং এরূপ স্থলে কোন পত্র বা পত্রিকার ২।৪ সংখ্যা বাহির হইলেই তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে কোন রূপ সমালোচনাই করা সঙ্গত বোধ হয় না, কিন্তু আহ্লাদের বিষয় এই যে, আমাদের অদ্যকার আলোচ্য চিকিৎসক ও সমালোচক নামক মাসিকপত্র যখন এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তখন ইহার উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসেই ইহার যথাযথ সমালোচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং আমরা বারান্তরে তাহাই করিব।

—০—

কুন্তলীন।

কেশের পরিপোষণ, পরিবর্দ্ধন ও শ্রীসম্পাদনকারী মনোহর সুগন্ধি তৈল।

কুন্তলীন সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ; সুবাসিত কেশতৈলাদির অনুকরণে প্রস্তুত হয় নাই। তৈলের শোধন, দুর্গন্ধবিমোচন এবং দেশীয় ও বিদেশীয় কেশ-পোষক দ্রব্যাদির দোষগুণ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা এবং পর্য্যালোচনার পর ভদ্র সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই অভিনব মনোহর-গন্ধ তৈল প্রস্তুত হইয়াছে। কুন্তলীন যে মহিলা ও ভদ্রলোকদিগের ব্যবহার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কেশ তৈল, তাহা নিম্নে প্রকাশিত প্রশংসাপত্রে প্রতীয়মান হইবে।

কুন্তলীনের প্রশংসাপত্র।

সম্ভ্রান্ত এবং বিখ্যাত কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন "কুন্তলীন তৈল আমরা দুই মাস কাল পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। আমার কোন আত্মীয়ের বহুদিন হইতে চুল উঠিয়া যাইতেছিল, কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া এক মাসের মধ্যে তাঁহার নূতন কেশোদ্গম হইয়াছে। এই তৈল সুবাসিত এবং ব্যবহার করিলে ইহার গন্ধ ক্রমে দুর্গন্ধে পরিণত হয় না।"

সুবিখ্যাত লেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"আমার বাটীর স্ত্রীলোকেরা কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন যে, ইহার সুগন্ধ অতি প্রীতিকর এবং ইহার ব্যবহারে মস্তক যেমন শীতল থাকে, কেশও তেমনি শোভাসম্পন্ন হয়।"

শ্রীযুক্তা কুমুদিনী কাস্তগিরী বি, এ, মহারাণী মহীশুরের বালিকাবিদ্যালয়ের লেডি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলেন,—"আমি কুন্তলীন ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। ইহার গন্ধ অতি সুমিষ্ট এবং ইহা কেশবর্দ্ধনে সহায়তা করে, তদ্বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।"

শ্রীযুক্তা সরলা দেবী বি, এ, বলেন,—"আমি কিছু দিন হইল কুন্তলীন ব্যবহার করিতেছি। ইহার একটী বিশেষ গুণ এই দেখিলাম যে, একবার মাথায় ঘসিয়া ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে চুল বেশ হাল্কা থাকে, শীঘ্র আর চটচটে হয় না। ইহার সুগন্ধ বেশ প্রীতিজনক।"

কটকের ডিষ্ট্রীক্ট এবং সেশন্ জজ, শ্রীযুক্ত বি, এল, গুপ্ত মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সৌদামিনী গুপ্তা বলেন,—"কুন্তলীন দেখিতে অতি পরিষ্কার এবং ইহার গন্ধ মৃদু ও বেশ প্রীতিকর। ইহা সর্ব্বদা ব্যবহারের জন্য বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।"

প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনাধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার পি, কে, রায় মহাশয়ের স্ত্রী শ্রীযুক্তা সরলা রায় বলেন "আপনার কুন্তলীন তৈল ব্যবহার করিয়া আমি অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছি। এত দিন আমি যে সকল তৈল ব্যবহার করিতাম, তদপেক্ষা ইহা অনেক পরিষ্কার এবং সুগন্ধদায়ক।"

মূল্য প্রতি বোতল এক টাকামাত্র। ডাকে লইলে ১ বোতল ১৫/০, বোতল ৩৲, ৪ বোতল ৫।০ এবং ডজন ১৫।০ টাকা।

প্রস্তুতকারক এইচ, বসু

২৫ নং মুসলমানপাড়া লেন, কলি[illegible]

বিষে
থাকি
লক্ষণ
সামঞ্জ
প্রকৃত
নিতা
কথা
গঙ্গা
রণের
না হ
আম
দ্বিতী
সমা
এখন
যথা
মধ্যে
আম
পাঠ
অর্থা
কত
তাহ
সংখ
করা
আে
হইয়
অনা
বারান্তরে ত

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্নের

ভারতবর্ষ মধ্যে একমাত্র স্থলভ ও অকৃত্রিম

আয়ুর্ব্বেদীয়-ঔষধালয়।

১০০ নং কর্ণওয়ালিসষ্ট্রীট্, সিমলা, কলিকাতা।

এই ঔষধালয়ে আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্রমতে সর্ব্বপ্রকার রোগের সর্ব্ববিধ অকৃত্রিম ঔষধ, তৈল ও মোদকাদি, ধাতুভস্ম, মকরধ্বজ ও মৃগনাভি আদি অতী স্থলভ মূল্যে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত আছে।

যে কোন রোগী বা তাঁহার আত্মীয় মফঃস্বল হইতে রোগের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা লিখিলে তৎক্ষণাৎ ভ্যালুপেবুল ডাকে ঔষধ কিম্বা কেবল ব্যবস্থাপত্র পাঠান হইয়া থাকে। (বিলম্বে বুঝিতে হইবে যে তাঁহার পত্র পৌঁছে নাই) কেবল ঔষধের জন্য পত্র লিখিতে হইলে তৎসঙ্গে রোগেরও অবস্থা সংক্ষেপে লেখা আবশ্যক।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে ভারতীয় এবং ইয়ুরোপ ও আমেরিকা প্রদেশস্থ যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিয়া সহস্র সহস্র প্রশংসাপত্র দিয়াছেন, তন্মধ্যে নমুনাস্বরূপ নিম্নে একখানিমাত্র ইংরাজী-পত্রের সারাংশ এস্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

হিন্দুকুলগৌরব শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় এম, এ, বি এল, সি, এস, আই মহোদয় কি লিখিয়াছেন তাহা পড়ুন :—

আমি কবিরাজ শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন মহাশয়কে বহুবর্ষাবধি বিশেষরূপে জ্ঞাত আছি। তিনি একজন অতি উচ্চদরের চিকিৎসক। আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাপ্রণালীর প্রতি নিধি বলিয়া তাঁহার যশ এতদ্দেশে সর্ব্বত্রই ব্যাপ্ত আছে, এমন কি ঐ যশ মহাসমুদ্র পা হইয়া ইয়ুরোপ এবং আমেরিকা খণ্ডেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যেহেতু কবিরত্নের প্রচারিত আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসাসম্বন্ধে নানাবিধ গ্রন্থ পৃথিবীর সর্ব্বদেশেই বড় বড় পণ্ডিত ও ডাক্তার দ্বারা আদৃত হইয়াছে।

আমি আমার ও নিজ পারিবারিক চিকিৎসা সম্বন্ধে অনেক স্থলেই কবিরাজ মহাশয়ের সাহায্য পাইয়া বিস্তর উপকার লাভ করিয়াছি। এক সময়ে আমার একটী আত্মীয় গুরুতর নূতন বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া কিছু দিন শয্যাশায়ী থাকেন, কবিরাজ মহাশয়ের প্রদত্ত তৈল ও ঘৃতাদি ব্যবহারে তাঁহার ঐ রোগ অত্যল্প সময়ের মধ্যেই অতি আশ্চর্য্যরূপে প্রশমিত হইয়াছিল।

কবিরাজ মহাশয় যে মহামাষ তৈল, ছাগলাদি ঘৃত এবং অন্যান্য তৈল ও ঘৃত ব্যবহার করিয়া থাকেন, সে সকল তাঁহার নিজের পরিদর্শনে প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ সমস্ত ঔষধ যে সম্পূর্ণ অকৃত্রিম ও আশ্চর্য্য ফল-প্রদ, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই করা যাইতে পারে না।

আমি নিঃসন্দেহরূপে বলিতে পারি যে, যাঁহারা কবিরাজ মহাশয়কে জানেন এবং যাঁহারা তাঁহার আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা সম্বন্ধে উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের প্রশংসা করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন যে, কবিরাজ মহাশয়ের চেষ্টাতেই আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-প্রণালী পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আক্রমণ হইতে যে কেবলমাত্র আত্মরক্ষণে সমর্থ হইবে তাহা নহে, পরন্তু ইহার বিলুপ্ত অংশেরও পুনরুদ্ধার হইবে।"

(স্বাক্ষর) শ্রীপ্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়।

COLOUR PAPER

ISSUE(S) MISSING